মহাকবি শেখ সাদীর
বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
এম, রহমান, বি, এ,
দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

প্রিণ্টার ঃ—মোহাম্মদ আজিজর রহমান
নিউ ক্যালকাটা প্রেস
৯৩।৩।১ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

"ছোখন্ হায়ে সা'দী মেছালস্ত্ ও পন্দ্,
বকার্ আয়াদত্ গার্ শবী:কার্বন্দ্।
দেরেগস্ত্ আজিঁ রুয়ে বর্তাফ্তন্,
কেজিঁ রুয়ে দওলাত্ তওয়াঁ ইয়াফ্তন্।"

উপমা আর উপদেশে সা'দীর বাণীর তুলনা নাই,
অনুসরণ করে যে জন ভাগ্যরতন লভে সদাই।
মাঝে ইহার দীন দুনিয়ার পা'বে হাজার হাজার কুশল,
হ'য়ে বিমুখ ফিরায় যে মুখ, কপালে দুখ তাহার কেবল।

অবতরণিকা

জগদ্বিখ্যাত মহাকবি শেখ সা'দীর অমূল্য গ্রন্থ বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ করিবার কল্পনা বিগত ৩।৪ বৎসর কাল ক্রমাগত আমার মনে উদিত হইতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাই নাই। সম্প্রতি দয়াময়ের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ইহাতে অগ্রসর হইয়াছি। মখ্‌দুমী লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী মৌলভী মোহাম্মদ মোবারক আলী সাহেবের উৎসাহ না পাইলে হয়ত এত শীঘ্র এই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিতাম না; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সমস্তই কবিতায় লিখিত। ভাব ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া এক ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যে কতদূর কঠিন, যাঁহারা এরূপ কার্য্যে ব্রতী, তাঁহারাই কেবল তাহা অবগত আছেন। আমার এই চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা গুণগ্রাহী সুধিমণ্ডলীর বিবেচ্য।

আমি এই গ্রন্থের অনুবাদে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছি,—

(১) সাধারণতঃ গ্রন্থের গল্পাংশ গদ্যে এবং উপদেশাংশ কবিতায় লিখিত হইয়াছে।

(২) গ্রন্থের বিশেষ উপদেশপূর্ণ বা গভীর ভাবব্যঞ্জক বয়াতগুলির মূল ফার্‌সী পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সভাসমিতিতে বা অন্য প্রয়োজনক্ষেত্রে এই বয়াতগুলির আবৃত্তি করা সহজ হইবে। যাঁহারা ফার্‌সী ভাষা জানেন, তাঁহারা মূল গ্রন্থের এই বয়াতগুলির মাধুর্য্য পূর্ণরূপে

অনুভব করিতে পারিবেন। ফারসী ভাষায় যাঁহাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারাও কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় এই বয়াতগুলি আয়ত্ত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য উপভোগে সমর্থ হইবেন। পারস্যভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, এইরূপ পুরাতন ধরণের মাদ্রাসার ছাত্রগণের এবং অল্পশিক্ষিত "হেদায়াত" পন্থী মৌলভী মুন্‌শীগণের পক্ষে এই পুস্তকের সাহায্যে বাঙ্গলা ও ফার্‌সী উভয় ভাষাতেই কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করা সহজ হইবে। পক্ষান্তরে এই সমস্ত বয়াত ও তাহাদের কবিতানুবাদগুলি ওয়াজ নছিহতের সময়েও অনেক উপকারে আসিবে। এই পুস্তকের পাদটীকায় মূল বুস্তাঁর অতি উৎকৃষ্ট বাছা বাছা ৫৩৬টি বয়াত বা ১০৭২ পংক্তি লিখিত হইয়াছে। শুধু এই বয়াতগুলিই এক কলামে স্বতন্ত্রভাবে ছাপিলে ৪০-৪৫ পৃষ্ঠার একখানি ফার্সী কেতাবে পরিণত হইতে পারে।

৩। দেশকালপাত্রভেদে লোকের রুচিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ৬।৭ শত বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত লিখন জনসাধারণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল, বর্ত্তমান সময় তাহার সমস্তগুলি তেমন উপযুক্ত ও লোকপ্রিয় হইবার আশা করা যায় না। প্রধানতঃ এই কারণে এবং পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মূল পুস্তকের অনেক স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। পাঠকের মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেমন অনেকস্থান বাদ দিয়াছি, তেমনি কবির বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাভাবে কোন কোন কথা অধিক লিখিত হইয়াছে; তবে আমি সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের বক্তব্য ও লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

৪। আরবী ও ফারসী ভাষার س ছিন্‌ অক্ষর বাঙ্গলায় অনুবাদ করিবার সময় "ছ" অথবা "স" হইবে, ইহা লইয়া বহুদিন হইতে মত-

বিরোধ ও তর্কবিতর্ক চলিতেছে। এমন কি, এতৎসম্বন্ধে একখানি বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি সাহিত্যিক মোকদ্দমাও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনো এই কলহের কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। এই বিবদমান দুই পক্ষের কোনপক্ষই আমি গোড়ামির সহিত অবলম্বন করি নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে যে সমস্ত আরবী ফারসী শব্দ সাধারণতঃ দন্ত্য "স" দিয়া লিখিত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় আমি দন্ত্য"স" দিয়াই লিখিয়াছি। তদ্ব্যতীত অন্যান্য শব্দ সাধারণের পড়িবার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া "ছ" দিয়াই লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা "ছ" এর পক্ষপাতী, তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ছুদ, ছরকার, ছাবেক, ছালিছ, হিছাব, ছিন্দুক, ছক্ত ইত্যাদি শব্দ লেখা যেমন আমার নিকট অশোভন মনে হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ "সরাসর্" "সেতম্‌গার্" সিয়াসাত্, বিসিয়ার্, এহ্‌সান্, সোখন্-সঞ্জ্, ইত্যাদি রূপ বর্ণবিন্যাস দ্বারা আরবী ফারসী শব্দগুলির বিকৃত উচ্চারণের প্রশ্রয় দেওয়াও সঙ্গত মনে করি নাই। س ছিনের উচ্চারণ-প্রসঙ্গে আমার একটি **বিশেষ নিবেদন এই** যে এই গ্রন্থের কবির নামটি **কেহ যেন "শাদী" না পড়েন। বিশেষ সাবধানতার সহিত "সা'দী" শব্দটী ছা'দী** পড়িবেন। "ছ" এর পরে আয়েন ع অক্ষরটি উচ্চারিত হইবে।

৫। ফারসী ভাষার বাঙ্গলায় অক্ষরান্তরীকরণের (transliteration) কোন নিয়ম এ পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। ـِ জের্‌কে কেহ "এ"কার, কেহবা "ই"কার, ـُ পেশ্‌কে কেহ "ও"কার, কেহবা "উ"কার উচ্চারণ করেন। দেল্, আলেম্, ও গোল্ শব্দ আজকাল অনেকে যথাক্রমে "দিল্" "আলিম্" ও "গুল্" লিখিয়া থাকেন। ـَ জবর্‌কে কেহবা অকার, কেহবা আকার উচ্চারণ করেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি কোনই বাঁধাধরা নিয়ম পালন করি নাই। যেখানে যেরূপ সঙ্গত মনে হইয়াছে, তাহাই

লিখিয়াছি। অভিজ্ঞ পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভ্রমক্রটী সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

পারস্যের অন্যান্য কবিদের কথা ভুলিতে পারিলেও মহাকবি শেখ সা'দীকে জগতের মুসলমান ভুলিতে পারে না। তিনি জগতকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এই প্রায় সাত শত বৎসর পরেও সুদূর বঙ্গপল্লীর নিভৃত নিকেতনে বহু মুসলমান বালক তাঁহার পান্দ্‌নামা হাতে লইয়া পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকে। তাঁহার গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ না পড়িলে এদেশে কেহ "মুন্‌শী মৌলভী" হইতে পারে না। শেখ সা'দীর দুই একটি বয়াত আওড়াইতে না পারিলে মজ্‌লিস্‌ জমকিয়া উঠে না, বক্তৃতায় জোশ্‌ আসে না! কি গভীর তত্ত্বকথা, কি কঠোর রাজনৈতিকতা, কি চুটকির চাটনী, কি প্রেমের গভীরতা, কি সরস রসিকতা, কি সরল নীতি-কথা, যাহাই অনুসন্ধান কর, সা'দীর রচনার মধ্যে তাহাই প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী এত অধিক রচনা বোধ হয় বিশ্বের অন্য কোন কবিরই নাই। এত ব্যাপকভাবে, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাদৃত হইবার সৌভাগ্যও বোধ হয় অন্য কোন কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই! রাজদরবার হইতে কৃষকের সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শেখ সা'দীর বয়াতের অবারিত গতি; সকলেই ইহা আবৃত্তি করিতে বিশেষ গৌরব অনুভব করেন। নিখিল বিশ্ব-মোস্‌লেমের হৃদয়াসনে শেখ সা'দীর অবিসম্বাদিত অধিকার। এমন কি, সুদূর ইউরোপে পর্য্যন্ত তাঁহার পুস্তকগুলির নানা ভাষায় বহু অনুবাদ বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

মহাকবি শেখ সা'দীর প্রকৃত নাম শেখ মছ্‌লেহ্‌ উদ্দীন। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ নগরে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন; ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গুলিস্তাঁ এবং ১২৫৭

খৃষ্টাব্দে বুস্তাঁ রচনা সমাপ্ত করেন। গুলিস্তাঁ এবং বুস্তাঁ এই উভয় শব্দের অর্থই কুসুম-কানন।

গুলিস্তাঁ এবং বুস্তাঁ এই পুস্তক দু'খানির উদ্দেশ্য এক হইলেও উভয়ের প্রকৃতিগত অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গুলিস্তাঁর কবিতাগুলিতে পার্ব্বত্য নদীর লীলায়িত গতিভঙ্গির ন্যায় সর্ব্বত্রই বিচিত্র বিচিত্র মধুর ছন্দচাটুল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা, রসিকের সরস রসিকতা, প্রাণস্পর্শী নানা উপদেশ কিছুরই ইহাতে অভাব নাই। সমুজ্জ্বল মুক্তা-ধারার ন্যায় যেন তৎসমুদয় আপন চমকে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে! কিন্তু বুস্তাঁর কবিতাগুলি সমভূমিতে তরঙ্গিনীর স্নিগ্ধমধুর, অনাবিল প্রশান্ত প্রবাহের ন্যায় যেন জগত-বক্ষে শান্তি ও কল্যাণ বিলাইতেছে। ইহাতে বাল্যের চাপল্য নাই, তরুণের তারল্য নাই; রসিকের কলহাস্য ইহার স্নিগ্ধ মধুর পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য কোন-স্থানে একবিন্দুও ক্ষুন্ন করিতে পারে নাই। ইহার উপদেশ গুলি সর্ব্বত্রই অতি উন্নত, মহান ও স্বর্গীয়। সেগুলি শিশু ও বালকগণের অপেক্ষা বয়স্কের জীবন-ক্ষেত্রে, যাঁহারা বড় হইয়াছেন, বড় হইতে চাহেন, তাঁহাদের উপরে অধিক প্রযুজ্য। প্রকৃত রাষ্ট্রগুরুর ন্যায় এই পুস্তকে শেখ সা'দী রাজ্যপরিচালনা-নীতি ও যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে অমূল্য অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত উপদেশ বর্ত্তমান জগতেও সমান ভাবে অনুসরণীয়। পক্ষান্তরে যোগসাধনা ও মা'রেফত বা সুফীধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশগুলি যে কোন দেশের, যে কোন সম্প্রদায়ের খোদাভক্ত অলী ঋষিগণের প্রাণের ভিতর গ্রহণের উপযুক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শৃগালের গল্পে তিনি কর্ম্মযোগের কি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন! বর্ত্তমান যুগে দুর্দ্দশা-নিপীড়িত, হতভাগ্য, কর্ম্মবিমুখ, অদৃষ্টবাদী বঙ্গবাসী মুসলমান সমাজের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপাল্য! পরধর্ম্ম-

সম্বন্ধে উদারতা, সর্ব্বজীবে আন্তরিক গভীর সহানুভূতি, আত্মশাসন, কুপ্রবৃত্তি-দমন, পরনিন্দা, সন্তানগণের শিক্ষাবিধান ইত্যাদি বিষয়ক শেখ সা'দীর অমূল্য উপদেশাবলী বর্ত্তমান যুগেও অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রেমের উপাখ্যানগুলির অধিকাংশই কত গভীর, কত মধুর, কত স্বর্গীয়! জোনাকীর ক্ষুদ্র উপদেশের ভিতরে, পতঙ্গ ও মোমবাতীর গল্পে খোদাতা'লায় আত্মসমর্পণের, ঐশীপ্রেমে আত্মবিলয়ের কি উজ্জ্বল আদর্শই না অঙ্কিত হইয়াছে! এই গ্রন্থের গল্প গুলির প্রায় সমস্তই মানবজীবনের প্রত্যেক অবস্থায় প্রয়োজনীয় অতি উচ্চ উপদেশাবলী প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই লিখিত। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত গল্প দ্বারা পুস্তকের সৌন্দর্য্য বহুগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে! শেখ সা'দী তৎকালীন সহস্র অসুবিধা সহ্য করিয়া এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের নানাস্থানে প্রায় ৩০ বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার এই ভ্রমণ-সঞ্জাত অভিজ্ঞতা "মেছেরের" (মিসর) মিছ্‌রির ন্যায় বুস্তাঁ কেতাবে নিবদ্ধ হইয়াছে, ভূমিকাতে কবি নিজেই সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বুস্তাঁর অন্যতম ইংরাজী অনুবাদক এ, হার্ট্ এড্‌ওয়ার্ড্ সাহেব সত্যই বলিয়াছেন. শেখ সা'দী তাঁহার ২২খানি গ্রন্থের পরিবর্ত্তে যদি কেবল এক বুস্তাঁই লিখিতেন, তবুও তাঁহার নাম চিরকাল মানব-সমাজে অমর হইয়া থাকিত।

অল্প কথায় বুস্তাঁর ন্যায় মহা গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে না। যাহার সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, স্বর্গীয় ভাবের প্রাচুর্য্যে, বিশ্ববিমোহন অসাধারণ চমৎকারিত্বে জগত স্তম্ভিত, আমার সামান্য শক্তিতে তাহার যথাযথ সমালোচনা করা সম্ভবপর নহে। একথা অবিসম্বাদিত ভাবে স্বীকৃত যে, গুলিস্তাঁর ন্যায় এই মহাগ্রন্থ খানি সম্পূর্ণরূপে কোরান শরীফের নীতি অনুসরণ করিয়াই লিখিত; এই জন্য ইহা মোস্‌লেম-জগতে এত সমাদৃত ও অভিনন্দিত।

এই পুস্তকে আমি সম্পূর্ণরূপে মূলগ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছি। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কোন উপযুক্ত গ্রন্থের বা যোগ্য ব্যক্তির বিশেষ কোন সহায়তা আমি পাই নাই।

এই অনুবাদকালে আমি পদেপদে নিজের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি, এবং সে কথা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিতেছি। আমার সামান্য লেখনীর পক্ষে মহাকবি শেখ সা'দীর রচনা-সৌকর্য্যের অনুকরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনার নামান্তর মাত্র। আমি মূল সৌন্দর্য্য রক্ষার জন্য চেষ্টার ক্রটী করি নাই, ইহাই আমার একমাত্র কৈফিয়াত।

পুস্তকখানি যাহাতে মুসলমান সমাজের সাধারণ পাঠকগণের উপযোগী হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ইহার প্রায় সমস্ত কবিতা সর্ব্বসাধারণের বিশেষ পরিচিত ও উপযোগী পয়ার ছন্দে লিখিয়াছি। এই স্থানে মূল বুস্তাঁ যে ছন্দে লিখিত, তাহারও একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। ইহার ফলে আশা করা যায়, ফার্সী-অনভিজ্ঞ পাঠকও বয়াতগুলি যতি ঠিক করিয়া সহজে পড়িতে পারিবেন। কোন ফার্সীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিলে ফার্সী বয়াতগুলি আয়ত্ত করা তেমন কঠিন হইবে না। বুস্তাঁর ছন্দের ধারাটী সর্ব্বত্রই এইরূপ,—

১	২	৩	৪
ফা'উলোন্	ফা'উলোন্	ফা'উলোন্	ফা'উল্

দরিঁ অর্ | তা কিশ্‌তি | ফেরো শোদ্ | হাজার্‌
কে পায়দা | না শোদ্ তখ্‌ | তায়ে বর্ | কেনার্‌।

একটু অভ্যাস করিলেই ইহা সহজে আয়ত্ত হইবে। *

পূর্ব্বকালের ফারসী কবিগণের সাধারণ নিয়মানুসারে শেখ সা'দীও বহু ক্ষেত্রে তাঁহার নিজ কবিতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার

* ৩ পৃষ্ঠায় এই বয়াতটির অর্থ দেখুন।

সমালোচকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, এই প্রশংসাবাদ কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় নাই; বরং সম্পূর্ণরূপে উপযুক্তই হইয়াছে। ইউরোপে তিনি প্রাচ্যের শেক্স্ পিয়ার্ বলিয়া পরিচিত। পারস্য-কাব্য-সাহিত্য-সমালোচকদের মতে তিনি কবিসম্রাট। প্রসিদ্ধ আ'লেম ও কবি মওলানা অব্দুর্ রহ্মান জামী শেখ সা'দীকে কাব্য-জগতে পয়গম্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। *

আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই অনুবাদ প্রকাশের দ্বারা হয় ত আমি নিজের অজ্ঞতা ও অসাবধানতা নিবন্ধন বহু ক্ষেত্রেই মহাগ্রন্থ বুস্তাঁর সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারি নাই। মহাকবি শেখ সা'দী আলায়হে রহ্মতের অমর আত্মার উদ্দেশে আমার সহস্র ছালাম। আশা করি, তিনি তাঁহার এই অকিঞ্চন ভক্তের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে হে সহৃদয় পাঠক সমাজ, আপনাদের নিকটেও আমার নানা ভ্রম ত্রুটীর জন্য, নানা অজ্ঞতার জন্য বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভ্রম ত্রুটী প্রদর্শিত হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

হজ্রত্ শেখ সা'দীর অমর উক্তি দ্বারাই আমার এই সামান্য অবতরণিকার উপসংহার করিতে চাই।

শনিদম্ কে দর্ রোজে ওমেদ্ ও বীম্,
বদাঁরা ব নেকাঁ বে বখ্শদ্ করিম্;
তু নিজ্ আর্ বদি বিনী অন্দর্ ছোখন্,
ব খোল্কে জাহাঁ আফরিঁ কার্ কোন্;

---

* দর্ শে'র্ ছে কছ্ পয়ম্বরানন্দ্,
হর্ চন্দ্ কে "লা নবীয়া বা'দী",
আওছাফে কছিদা ও গজল্ রা
ফেরদৌছী ও আনোয়ারী ও ছা'দী।

চু বয়তে পছন্দ্ আয়াদত আজ্ হাজার্
ব মর্দী কে দস্ত্ আজ্ তা'য়ায়ত্ বেদার্।*

"হে সহৃদয় পাঠক, যদি এক সহস্র কবিতার মধ্যে একটীও তোমার মনোমত হয়, তবে মনুষ্যত্বের দোহাই, অন্য গুলির দোষ ধরিও না। করুণাময় খোদাতা'লার আদর্শে কাজ কর।"

আশা করি, সুধিমণ্ডলীর স্নেহানুকুল্য লাভে এই পুস্তকখানি বঞ্চিত হইবে না।

৫ই সেপ্টেম্বর
১৯৩২

বিনীত—
শেখ হবিবর রহমান
বারাকপুর গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল
২৪ পরগণা।

* কবিতাটীর পদ্যানুবাদ এই পুস্তকের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

কবিবর শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের

অতুলনীয় গ্রন্থাবলী

১। আলমগীর—দ্বিতীয় সংস্করণ, মোস্‌লেম-বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থ। ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা আওরঙ্গজীবের সমস্ত দোষ খণ্ডন। ১৸০

২। সা'দীর কালাম—তৃতীয় সংস্করণ, উপদেশের রত্ন-ভাণ্ডার ।৴০

৩। সুন্দর বনে ভ্রমণ-কাহিনী—কৌতুহলোদ্দীপক অভিনব গ্রন্থ ৸০

৪। আমার সাহিত্য-জীবন—সাহিত্য রসিকের অবশ্য পাঠ্য ॥১

৫। জেন-পরী—রহস্যের পিরামিড, পরীবালার অদ্ভুত লীলা ৸০

৬ গুলশান্—(কবিতা) নন্দনের অমর মাধুরী, নানা রসে মধুর ১৲

৭ পারিজাত—৩য় সংস্করণ, জগতে বেহেশ্‌তের পারিজাত ॥০

৮ আবেহায়াত—(গজল) ২য় সংস্করণ, প্রেমের মদির ঝঙ্কার ।৶০

৯ কোহিনুর কাব্য—কাব্য জগতে বিজয়-বৈজয়ন্তী ১।৶০

১০ বাঁশরী—পরাণ মাতান, জগত ভুলান সুরের লহরী ১৲

১১ নিয়ামত—গল্প-সাহিত্যে অতুলনীয়, নানা রসে ভরপুর ১৲

১২ চেতনা—পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ, তত্ত্বজ্ঞানের ঊষার হাসি ।৶০

১৩ পরীর কাহিনী—সচিত্র পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ, অতুলনীয় গ্রন্থ ১৲

১৪ হাসির গল্প—সচিত্র ৪র্থ সংস্করণ, হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার ॥০

ভারত সম্রাট্‌ বাবর—২য় সংস্করণ, মানবতার পূর্ণ আদর্শ ।৶০

১৬। গুলিস্তাঁর গল্প—গল্পগুলি আনন্দ ও উপদেশের রত্নখনি। তৎসহ প্রায় দুই শত সর্ব্বত্র ব্যবহারোপযোগী সুন্দর বয়াত ও তাহাদের পদ্যানুবাদ। বিরাট-আকারে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ "গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ" ইন্‌শা আল্লা শীঘ্রই বাহির হইবে। ১৲

১৭। পদ্য পারসী ব্যাকরণ—(গদ্য ব্যাখ্যা সহ) পারসী শিক্ষার্থীর সুবর্ণ সুযোগ ।০

১৮। ছেলেদের দীনিয়াত—ধর্ম্ম কর্ম্ম শিখিবার শ্রেষ্ঠ পুস্তক ।০

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে বা নিম্ন ঠিকানায় প্রাপ্তব্য ঃ—

দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মহাকবি শেখ সাদীর বুস্তাঁর পদ্যানুবাদ

সূচীপত্র

কুর্আনের বঙ্গানুবাদ

উপক্রমণিকা

হাম্‌দ্—(স্তোত্র)

আরম্ভ তাঁহার নামে এ বিশ্ব সৃজন যাঁর,
রসনারে দিলা ভাষা যিনি এত চমৎকার।
অশেষ তাঁহার দান অখিল নিখিল ভরি’,
তুলেন করুণা করি’ পতিতেরে হাত ধরি’।
ক্ষমা পায় সবে তাঁর সুমহান দরবারে,
এত ক্ষমা এ জগতে কেহ না করিতে পারে।
যে অভাগা তাঁর দ্বার হ’তে মুখ ফিরাইল,
আপনার ভবিষ্যৎ আপনি সে খোয়াইল।
পাবেনা ইজ্জত কভু যেখানেই যাক্ সে,
হতমান পেরেশান হইবে বেবাক সে।

জগতের যত সব মহীয়ান ভূপতির,
তাঁরি মহা দরবারে সতত আনত শির।

বিদ্রোহী যাহারা তাঁর সতত নাফরমান, *
তাদেরো উপরে তাঁর কতই স্নেহের দান!
পাপী বলি' কেহ তাঁর দয়ায় বঞ্চিত নয়,
পাবেনা তুলনা এর ঘুরিয়া নিখিল ময়।
জনক করেন ত্যাগ অবাধ্য হইলে ছেলে,
স্বজন হইবে পর মন যদি নাহি মেলে।
জগতের যত সব ভালবাসা স্নেহ দান,
মনের অমিল হ'লে কোথা করে তিরোধান!
কিন্তু সেই প্রেমময়—তার কি তুলনা আছে?
সকলেই ভালবাসা পাইছে তাঁহার কাছে!
তুলিয়া স্নেহের হাত সবায় ডাকেন যবে,
আজাজীল † আশা করে, সেও এক ভাগ লবে।
তাঁহার মহান দানে কেহই বঞ্চিত নয়,
কতই প্রেমিক তিনি! কতই করুণাময়!

রবি শশী দিবা নিশি ঘুরিছে আদেশে তাঁর,
চলিছে ইঙ্গিতে তাঁরি যত বিশ্ব-কারবার।
গভীর সাগরে তাঁরি কৌশলে মুকুতা হয়,
খনিতে জনমে মণি আহা কি কৌশল ময়!
গড়িলা মানব দেহ কতই মাধুরী দিয়া,
কতই সুন্দর করি' সাজাইলা তার হিয়া।

* অবাধ্য। † আজাজীল—শয়তান।

কিছুই গোপন নাই তাঁহার জ্ঞানের কাছে,
তাঁহার চেতনা বিশ্বভুবন ভরিয়া আছে।
অনাদিকারণ তিনি সকল শকতি-মূল,
সৃজিলা নিখিল বিশ্ব, আহা যার নাই ভুল!
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, অণুপরমাণু মাঝে,
অতুল শকতি তাঁর অতুল মহিমা রাজে!
বুঝিতে তাঁহার ভেদ মানবের সাধ্য নাই,
বুদ্ধি জ্ঞান কল্পনার এখানে নাহিক ঠাঁই!

ডুবেছে অনেক তরী এই মহা পারাবারে,
একটি তক্তাও তার ভাসে নাই একেবারে! (১)
সে মহা রহস্য মাঝে কোথায় হয়েছে লয়,
বুঝিবার নয় তাহা—নয় নয় কভু নয়!
হে বীর, পারনা ঘোড়া ছুটাইতে সব ঠাঁই,
আছে স্থান পরাজয় বিনা যথা গতি নাই!
ফেলিয়া হাতের ঢাল হও খাড়া নতশির,
সর্ব্বত্র বীরত্ব তব চলেনা হে মহাবীর! (২)

(১) দরিঁ ওরৃতা কিশ্‌তি ফেরো শোদ্ হাজার্,
কে পয়দা নাশোদ্ তখ্‌তায়ে বর্ কেনার।

(২) কে খাঁছা দরিঁ রাহ্ ফরছ্ রান্দা আন্দ্
ব লা আহ্ছী আজতগ্ ফেরো মান্দা আন্দ্
না হর্ জায়ে মস্কব্ তওয়াঁ তাখ্‌তন্
কে জাহা ছপর্ বায়দ্ আন্দাখ্‌তন্।

পথিক, সৌভাগ্য বশে গেছে যে হুজুরে তাঁর,
হারা'য়ে ফেলেছে সে যে দ্বার হেথা ফিরিবার।
মধুর মদিরা তাঁর পিয়েছে রে যেই জন,
বেহুশ হইয়া আছে, নাই আর সচেতন।
কারুণের রত্নাগারে ভাগ্যগুণে যেই যায়,
ফিরিয়া আসিতে পথ আর ত সে নাহি পায়!
কেমনে বুঝিব তবে হায়রে কেমন তিনি!
পরাণের ধন সে যে—কেমনে তাঁহারে চিনি!

রে মন, যদ্যপি চাও যাইতে নিকটে তাঁর,
ফিরিয়া আসিতে আশা কভুনা করিও আর!
হৃদয়-মুকুর ছাফ করহ করহ ধীরে,
রাখহ নিবদ্ধ তথা খেয়ালের আঁখিটিরে।
সাধনার পদ দিয়া হও হও অগ্রসর,
উড় সে অলক্ষ্যে প্রেম-পাখায় করিয়া ভর!
নবীর বিরুদ্ধ পথে গিয়েছে রে যেই জন,
পারিবেনা লক্ষ্য স্থলে যাইতে সে কদাচন।
হে সাদী, বিধান মত না চলিলে নবীজীর,
এ পথ পাবেনা কেহ, জানিও জানিও স্থির। (৩)

(৩) খেলাফে পয়গম্বর কছে রাহ্ গুজিদ্,
কে হর্‌গেজ্ বমন্‌জেল্ না খাহদ্ রছিদ্।
মপেন্দার সা'দী, কে রাহে সাফা,
তওয়াঁ রফ্‌ত্ জুজ্ বর পায়ে মোস্তফা।

নায়া'ত

(রসুলের প্রশংসাবাদ)

করিমোচ্ছাজা ইয়া জামিলোশ্বিয়াম্,
নবীউল্ বরা ইয়া শফিউল্ ওমাম।
এমামে রোছল্ পেশওয়ায়ে ছবীল্,
আমিনে খোদা মহ্ বতে জিব্ রাইল।
চে না'তে পছন্দিদা গোয়াম্ তোরা,
আলায়কাচ্ছালাম আয় নবীউল্ ওরা!

স্বভাব সুন্দর তব হে মহা রছুল,
নাজাত * তোমার তরে পাবে নরকুল।
এসেছেন যত নবী সবার এমাম,
ছালাম তোমায় সদা—আলায়কা চ্ছালাম।

আরশ আজীম তাঁর হইল রে তুর,
নূরানী সকল নূর পেয়ে তাঁরি নূর!
মহান নিশিতে সেই ছাড়ি' আছ্ মান,
আরশে উড়িল তাঁর গৌরব-নিশান।
বিস্ময়ে ফেরেশ্ তা ‡ দল রহিল থমকি,
বিভায় নিখিল বিশ্ব উঠিল চমকি!

---

* মুক্তি। ‡ খোদার দূত—Angels

জিব্রিল নারিলা যেতে তাঁর সাথে সাথে,
ঝলসিয়া গেল দেহ সে মহা বিভাতে!
কহিলা রে যদি আর যাই এক চুল,
বিভায় পুড়িবে পর, নাই কোন ভুল! (১)

তোমার তারিফ আমি কি করিতে পারি?
খোদা নিজে তারিফ যে করেন তোমারি!
চিরদিন এ অধীন তোমার গোলাম,
ছালাম তোমায় নবী আলায়কা চ্ছালাম।

যাহাই বলি না, তুমি বড় তার চেয়ে,
অক্ষম অক্ষম অতি ভাষা মোর যে এ।
তব গুণ "তা হা" আর ছুরা "ইয়া ছিনে", (২)
মানবের ক্ষমতা কি তোমা ঠিক চিনে?
সা'দীর কি সাধ্য গুণ গাহিবে তোমার?
ছালাম তোমায় নবী ছালাম হাজার।

---

(১) বো গোফ্‌তা ফেরাতর্‌ মজালম্‌ না মন্দ্‌,
বেমান্দম্‌ কে নেরুয়ে বালম্‌ না মন্দ্‌।
আগার্‌ এক ছরে মোয়ে বর্‌তর্‌ পরম্‌,
ফরোগে তজল্লী বো ছুজদ্‌ পরম্‌।

(২) কোরান শরীফের ছুরা "তা হা" এবং ছুরা "ইয়া ছিনে" হজরত রছুলে করিমের গুণগ্রাম বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

কবির আত্মকথা

নানান্ দেশে ঘুরে ঘুরেই জীবন হল গত যে,
নানান রকম্ লোকের সাথে দিন কেটেছে কত যে।
যেথায় গেছি কিছু কিছু নিয়েছি মোর থলিতে,
নিছি ভাল যা পেয়েছি পথের ধারে চলিতে।
জন্মভূমি সিরাজ আমার নাই যে তাহার তুলা রে,
যেখানেতেই যাই না এদেশ যায় কি কভু ভুলারে!
এদেশের সব সাধুজনের ভবে তুল- না যে নাই,
এ দেশ পরে যেন ঝরে খোদার আশীষ সর্ব্বদাই!

নিখিল জগত ঘুরি' যখন ফিরিনু নিজ দেশেতে,
শূন্য হাতে পথিক আমি অতীব দীন বেশেতে।
ভাবি' নিজের অক্ষমতা দুঃখ হ'ল মরমে,
বন্ধুগণে দেখাতে এ বদন মরি শরমে!
কত কালের পরে দেখা! মিলনের এ খুশিতে,
ভালবাসার কি উপহার দিব সবায় তুষিতে!
কত দেশের কত যে বাগ বাগিচাতে ঘুরিয়া,
শূন্য হাতে শেষে দেশে এলাম আমি ফিরিয়া।
ভাবলেম তখন মনের কোণে যায় মেছেরে যাহারা,
বন্ধু জনের তরে মিষ্ট মিশ্রী আনে তাহারা।

গরীব আমি সাধ্য কি মোর মিষ্টি মিঠাই আনিতে,
তার চেয়ে যে মধুরতা মাখা মধুর বাণীতে।
সাধুজনে মাধুরী এর কাগজেতে চয়নে,
এমন ধারা মিষ্টি যে কেউ দেখেনা তা নয়নে।
খতম হল কেতাব আমার তাঁহার অনু- গ্রহতে,
দ্যুতি যাঁহার রবি শশী গ্রহ উপ- গ্রহতে!

ওহে জ্ঞানী সাধু সুজন শুনিনি এ জীবনে,
খোঁজেন পরের দোষ কখনো সুধী নিজে যে জনে।
বরং তাঁরা গোপন করেন অপরেরই কলঙ্ক,
দোষী জনের তাঁদের হ'তে নাহি কোনই আতঙ্ক।
খোদা নিজেই শুনেছি যে ভীষণ সে রোজ হাশরে,
মুক্তি দিবেন সুধী জনের সাথে পাপী নিকরে।
তুমিও ভাই, আশা করি চলিবে তাঁর ধরণে,
ক্ষমিবে মোর শত ত্রুটী তাঁরি অনু- করণে।
হাজারেতে একটি বয়াত কর যদি পছন্দ,
অন্যগুলির দোষ ধ'রো না হয় যদিও তা মন্দ! (১)
মানুষ যাঁরা মানুষেরই মতন তাদের চলা চাই,
ক্ষমা করা মনুষ্যত্ব একথা না ভুলা চাই।

(১) শনিদম্ কে দর রোজে ওমেদ ও বিম,
বদাঁরা বনেকাঁ বেবখ্শদ্ করিম।

সবাই জানে খতনেতে জন্মে বহু কস্তুরী,
তাই তথা এর নাইক আদর জগতের এ দস্তুরই।
পারস্যের সব মহামহা মনীষীদের সামনে,
আমার এ হীন লেখার কদর হ'তে পারে কেমনে?
ঢোলের মতন আওয়াজ আমার শোনে সবে দূর থেকে,
দোষগুলি সব বোক্‌চা বেঁধে যত্নে রাখি সব ঢেকে।
ফুলের বাগান ফুল যেখানে ফুটে আছে বিল্‌কুল্‌ই,
সা'দী তথায় বিদেশ থেকে এনেছে এই ফুলগুলি।
এ যেন গো হিন্দুস্থানে করা মরিচ আমদানী,
কেমন হবে আদর ইহার জানি তাহা খুব জানি।
লিখন আমার খোরমা যেমন, চটক তাহার বাহিরে,
মধ্যে কিন্তু নীরস আটি সার বেশী তায় নাহিরে

তু নিজ্‌ আর বদি বিনি আন্দর্‌ ছোখন্‌,
ব খোল্‌কে জাহাঁ আফরিঁ কার কোন্‌।
চু বয়তে পছন্দ্‌ আয়দত্‌ আজ্‌ হাজার,
বমর্দ্দী কে দস্ত্‌ আজ্‌ তারান্নত্‌ মদার।

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

প্রথম অধ্যায়

সুবিচার ও রাজ্য পরিচালনা

১

খোদার অসীম অনুগ্রহ মানব ধারণা করিতে পারে না; তাঁহার প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট আতাবক আবুবকর এব্‌নে ছায়াদ দরিদ্রের বন্ধু। তাঁহার আশ্রয়-ছায়ায় মানব-সমাজ সুখশান্তিতে বাস করিতেছে। হে খোদা! তাঁহার রাজত্বকাল দীর্ঘস্থায়ী কর; তোমার এবাদত দ্বারা যেন তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা সঞ্জীবিত থাকে। তাঁহার আশা-বৃক্ষ বাঞ্ছিত সুফল প্রদান করুক। তোমার অনুগ্রহে তাঁহার মস্তক যেন চিরসবুজ এবং তাঁহার বদনমণ্ডল তোমার কৃপাজ্যোতিতে যেন সমুদ্ভাসিত থাকে।

হে সা'দী, সম্রাটের গুণবর্ণনায় বাড়াবাড়ি করিও না। সরলভাবে সরল সত্য কথাই ব্যক্ত কর। জনৈক বিখ্যাত কবি কাজল্ আর ছালাঁ বাদশার মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া লিখিয়া-

ছেন, সপ্ত আকাশ এবং আরশ ও কুরছী তাঁহার চরণতলে অবনত হয়! সাবধান, হে সা'দী! তুমি তেমন কিছুই লিখিও না। তুমি তোমার বাদশাকে বল,—গৌরবের চরণ আকাশে নিক্ষেপ করিতে লালায়িত হইও না, বরং সেই বিশ্বপাতার উদ্দেশে আন্তরিক ভাবে ভূমিতে মস্তক অবনত কর। তাঁহার মহান দরবারে তোমার সমস্ত গৌরব, সমস্ত গর্ব্ব ধূলিতে মিশাইয়া দাও। যাঁহারা সাধু, যাঁহারা মহান্, তাঁহারা এই পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। হে সা'দী, তুমি তোমার বাদশাকে বল,—যেন তিনি এবাদত কালে তাঁহার রাজবেশ পরিধান না করেন। সাধারণ দরিদ্র ভিখারীর ন্যায় সেই মহান সম্রাটের দরবারে তিনি যেন এই ভাবে প্রার্থনা করেন যে ঃ—

হে খোদা, তুমিই ধনী, আর কেহ নয় ;
ধনী দীনে পাল সবে সকল সময়।
আমি ত বাদশা নই, নহিক আমির,
তব দরবারে দাস সামান্য ফকির।
কি হইতে পারে প্রভো, মম ক্ষমতায়
তোমার দয়ার হাত না হ'লে সহায় ?
তুমিই শকতি দাও সুকাজ করিতে ;
কি হইত তুমি যদি হাত না ধরিতে !

হে সাদী, তুমি তোমার বাদশাকে এইরূপ উপদেশ দান কর ঃ—

রাজত্ব করিতে যদি চা'ন তিনি দিনে,
তাঁর এবাদতে যেন কাটান রজনী ;
অসংখ্য সিপাই যথা তাঁহার অধীনে
কোমর বাঁধিয়া খাড়া থাকে গো তেমনি
তিনিও থাকেন খাড়া হুজুরে তাঁহার,
বিশ্বপাতা রাজা যিনি সকল রাজার।

২

রুদবার মাঠে এক দেখিনু তাপসে,
বাঘের উপরে চড়ি' আসিছে হরষে।
দেখি তায় এত ভয় পাইলাম মনে,
চরণ অক্ষম মম হইল চলনে।
হাসিয়া কহিলা তিনি আসি' মোর ধারে,—
বিস্মিত কি হেতু সা'দী, দেখিছি তোমারে ?
খোদার হুকুমে তুমি নত কর শির,
তাহ'লে দেখিবে সবে এই ধরণীর
পালিবে আদেশ তব হ'য়ে অবনত,
জগতের রীতি এই জানিও সতত। (১)

(১) তু হম্ গর্দ্দন্ আজ্ হোক্‌মে দাওর মপীচ্,
কে গর্দ্দন্ না পিচদ্ জে হোক্‌মে তু হিচ্।

ভূপতি মানেন যদি হুকুম খোদার,
থাকেন সতত খোদা সহায় তাঁহার।
কার সাধ্য এ জগতে করে তাঁর ক্ষতি,
মদদ করেন যদি জগতের পতি ? *
"তরিকত" যারে বলে জানিও তা এই, †
চলিও ইঙ্গিতে তাঁর সব সময়েই।
তারাই পাইবে ফল এই উপদেশে,
সা'দীর বারতা পালে যারা ভালবেসে।

৩

হরমুজের প্রতি কাছরার উপদেশ

কথিত আছে, প্রসিদ্ধ ন্যায়পরায়ণ সম্রাট নওশেরওয়াঁ মৃত্যুকালে তৎপুত্র হরমুজকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন ঃ—

সর্ব্বদা দরিদ্র ব্যক্তিগণের সুখ শান্তি বিধানের জন্য সচেষ্ট হইবে। কেবল নিজের আয়েশ আরামের দিকে লক্ষ্য করিও না। তুমি যদি নিজে আরামের অন্বেষণ কর, তবে তোমার রাজ্যের প্রজাসাধারণ সুখশান্তি লাভ করিতে পারিবে না। রাখাল ঘুমাইয়া থাকিলে ব্যাঘ্র মেষপালকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। রাজা রাখাল সদৃশ ; তাঁহার উদাসীনতায়

---

* মদদ = সাহায্য।

† তরিকত = ইস্‌লাম ধর্ম্মানুসারে খোদাপ্রাপ্তির নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

প্রজাসাধারণ ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রজাসাধারণই রাজার শক্তি। সেই প্রজাগণ যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে সুসমৃদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে।

রাজা যদি গাছ, তাঁর প্রজাগণ মূল
রাজনীতি সার এই বুঝি আমি স্থূল!
রাজা যদি দৃঢ়ভাবে চাহে দাঁড়াইতে,
প্রজাদের শক্তি আগে হবে বাড়াইতে।
দেখিও চটেনা যেন প্রজাসাধারণ,
চটিলে অচিরে তব হইবে পতন। (১)

অবিচারে প্রজাগণে মারা নাহি চাই,
রাজার সহায় আর ভরসা তারাই।
নিজের কারণে খুশী রাখ সাধারণে,
প্রফুল্ল মজুর কাজ করে প্রাণপণে! (২)
যার থেকে পেতে পার বহু উপকার
অকল্যাণ করা নহে উচিত তাহার।

---

(১) রাইয়াত চু বেখস্ত্ ও সুলতাঁ দরখ্ত্.
দরখ্ত্ আয় পেছর্ বাশদ্ আজ বেখ্ ছখ্ত্।
মকুন তা তওয়ানী দেলে খল্ক্ রেশ,
আগার মিকুনী মি কানী বেখে খেশ।

(২) মরায়্যাতে দেহ্কান্ কুন্ আজ্ বাহ্রে খেশ,
কে মজ্দুরে খোশ্দিল্ কুনাদ্ কারে বেশ।

৪

খস্‌রুর উপদেশ

পারস্যের প্রসিদ্ধ সম্রাট খস্‌রু মৃত্যুকালে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন

প্রজাদের উপকার করিবে সতত,
সাধিতে নিরত থাক জীবনের ব্রত !
জ্ঞান বিবেচনামত কর যদি কাজ,
অনুগত রবে তব মানব সমাজ ! (৩)

অবিচারী রাজা থেকে দূরে সবে রয় ,
বদনাম ঘোষে তার সারা বিশ্বময় !
বেশী দিন নাহি যেতে দেখিবে নয়নে,
হইবে পতন তার সবার সামনে !

নির্ম্মম তস্করগণ ধারাল অসিতে
জগতের তত ক্ষতি পারেনা করিতে
যত ক্ষতি ব্যথিতের হয় দীর্ঘ শ্বাসে
সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে সে উষ্ণ বাতাসে !

(৩) মপিচ্‌ আয় পেছর গরদন্‌ আজ আকল্‌ ও রায়,
কে মরদম জে দস্তত্‌ না পিচদ পায় !

ব্যথিত বৃদ্ধার চিতে যে আগুন জ্বলে
কত যে প্রলয় তা'তে ঘটেছে ভূতলে! (৪)

তাঁর চেয়ে ভাগ্যবান আছে কে ধরাতে,
রাজত্ব চালান যিনি বিচারের সাথে?
যখন আসিবে তাঁর অসীমের ডাক,
তখনো আশীষ তাঁরে করিবে বেবাক!

দীনদারে নিয়োজিত কর রাজকাজে, *
রাজ্যের গৌরব হেতু জানিও তাঁ'রা যে।
তোমার কল্যাণ তরে প্রজাদের ক্ষতি
করে যারা, অরাতি তারাই তব অতি!
রাজ্যের বিপদ তারা অতি নীচাশয়,
সাবধান! হেন জনে দিওনা প্রশ্রয়।

—০—

৫

এক সময় কোন স্থানের বণিক সম্প্রদায় দস্যুদল কর্ত্তৃক গ্রেফ্‌তার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন,—যে দেশে দস্যুগণ এইরূপ বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ পায়, সে দেশের সৈন্যদলের সহিত রমণীবৃন্দের কোনই পার্থক্য নাই। বণিক এবং বিদেশীগণকে প্রতিপালন করা, তাঁহাদিগকে

(৪) চেরাগে কে বেওয়া জনে বর্ ফোরোখ্‌ত্‌,
বছে দিদা বাশী কে শহ্‌রে বে ছোখ্‌ত্‌।

* দীনদার=ধর্ম্মভীরু।

সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করা রাজশক্তির সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ইঁহারাই বাদশার সুযশ দেশ দেশান্তরে বহন করিয়া থাকেন। কোন দেশের রাজা অত্যাচারী হইলে সর্ব্বত্র তাঁহার অপযশ ছড়াইয়া পড়ে। তাহাতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর সে দেশে আসিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাতে রাজ্য হতশ্রী এবং সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধিশূন্য হইয়া থাকে। রাজ্যের বহির্ব্বাণিজ্য ইহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হে সম্রাট—

বহুদিন রাজকার্য্যে আছেন যাঁহারা,
হয় না বিরুদ্ধাচার তাঁহাদের দ্বারা।
তাঁদের ক্ষমতা তুমি করহ বর্দ্ধন,
রাজ্যের কল্যাণ তা'তে হইবে সাধন! (১)

বয়োবৃদ্ধি হেতু কোন কর্ম্মচারী যবে,
করিতে কর্ত্তব্য তার অপারগ হবে,
ভুলনা ভুলনা তারে ভুলনা তখন,
তখনো পালিবে তারে আগের মতন!
জরায় অক্ষম আজি করিয়াছে তারে
তুমিত অক্ষম নও তারে পালিবারে। (২)

(১) কদিমানে খোদ্‌রা বে আফ্‌জা কদর,
কে হর্‌গেজ নায়ায়েদ যে পরওর্‌দা গদর।

(২) চু খেদমত গোজারিয়াত গর্দ্দদ কোহন,
হকে ছালিয়ানশ্‌ ফারামশ্‌ মকোন্‌।

৬

কথিত আছে, শাপূর নামক জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তি খসরুকে লিখিয়াছিলেন,—ধনী লোক দেখিয়াই প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। তাঁহারাই বড় বড় কাজ করিবার উপযুক্ত। তাঁহারা রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে, বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহসী হইবেন না। তাঁহারা কোন অন্যায় করিলে সহজেই তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইবে। দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বসিলে তাহার নিকট হইতে কিছুই আদায় করা সম্ভবপর নহে। সে তখন দুই জানুর ভিতর মাথা গুজিয়া আর্ত্তনাদ ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিবে না। (১) ইহাতে কিন্তু বাদশার কোনই উপকার হইবে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে নিঃস্ব ব্যক্তিগণের মূল্য ও গুরুত্ব বড়ই কম!

গর উরা হরম দস্তে খেদমত বেবস্ত্,
তোরা বর করম হামচুনাঁ দস্ত্ হস্ত্।

এদেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এই দুইটি নীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন।

(১) আমল্ গর দিহী মর্দ্দে মোন্‌য়েম শনাস,
কে মোফ্‌লেছ নাদারাদ জে সুলতাঁ হরাস।
চু মোফ্‌লেছ ফেরো বোর্দ্দ্ গর্দ্দন বদোশ্
আজো বর নয়ায়াদ্ দিগর্ জুজ্ খরোশ্।

এ দেশে কার্য্যতঃ এই নীতিই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

রাজকাজ দাও তাঁরে ডরে যে খোদারে,
করোনা বিশ্বাস তারে ডরে যে তোমারে।
সাবধানে লহ বাছি' ওহে বিচক্ষণ ;
বিশ্বাসী শতেকে নাহি পাবে একজন (২)

ক্ষমা যদি চায় কেহ ক্ষমা কর তারে,
সুযোগ দাও গো আগে ভাল হইবারে!
কিন্তু যদি অপরাধ করে বারবার,
সুকঠোর সাজা দাও, ক্ষমিও না আর!

জনকের মত সবে করহ পালন,
কখন আদর কর, কখন শাসন।
কঠোরতা, কোমলতা কিছু অতিশয়
ভাল নয়, ভাল নয়, কভু ভাল নয়।
করিবে কঠোর হয়ে অস্ত্র-উপচার
যতনে মলম বাঁধ উপরে তাহার।

প্রীতিকর ব্যবহার করহ সতত
অপরের উপকারে থাকহ নিরত।

---

(২) খোদাতরূছ বায়দ আমানত্ গোজার,
আমিন্ কেজ্ তু তরছদ্ আমানশ্ মদার্।
বয়াফ্শান্ ও বেশোমার ও আকেল নিশিন,
কে আজ্ ছদ্ একেরা না বিনী আমিন!

যেমন খোদার দান সদা তব পরে,
তুমিও তেমনি দান করহ অপরে।

যবে কারো পরে তব হয় রাগ অতিশয়
অতিশয় সাজা দেওয়া তারে কভু ভাল নয়।
অমূল্য মুকুতা পার সহজেই ভাঙ্গিবারে
ভাঙ্গিলে আবার তাহা জুড়িতে কেহ না পারে। (১)

৭

একজন বয়োবৃদ্ধ সুদর্শন ভদ্রলোক ওমান উপসাগর হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর, প্রকৃতি গুরুগম্ভীর, ঠিক যেন ছরব্ বৃক্ষের ন্যায়। (২) শতছিন্ন পরিচ্ছদ তাঁহার দরিদ্রতার সাক্ষ্য দিতেছিল। আরব, তুরস্ক প্রভৃতি পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মানব চরিত্রের বহু অভিজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল।

---

(১) কে ছহ্‌লস্ত্ লালে বদখ্‌শা শেকস্ত্,
শেকাস্তা নয়ায়াদ্ দিগর বারা বস্ত্।

(২) ছরব্ একপ্রকার অতি সুন্দর বৃক্ষ। বাদশাগণ শুধু সৌন্দর্য্যের জন্য ইহা রোপণ করিতেন।

তিনি যে দেশে অবতরণ করিলেন, সে দেশের সম্রাট একজন অতি যোগ্য ব্যক্তি। রাজভৃত্যগণ তাঁহার আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। তাঁহার ধূলিধূসর দেহ হাম্মামে সুন্দরভাবে অবগাহন করাইয়া ভদ্রজনোচিত বেশে তাঁহাকে রাজসকাশে উপস্থিত করা হইল। নবাগত বৃদ্ধ আদবের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া এমন সুন্দর সুললিত ভাষায় সম্রাটের গুণকীর্ত্তন করিলেন, যে, তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বক্তৃতা-ভঙ্গিতে সভাস্থ সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সম্রাট পরম সমাদরের সহিত তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন। তাহার পর অবসর মত তাঁহার সহিত কথোপকথনে তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে, ইনি নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি নহেন। জগতের বহু রাজ্যের বহু অভিজ্ঞতা ইহাতে নিহিত আছে। অনেক বড় বড় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ইনি যশঃস্বী হইয়াছেন। ভদ্রলোক ক্রমশঃ বাদশার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন এবং প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এমন কি, কিছুদিনের মধ্যে বাদশা তাঁহাকে অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

জ্ঞানীর মতন ধীরে কাজ করা চাই,
বোকামীতে মোর যেন না হাসে সবাই!
সাবধানে পরীক্ষা করিতে হবে আগে
হঠকারী অনুতাপ সহে শেষ ভাগে!

কাজী যদি সাবধানে লেখে তাঁর রায়,
হয় না লজ্জিত কভু পণ্ডিত সভায়! (১)
সাবধানে লক্ষ্য করি' ছাড় তব তীর,
নহিলে ফেলিতে হবে নয়নের নীর!

ইউসোফ্ যদিও ছিলা অতি যোগ্যতর,
গৌরব হইল তাঁর বৎসরের পর। (২)
বহুদিন নাহি গেলে বুঝা নাহি যায়,
কার মাঝে কিযে আছে, কহিনু তোমায়।

যাহা হউক, বাদশা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই প্রবীণ ব্যক্তিকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল, জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। সকলের সহিত তিনি সাবধানে বিবেচনার

(১। চু কাজী বা ফেক্‌রত্ নবেছদ্ ছেজল্,
না গর্দ্দদ্ জে দস্তার বন্দাঁ খেজল্।

(১)এই বয়াত দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, মুসলমান রাজত্বকালে কাজীগণ বর্ত্তমান সময়ের মতই মোকদ্দমার রায় লিখিতেন, এবং এই রায় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইত।

"দস্তার বন্দাঁ" শব্দের অর্থ পাগড়ীধারিগণ। এখানে জ্ঞানী ও বিদ্বান লোকগণকেই বুঝাইতেছে। কারণ সাধারণতঃ তাঁহারাই পাগড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(২) হজরত ইউছোফ আলায়হে ছালাম দাসরূপে মিসরে বিক্রীত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে নিজ কৃতিত্বগুণে তিনি মিসরের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।

সহিত কথা বলেন। লোক-চরিত্রেও তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। সম্রাট দেখিলেন, এই ব্যক্তির সমকক্ষ অন্য কেহই রাজসভায় নাই। অতএব অচিরে তাঁহাকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

বিদেশী ভদ্রলোক মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায়-পরায়ণতার গুণে সকলেই আনন্দিত হইল। সমগ্র রাজ্য যেন তাঁহার সুদক্ষ লেখনীর অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল! তিনি বিন্দুমাত্র অন্যায় করিলেন না, সুতরাং নিন্দুকগণের রসনা বন্ধ হইল। হিংসুকেরা মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার কোন অনিষ্ট করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য্যে যেন সমগ্র রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

নবনিযুক্ত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অচিরে রাজসভায় এক ভীষণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। কুচক্রিগণ সম্রাটসকাশে তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে নানা কথা রটনা করিতে লাগিল। সুন্দর ভূমিকার সহিত এমন কৌশলে তাহারা তাঁহার কুৎসা প্রকাশ করিল, যে, সম্রাট তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি মন্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইলেন; কিন্তু সংযম হারাইয়া হঠাৎ কিছুই করিলেন না। কারণ—

আশ্রিত জনেরে মারা সমুচিত নয়,
বিচারের সাথে চল সকল সময়।

যে জন তোমারি তরে ধরি' আছে তীর
মেরোনা তাহারে তীরে ওহে মহাবীর। (১)
ভালরূপে চিনি' তারে আনিয়াছ ধারে
ভালরূপে না বুঝিয়া মের না তাহারে।

বাদশা গোপনে সন্ধান লইয়া অভিযোগ সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্য ভাবে কিছুই বলিলেন না। বিচক্ষণতার সহিত কোমল ভাবে ধীরে ধীরে মন্ত্রীকে সম্রাট বলিলেন,—দেখুন, আপনাকে আমি জ্ঞানী বিচক্ষণ বলিয়াই জানিতাম, রাজ্যের কোন গুঢ় রহস্যই আপনার নিকট গোপন রাখি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি বিষম ভুল করিয়াছি; আপনাকে এইরূপ উচ্চপদ প্রদান করা আমার উচিত হয় নাই। এজন্য অপরাধ আমার, আপনার নহে। এইরূপ ভূমিকা করিয়া বাদশা উজিরের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

উজির বলিলেন,—হুজুর, অধীনের বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ কিছুই বিচিত্র নহে। যে দিন আপনি আপনার পূর্ব্ব সভাসদগণকে অতিক্রম করিয়া আমাকে মন্ত্রী করিয়াছেন, সেই দিনই আমি বুঝিয়াছি, আমার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এইরূপ কথিত আছে, যে, এক ব্যক্তি ইব্‌লিস

(১) ময়াজার পরোয়ার্ দায়ে খেশ্‌তন্,
চু তীরে তু দারদ বা তীরশ্‌ মজন্।

শয়তানকে স্বপ্নে অতি সুন্দর বেশে দেখিয়াছিল। যেন তাহার সমস্ত শরীর হইতে সৌন্দর্য্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সে বিস্মিত হইয়া বলিল,—হে ইব্‌লিস, এ কি দেখিতেছি? তোমাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ বলিয়াই জানিতাম। হাম্মামে তোমার যে ছবি আঁকা থাকে, তাহাত অতি বিশ্রী!

ইব্‌লিস হাসিয়া উত্তর করিল ঃ—

জঘন্য যে ছবি তুমি দেখেছ নয়নে
আমার ছবি সে নয়, জেনো ঠিক মনে।
অরাতি যে রূপ চায় এঁকেছে তেমনি
তাহাদেরই হাতে যে গো রয়েছে লেখনী। (১)
হারায়েছে স্বর্গ তারা কারণে আমার
তাই দোষ ঘোষে মোর নিকটে সবার।

মন্ত্রী বলিলেন,—আমার জন্য যাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহারা যে আমাকে কুৎসিৎ ভাবে অঙ্কিত করিবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তজ্জন্য ভীত নহি। যে নির্ম্মল-চরিত্র, কাহাকেও তাঁহার ভয় করিবার আবশ্যক নাই। যে দোকানদারের বাটকারা ঠিক আছে, যে কাহাকেও প্রতারণা করে না, তাহার কিসের ভয়? বাদশা উজিরের

---

(১) বেখন্দিদ্ ও গোফ্‌ত্ আঁ না শেক্‌লে মানস্ত্
অলেকেন্ কলম্ দর কফে দোশ্‌মনস্ত্ .

বক্তৃতায় দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে ক্রুদ্ধভাবে উজিরকে ধমক দিয়া বলিলেন,—

মিছা তর্কে কাজ নাই ওহে মন্ত্রীবর,
ছলনায় ফল কভু হবেনা বিস্তর।
বক্তৃতায় পাপ ক্ষয় কভু নাহি হয়,
ও অসার গলাবাজী রাখ মহাশয়। (১)
প্রত্যক্ষ দেখেছি আমি দোষ আপনার,
পরের কথায় নাহি করি কারবার!

অতঃপর সম্রাট মন্ত্রীকে তাঁহার কৃত অপরাধ বুঝাইয়া দিলেন। মন্ত্রী ইহাতে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তাঁহার কার্য্যের এমন সুসঙ্গত সুন্দর ব্যাখ্যা করিলেন, যে, তাঁহার সেই বক্তৃতা শ্রবণে সম্রাট একেবারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত কল্পিত অপরাধ ক্ষমা করা হইল।

তখন বাদশা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—যদি জ্ঞানের সহিত ধীরভাবে কাজ না করিতাম, শত্রুর কথায় ভুলিয়া মন্ত্রীকে শাস্তি দিতাম, তবে কি ভীষণ অন্যায় কাজ হইত!

সহসা ধরোনা অসি সাজা নাহি দিও,
ধীরতার সাথে সব বিচার করিও।

---

(১) কে মোজ্‌রেম বে জের্‌ক্‌ ও জবাঁ আওয়ারী
জে জোর্‌মে কে দারদ্‌ না গর্দ্দদ্‌ বরী।

তা হ'লে সহিতে নাহি হবে অনুতাপ
অবিচারে অহেতু না জড়াইবে পাপ !
স্বার্থপর জনে যদি দেয় উপদেশ,
শুন না ; শুনিলে হবে লজ্জিত বিশেষ। (১)

অহঙ্কারে পূর্ণ মাথা ধৈর্য্য নাহি যার,
বাদশাহী তাজ পরা হারাম তাহার। (২)
জ্ঞানিগণ কভু নাহি হন ধৈর্য্যহীন,
জ্ঞান তাঁর নাহি হয় ক্রোধের অধীন

মানবের রাগ হ'লে রহেনা বিচার
সংযম, ধরম সব কোথা যায় তার !
ভীষণ দানব ক্রোধ এই দুনিয়ায়
ফেরেশ্‌তারা দেখি তারে কোথায় পালায় ! (৩)

---

(১) জে ছাহেব গরজ তা ছোখন নাশ্‌নবী
কে গার কার বন্দী পেশিমান শবী।
(২) ছার পোর্ গরুর্ আজ্ তহম্মল্ তিহী,
হারামশ্ বুয়াদ্ তাজে শাহান্ শাহী !
হারাম—সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
(৩) চু লশ্‌কর্ বেরুঁ তাখত্ খশ্‌ম্ আজ্ কমিন্
না এন্‌সাফ্ মন্দ্ না তাকোয়া না দীন্ !
না দিদম্ চুনি দেও জেরে ফলক্
কেজো মি গরিজন্দ্ চন্দি মলক্ !
ফেরেশ্‌তা—খোদার দূত—Angels.

৮

উপদেশ

শরামত কভু হয় সলিল হারাম ; (১)
নরহত্যা কখনো বা নয় বদ কাম।
বিচারক রায় যদি দেন বধিবারে
সাবধান ! বধ কর, ছেড়না তাহারে !

কয়েদীগণের 'পরে রাখিবে নজর,
থাকিতে তাহাতে পারে দোষহীন নর !
বিদেশী বণিক যদি তব দেশে মরে
মাল তার পাঠাইয়া দিবে তার ঘরে।

হ'ক সে সম্রাট মহা সারা পৃথিবীর,
ধনীদের মাল যদি চাহে সে ফকীর। (২)
পঞ্চাশ বছরে লোকে যে সুনাম পায়,
এক বদনামে তাহা সবি চলি' যায়। (৩)

—০—

---

(১) শরা—শরিয়ত ; ইস্‌লাম ধর্ম্ম-বিধান

(২) বর আফাক্ গর্ ছর্ বছর্ পাদ্‌শাস্ত্
চু মাল্ আজ্ তওয়াঙ্গর ছেতানদ্ গদাস্ত্।

(৩) বছা নামে নেকো পঞ্জাহ ছাল্
কে এক নামে জেশ্‌ত্‌শ্ কুনাদ পায়মাল্ !

৯

এরূপ কথিত আছে, যে, একজন সুবিচারক রাজা যে কাবা-বস্ত্র পরিধান করিতেন, তাহার উভয় পার্শ্বই আস্তরনামক সাধারণ বস্ত্র নির্ম্মিত ছিল। এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল,—হে সম্রাট, আপনার এইরূপ হীন বস্ত্র শোভা পায় না। চীন দেশীয় দিবা দ্বারা আপনার পোষাক প্রস্তুত করাইয়া লইলেই ভাল হয়।

সম্রাট উত্তর করিলেন,—বস্ত্র পরিবার দুইটি উদ্দেশ্য,—লজ্জা নিবারণ এবং শীতাতপ হইতে শরীরকে রক্ষা করা। আমার এই বস্ত্রে উক্ত উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব ইহা অপেক্ষা যদি আমি বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করি, তবে তাহা আরাম ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই করা হইবে। প্রজাগণের নিকট হইতে যে রাজকর গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা আমার পোষাক পরিচ্ছদের বা সিংহাসনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য খরচ করা যাইতে পারে না। রমণীর ন্যায় নিজের সাজসজ্জায় নিবিষ্ট থাকিলে বীর পুরুষের মত শত্রু নিপাত সম্ভবপর হয় না। আমার মনেও অনেক সাধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা পূর্ণ করিবার সময় স্মরণ রাখা উচিত, যে, এই রাজভাণ্ডার সাধারণের, আমার নহে। রাজ্যের সৈন্যগণ এবং প্রজা সাধারণই রাজ ভাণ্ডারের প্রকৃত মালিক। তাহারা প্রচুর অর্থ লাভে সন্তুষ্ট না থাকিলে কখনই রাজ্যের সীমা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে না।

প্রজাগণ তরু সম পালো যদি তারে,
তুষিবে তোমারে শুভ ফল উপহারে।

মূর্খ যে কুঠার মারে এ তরুর মূলে,
আপনার ক্ষতি করে আপনি সে ভুলে !

শান্তির সহিত দেশ করিবারে জয়,
পারিলে শোণিত কভু করিও না ক্ষয়।
বাদশাহী লাভ তরে সারা দুনিয়ার,
এক বিন্দু রক্তপাত চাই না তোমার। [১]
মানুষ যে মানুষের রাখিবে সম্মান,
মনুষ্যত্ব মানবের শ্রেষ্ঠ অবদান !

১০

এইরূপ কথিত আছে, যে,—জমশেদ নামক প্রসিদ্ধ চরিত্রবান সম্রাট একটি নির্ঝরের পার্শ্বে প্রস্তরের উপর এইরূপ লিখন খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন ঃ—

বহু লোক মোর মত এই ঝরণায়
এসেছিল, তারা আর নাই এ ধরায় ;
চখের পলকে সবে হইয়াছে গত,
আমিও চলিয়া যাব তাহাদেরি মত !
বাহু বলে বহু দেশ করিয়াছি জয়,
কবরে যাবে না কিছু, এ কথা নিশ্চয় !

---

[১] বমর্দী কে মোল্‌কে ছরাছর্ জমাঁী
নয়ার্জ্জদ্ কে খুনে চকদ্ বর্ জমাঁী

অরিগণ তব করে যবে পরাজিত,
লাঞ্ছনা তাদেরে দেওয়া নহে সমুচিত !
পরাজয়ই তাহাদের বিষম বেদনা,
তার পরে ব্যথা আর দিও না দিও না ।
অনুগত তারা যদি রহে তব পাশে,
তাই ভাল, নাই লাভ তাদের বিনাশে !

—০—

১১

কথিত আছে,—পারস্যের প্রসিদ্ধ সম্রাট **দারা** একদিন অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি তাঁহার সৈন্য ও সঙ্গিদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটি লোক তাঁহার দিকে দ্রুতবেগে আসিতেছে। এই বিজন অরণ্যে তিনি এই লোকটীকে দেখিয়া তাহাকে শত্রু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ধনুকে তীর সংযোজন করতঃ তাহাকে বধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কারণ—

বিজন প্রান্তরে কর অরিগণে ভয়,
বাটীতে ফুলের সাথে কাঁটা নাহি রয়।

সম্রাট লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমি শত্রু নই, বন্ধু; আমাকে হত্যা করিবেন না। আমি হুজুরের

অশ্ব-শালার প্রধান অধ্যক্ষ, হুজুরেরই কার্য্যে এই অরণ্যে আসিয়াছি।

তাহার কথা শুনিয়া বাদশার গতপ্রায় প্রাণ স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। তিনি ঈষৎ হাস্যের সহিত অশ্বপালককে বলিলেন,—হে বেঅকুফ, আর একটু হইলেই ত তুমি মারা যাইতেছিলে। ভাগ্যই তোমার সহায়, নতুবা আমিত তীর ছাড়িবারই উপক্রম করিয়াছিলাম। এ কথায় অরণ্যের অধ্যক্ষ হাসিয়া বলিল; সে কথা সত্য, হুজুর। কিন্তু আপনাকে একটি কথা নিবেদন করিব। উপদেশ হিতৈষী বন্ধুজনের নিকট গোপন করা সঙ্গত নহে। আশা করি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শত্রু মিত্র বিভেদ যে করিতে না পারে,
জ্ঞানী বিচক্ষণ কিসে বলিব তাহারে?
শর্ত্ত এই, বড় হ'তে চাহ যেই জন,
প্রত্যেক ছোটরে জান, সে জন কেমন। [১]

হুজুর আমাকে দরবারে অনেক বার দেখিয়াছেন। অশ্ব-পাল এবং এই চারণ-ভূমি সম্বন্ধে আপনার সহিত আমার অনেক সময় অনেক কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হইয়াছে। আপনাকে অদ্য এই নির্জ্জন স্থানে একাকী দেখিয়া আমি ভালবাসা ও আন্তরিকতার আকর্ষণে অপনার নিকট আসিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি আমাকে

---

[১] চুনানস্ত্‌ দর্‌ মেহ্‌তরী শর্ত্ত্‌ জিস্ত্‌
কে হর্‌ কেহ তরে রা বেদানী কে কিস্ত্‌।

চিনিতে পারিলেন না। এমন কি, শত্রু মনে করিয়া আমাকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হইলেন! অশ্ব-শালার সহস্র সহস্র অশ্বের মধ্য হইতে আমি যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে পারি। ইহাদের প্রত্যেকটিরই প্রকৃতি আমি ভালরূপে অবগত আছি। কিন্তু আপনি আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্যকে চিনিতে পারিলেন না!

অশ্বের পালক আমি চিনি অশ্ব সবে,
মানবের পতি তুমি চিন না মানবে!
অশ্ব-পাল হ'তে রাজা বেশী বিচক্ষণ
না হইলে সে রাজ্যের হইবে পতন!

১২

উপদেশ

হে সম্রাট, তোমার বিশ্রামাগার এমন স্থানে অবস্থিত, যে, তথায় ব্যথিতের ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করে না। তোমার এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে লাঞ্ছিতেরা অতি সহজেই তোমার নিকট অভিযোগ করিতে পারে!

জুলুম কাহারো পরে কেহ যদি করে তবে
তোমার রাজ্যের মাঝে, তুমি তার দায়ী হবে!

কামড়ে কুকুরে যদি, কুকুরের দোষ নয়,
যে নাদান পালে তারে দোষ তারি সমুদয়! (১)

কহিতে প্রকৃত কথা হে সা'দী সাহসী হও,
তরবারি হাতে আছে—বিজয় বরিয়া লও!
বল যাহা ভাল বুঝ, সত্য বলা সদা চাই!
কি ভয়! কাহারো কাছে ঘুষ কিছু লও নাই। (২)
লোভ যদি নাহি থাকে কাহারে করিবে ভয়?
ন্যায় পথে যে চলিবে চির দিন তার জয়!

১৩

এরাক দেশে এক মহাপরাক্রান্ত ধনী ব্যক্তির প্রাসাদ-তোরণে দণ্ডায়মান হইয়া জনৈক দরিদ্র এইরূপ চীৎকার করিতেছিলঃ—

আশায় বসিয়া আছে যে তোমার দ্বারে,
তাঁর আশা পূর্ণ কর, ফিরা'ও না তারে!

---

[১] কে নালদ্ জে জালেম্ কে দর্ দওরে তোস্ত্,
কে হর্ জওর্ কো মি কুনদ্ জওরে তোস্ত্।
না ছগ্ দামনে কার ওয়ানে দরিদ্
কে দেহ্কানে নাদান্ কে ছগ্ পরওয়ারিদ্!
নাদান—নির্ব্বোধ

[২] দেলের্ আমাদী সা'দিয়া দর্ ছোখন্
চু তেগত্ বদস্ত স্ত্ ফত্তাহী বোকোন্

তুমিও ত কর আশা কারো কাছে ভাই,
অপরের আশা পূর্ণ কর সদা তাই !
অপরের মনোব্যথা দূর কর তবে,
তোমার মনের ব্যথা সবি দূর হবে ! (১)

নির্য্যাতিত মানবের মনোবেদনায়,
ভূপতি অচিরে তাঁর রাজত্ব হারায় ! (২)
ব্যথিত রাজার কাছে না পেলে বিচার,
বিচার করেন রাজা সকল রাজার !

১৪

একজন মহৎ ব্যক্তি বলিয়াছেন,—এব্‌নে আব্দুল আজিজ নামক প্রসিদ্ধ ভূপতির অঙ্গুরিয়কে একটি মহামূল্য সুন্দর নগিনা ছিল। উহার জ্যোতিতে অন্ধকার রাত্রি দিনের ন্যায় আলোকিত

বোগো আঁচে দানী কে হক্‌ গোফ্‌তা বেহ্‌
না রেশ্‌ওয়াত্‌ ছেতানী না আণ্ডয়া দেহ্‌।
[১] তুহম্‌ বর্‌ দরে হাস্তি ওমেদ ওয়ার্‌
পছ্‌ ওমেদে বর্‌ দর্‌ নশিনাঁ বর্‌ আর্‌ !
দেলে দর্দ্দ মন্দাঁ বর্‌ আওর জে বন্দ্‌
কে হরগেজ্‌ নাবাশদ দেলত্‌ দর্দ্দ্‌ মন্দ্‌
[২] পেরেশানীয়ে খাতেরে দাদ্‌ খাহ্‌,
বর্‌ আন্দাজাদ্‌ আজ মোম্‌ লেকত্‌ পাদ্‌শা !

হইত। বিশ্বের চারি দিকে উক্ত নগিনার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার রাজ্যে একবার হঠাৎ ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রজাগণ অনাহারে নব-চন্দ্রের ন্যায় শীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনসাধারণের কষ্ট দূর করিতে পারিলেন না। অবশেষে অগত্যা তাঁহার সেই মহামূল্য নগিনাটি বিক্রয় করিয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া তল্লব্ধ অর্থ দরিদ্র-দিগকে বিতরণ করিলেন। সর্ব্বসাধারণে দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

একজন জ্ঞানী মুরব্বী ব্যক্তি একদিন অনুযোগচ্ছলে রাজাকে বলিলেন,—আক্ষেপ, আপনি এমন সুন্দর একটি রত্ন বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন! এইরূপ একটি মূল্যবান পদার্থ সংগ্রহ করা জীবনে আর সম্ভবপর হইবেনা। এ কথায় রাজার দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যথিত স্বরে বলিলেন।

রাজার শরীর-শোভা সাজে কি কখন,
অভাব-পীড়িত যদি তাঁর প্রজাগণ?
সিংহাসনে সুখে রাজা কাটা'লে সময়,
প্রজাগণ তাঁর কভু সুখে নাহি, রয়।

১৫

রাজ্যের অশান্তি দূর করাই রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। খোদার অনুগ্রহে বিশাল পারস্য দেশে আমাদের মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের

সুশাসনে প্রিয়দর্শন মা'শুক (১) গণের দৌরাত্ম্য ব্যতীত অন্য কোন রূপ অশান্তি নাই। এ সম্বন্ধে গত রাত্রিতে কয়েকটি বয়াত আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল। একজন গায়ক গাহিতেছিল,—

সারাটি জীবনে গত নিশি মম সুখের সময় ছিল ভাই,
প্রিয়তম সেই ছিল মম পাশে, নাই যে তাহার তুলনাই!
ঢুলু ঢুলু তার ছিল আঁখি দু'টি ঘুমের আবেশ-পরশে,
যেন ঢল ঢল সরস কমল সাঁঝের আঁধার সরসে!
কহিলাম তারে,—ওগো প্রিয়তম, এ হৃদয়-তম নাশহ,
বুল্ বুল্ সম গাহ মনোরম, গোলাপের সম হাসহ! [২]
অশান্তি যে তুমি এই জমানার, (৩) নিয়াছ লুটিয়া সবি মোর!
প্রেমের মদিরা দেহ সুমধুর, জাগ জাগ ওগো মনচোর!
পাকাইয়া আঁখি কহিল সে তাকি' মোর পানে অভি মানেতে
কেন জাগিবারে কহিছ আমারে পাইতে বেদনা জানেতে?
অশান্তি যে ভবে ঘুমায়েই র'বে চাইনা কখনো জাগা তার,
এ রাজ্যের পরে ক্ষণেকের তরে হয় না যেন রে জা'গা (৪) তার!

(১) মা'শুক=প্রেমাস্পদ

[২] দমে নরগছ্ আজ্ খাবে মুশিন্ বোশোরে
চু গুল্‌বোন্ বেখন্দ্ ও চু বুলবুল বোগোয়ে!

(৩) জমানা=সময়, যুগ। (৪) জা'গা=স্থান, জায়গা

হইত। বিশ্বের চারি দিকে উক্ত নগিনার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার রাজ্যে একবার হঠাৎ ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। প্রজাগণ অনাহারে নব-চন্দ্রের ন্যায় শীর্ণ হইয়া পড়িল। রাজা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনসাধারণের কষ্ট দূর করিতে পারিলেন না। অবশেষে অগত্যা তাঁহার সেই মহামূল্য নগিনাটি বিক্রয় করিয়া এক সপ্তাহ ধরিয়া তল্লব্ধ অর্থ দরিদ্র-দিগকে বিতরণ করিলেন। সর্ব্বসাধারণে দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

একজন জ্ঞানী মুরব্বী ব্যক্তি একদিন অনুযোগচ্ছলে রাজাকে বলিলেন,—আক্ষেপ, আপনি এমন সুন্দর একটি রত্ন বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন! এইরূপ একটি মূল্যবান পদার্থ সংগ্রহ করা জীবনে আর সম্ভবপর হইবেনা। এ কথায় রাজার দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যথিত স্বরে বলিলেন।

রাজার শরীর-শোভা সাজে কি কখন,
অভাব-পীড়িত যদি তাঁর প্রজাগণ?
সিংহাসনে সুখে রাজা কাটা'লে সময়,
প্রজাগণ তাঁর কভু সুখে নাহি, রয়।

১৫

রাজ্যের অশান্তি দূর করাই রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। খোদার অনুগ্রহে বিশাল পারস্য দেশে আমাদের মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের

সুশাসনে প্রিয়দর্শন মা'শুক (১) গণের দৌরাত্ম্য ব্যতীত অন্য কোন রূপ অশান্তি নাই। এ সম্বন্ধে গত রাত্রিতে কয়েকটি বয়াত আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল। একজন গায়ক গাহিতেছিল,—

সারাটি জীবনে গত নিশি মম সুখের সময় ছিল ভাই,
প্রিয়তম সেই ছিল মম পাশে, নাই যে তাহার তুলনাই!
ঢুলু ঢুলু তার ছিল আঁখি দু'টি ঘুমের আবেশ-পরশে,
যেন ঢল ঢল সরস কমল সাঁঝের আঁধার সরসে!
কহিলাম তারে,—ওগো প্রিয়তম, এ হৃদয়-তম নাশহ,
বুল্ বুল্ সম গাহ মনোরম, গোলাপের সম হাসহ! [২]
অশান্তি যে তুমি এই জমানার, (৩) নিয়াছ লুটিয়া সবি মোর!
প্রেমের মদিরা দেহ সুমধুর, জাগ জাগ ওগো মনচোর!
পাকাইয়া আঁখি কহিল সে তাকি' মোর পানে অভি মানেতে
কেন জাগিবারে কহিছ আমারে পাইতে বেদনা জানেতে?
অশান্তি যে ভবে ঘুমায়েই র'বে চাইনা কখনো জাগা তার,
এ রাজ্যের পরে ক্ষণেকের তরে হয় না যেন রে জা'গা (৪) তার!

(১) মা'শুক=প্রেমাস্পদ

[২] দমে নরগছ্ আজ্ খাবে মুশিন্ বোশোয়ে
চু গুল্বোন্ বেখন্দ্ ও চু বুলবুল বোগোয়ে!

(৩) জমানা=সময়, যুগ। (৪) জা'গা=স্থান, জায়গা।

১৩

ইতিহাসে লিখিত আছে, জঙ্গী নামক মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের পর তাঁহার সিংহাসনে তক্‌লা নামক একজন সাধু প্রকৃতির সম্রাট উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র ঋষি-তুল্য ছিল। এই জন্য তাঁহার রাজ্যে সকলেই সুখশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিত। একদিন তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি তাঁহার মনোভাব জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—দেখুন, এই সংসার আমার আর ভাল লাগিতেছে না। অমূল্য জীবন বৃথাই অতিবাহিত হইতে চলিল। এই রাজ্য, এই সিংহাসন, এই সব বিভব-সম্পদ যখন কিছুই স্থায়ী নহে, তখন ইহার জন্য অহেতু অমূল্য জীবন নষ্ট করা কেন? ধর্ম্ম-সাধনার সম্পদই চিরস্থায়ী। অতএব আমি ইচ্ছা করিতেছি, সংসার ত্যাগ করিয়া দরবেশী * অবলম্বন করি; জীবনের যে সামান্য কয়েক দিন বাকি আছে ইহার সদ্ব্যবহার করি।

---

* শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ হিসাবে দরবেশ অর্থে ভিক্ষুক এবং দোরবেশ অর্থে সাধু হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণতঃ দরবেশ শব্দটী এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই পুস্তকেও দরবেশ শব্দ এই দুই প্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় ফকির শব্দও এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দরবেশী—ফকিরী।

সম্রাটের কথা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিটি দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—

সাবধান ! এ ভাবনা ত্যজহ রাজন,
কর্ম্মীর পবিত্র পথ করহ গ্রহণ।
মানবের সেবা বিনা তরিকত নাই,
সব ধরমের সার মানব সেবাই।
তসবিহ্ কম্বল আদি বৃথা সমুদয়,
নয় নয় এ সকল তরিকত নয় ! (১)
রাজ-সিংহাসনে বসি' ওহে মহাবীর,
পবিত্র স্বভাবে সদা থাকহ ফকির ! [২]
সুকাজে সতত তব বাঁধহ কোমর,
কর্ত্তব্য করহ সদা হইয়া কঠোর !
বাহির ঠমকে শুধু কাজ নাহি হয়,
ভিতরে সাধনা চাই সকল সময়।

---

(১) তরিকত্ বজুজ্ খেদ্মতে খল্ক্ নিস্ত্,
বতস্বিহ্ ও ছাজ্জাদা ও দল্ক্ নিস্ত্,
তরিকত=ইস্লাম ধর্ম্মানুযায়ী খোদা-প্রাপ্তির নির্দ্দিষ্ট পথ।

[২] তু বর্ তখ্তে সুল্তানীয়ে খেশ্ বাশ্,
বা আখ্লাকে পাকিজা দোরবেশ্ বাশ্ !
বছেদ্ক্ ও এরাদাত্ মিয়াঁ বস্তা দার,
জে তামাত ও দাবি জবাঁ বস্তা দার

আড়ম্বরে বেশ ভূষা করহ বাহিরে,
ভিতরে খেরকা তার চাহিরে চাহিরে!
আসলে যে মহাজন খাঁটি তাঁর পুঁজি,
হাজারে জনেক হেন পাইবে না খুঁজি! (১)

১৭

জনৈক জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তির নিকট রুমের সুলতান একদিন এই ভাবে আক্ষেপ করিতেছিলেন যে,—"হায়, শত্রুর হস্তে আমার সমস্ত গৌরব বিনষ্ট হইল! এই দুর্গ এবং নগর ব্যতীত আমার হস্তে এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। আমার পুত্র আমার পর যাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের ভিতর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, সে জন্য কত চেষ্টাই না করিলাম। কিন্তু হায়, আমার সমস্ত আশাই ব্যর্থ হইল! আমি এখন নিরুপায়, আক্ষেপে হৃদয় চূর্ণ হইতেছে।

জ্ঞানী ব্যক্তিটি বিরক্তির সহিত বলিলেন,—সম্রাট, আপনার এইরূপ জ্ঞান ও মানসিকতা দেখিয়া দুঃখ হয়। হৃত রাজ্যের জন্য

---

(১) কদম্ বায়দ্ আন্দর্ তরিকত্ না দম্,
কে আছ্‌লে না দারদ্ দমে বে কদম্!
বোজর্গা কে নক্‌দে ছফা দাশ্‌তন্দ্,
চুনি খেরকা জেরে কাবা দাশ্‌তন্দ্!
খেরকা = দরবেশ গণের বিশিষ্ট পোষাক।

এরূপ দুঃখ না করিয়া নিজের পরিণাম চিন্তা করুন। কারণ, আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম অংশ গত হইয়া গিয়াছে। আপনি চলিয়া গেলে আপনার স্থানে যে থাকিবে, সেই তাহার চিন্তা করিবে। পরের জন্য আপনার এত উদ্বেগ কেন ?

কত যে উদ্বেগ কত বেদনা সহিয়া
তরবারি দিয়া লোকে এ সংসার করে জয় ;
দু' দিনে চলিয়া যায় সকলি ছাড়িয়া
সঙ্গত অহেতু এত সাধনা কভু ও নয় !

যে দিন দেখিবে তুমি মানব সকল
কাটিয়া আনিবে ঘরে ক্ষেতের ফসল,
কিন্তুরে কাটিতে কিছু পাইবে না তুমি,
দেখিবে বিফল তব জীবনের ভূমি,
আজিকার অবহেলা কত বিষময়
সে দিন বুঝিবে তুমি, আজি নয় নয়।

১৮

সিরিয়া দেশে একজন সাধু ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া অন্ধকার গহ্বরে সাধনায় নিরত ছিলেন। তিনি কাহারো নিকটে যাইতেন না, এই জন্য সকলেই তাঁহার দোয়াপ্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। সে দেশের রাজা বড়ই

অত্যাচারী ছিলেন। তিনি কখন কখন উক্ত দরবেশের নিকট যাইতেন। কিন্তু দরবেশ কখনই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। একদিন রাজা বলিলেন,—হুজুর, আপনার প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি; কিন্তু আমার প্রতি আপনার এরূপ বিরক্তি কেন? ধরিয়া লইলাম, আমি রাজা নই; কিন্তু একজন সামান্য দরিদ্রের সহিত আপনি যেরূপ ব্যবহার করেন, আমার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিলেও আমি কৃতার্থ হইতে পারি।

এ কথায় দরবেশ কুপিত স্বরে বলিলেন,—আপনি অত্যাচারী, খোদার শত্রু; সুতরাং আপনাকে আমি বন্ধু ভাবে দেখিতে পারি না।

কেমনে ঘুমায় সেই পাষাণ হৃদয়
অশান্তি যাহার তরে সারা দেশ ময়?
বন্ধু সে হইতে মোর পারে না কখন,
যাহার কারণে সবে সদা জ্বালাতন!

করিও না অত্যাচার ওহে শক্তিমান
শকতিতে নহে রে যে তোমার সমান।
সে যদি শকতি পায় দিবে প্রতিফল,
হও হও সাবধান, হে ভাই সকল!

বন্ধু আর প্রজাগণে খুশী রাখা চাই,
টাকা না থাকুক তাতে কোন ভয় নাই!
হে ব্যথিত, নীরবেই সহ অত্যাচার,
চিরদিন এ দুর্গতি র'বে না তোমার!

ঘুমায়ে সকল নিশি আনন্দিত চিতে,
জাগেন প্রভাতে প্রভু ভোরের সঙ্গীতে
কখন বুঝেন তিনি বুঝেন কি হায়,
প্রহরী কেমনে তার রজনী কাটায়! (১)
বনিকের মনে তাঁর মালের ভাবনা,
না ভাবেন গাধার কি পিঠের যাতনা।
অপরের দুঃখ হায় কেহ নাহি বুঝে,
আপনার লাভ ভবে সকলেই খুঁজে। (২)

১৯

ইরাক দেশে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বন্ধুগণ বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইল। আকাশে বৃষ্টি নাই, জলাশয় সকল বিশুষ্ক! দরিদ্রের নয়ন-বারি ব্যতীত কোথায় ও বারিবিন্দু রহিল না। বৃক্ষ, লতা সকল শুকাইয়া গেল। দলে দলে লোক অনাহারে মরিতে লাগিল। এই রূপ বিষম দুর্দ্দিনে

(১) ববাঙ্গে দেহ্ল্ খাজা বেদার গশ্ত্,
চে দানদ্ শবে পাছবাঁ চু গোজাশ্ত্?
(২) খোরদ্ কার ওয়ানে গমে বারে খেশ,
না ছুজদ্ দিলশ্ বর্ খরে পোশ্তে রেশ্

স্থল বাণিজ্যে অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ ইত্যাদি পশু দ্বারাই বাণিজ্য সামগ্রী বাহিত হইয়া থাকে।

এক ব্যক্তি আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে অস্থিচর্ম্মসার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কারণ, তিনি দেশের ভিতর একজন অতি বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এই রূপ দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তরে বলিলেন; আপনার কি সাধারণ-জ্ঞান নাই? কোন বিষয় জানিয়া শুনিয়া জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। দেশের যে ভীষণ দুরবস্থা দেখিতেছেন, তাহাতে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অসঙ্গত। আমি বলিলাম, তাহা সত্য বটে। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষে আপনার ত কষ্ট হইবার কথা নহে। যেখানে তরইয়াক নামক বিষনাশক প্রস্তর নাই, সেই স্থানেই লোকে বিষের ভয় করিয়া থাকে।

অভাবে দুনিয়া যদি হয়ে যায় লয়,
তোমার কি? তব তাতে নাহি কোন ভয়।
বন্যায় ডুবিয়া গেলে সমগ্র সংসার,
হংস থাকে ভাসিয়াই, নাহি ভয় তার!

এই কথায় তিনি আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিলেন :—

বন্ধুগণ মজ্জমান যদি নদী-নীরে,
কে পারে আনন্দে বসি' থাকিবারে তীরে?
দেখিলে পরের দেহে আঘাত বেদনা,
শান্তি কার থাকে মনে বলনা বলনা?
নীরোগ যদ্যপি রয় পীড়িতের ধারে,
শান্তি-সুখ তার মনে থাকিতে কি পারে?

২০

এক নির্ব্বোধ কোন বৃক্ষ-শাখার আগায় বসিয়া তাহার গোড়া কাটিতেছিল। বৃক্ষের মালিক এই ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন,—এই ব্যক্তির কার্য্য দ্বারা আমার তেমন কোনই ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সে নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মানব পাপকার্য্য দ্বারা তাহার নিজেরই সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারকারী মানব পরকালে ভীষণ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

রাজারে বাঁধিবে আনি' খোদার সামনে,
তিল বলি', যারে তুমি না ভাবিছ মনে! [১]
যদি চাও বড় হ'তে সে মহা হাসরে,
দেখিও রাখে না দাবী যেন কোন নরে!
সোজা যে, চলহ সোজা ভাবে তার সনে,
সা'দীর এ উপদেশ রেখ সদা মনে! [২]

২১

সম্রাট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী, একথা বলা যাইতে পারে না। দরবেশ গণের ন্যায় আনন্দ ও শান্তিময় জীবন সম্রাটেরা

---

(১) কে ফর্দ্দা বদাওর বরদ খছ্রু য়ে
গাদায়ে কে পেশত্ নায়র্ জদ্ জো'য়ে!

(২) বদম্বলায়ে রাস্তাঁ কজ্ মরও,
অগর রাস্ত্ খাহী জে সা'দী শনো!

উপভোগ করিতে পারেন না। যাহার বোঝা বড়, তাহার গতি ও ধীর। নানা চিন্তা ও উদ্বেগে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ।

দরিদ্রের মনে একই ভাবনা রুটির,
সম্রাট ভাবিয়া সারা সারা পৃথিবীর!
ফকির যদ্যপি পায় রাতের খোরাক,
রূমের বাদশা সম ঘুমায় বেবাক! [১]

সুখ, দুখ এক সাথে চলে পাশাপাশি,
মরণ সহসা দূর করে সব আসি'!
ভেবনা বিভেদ কোন বাদশা ফকিরে,
মরণের কোলে সবে সমান যদিরে!

২২

কথিত আছে, দেজলা নদীর তীরে একটি বিক্ষিপ্ত করোটি* একজন দরবেশের সহিত এই রূপ কথা বলিয়াছিল:—

আমি জনৈক নৃপতির মুণ্ড। আমার রাজকীয় আড়ম্বর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। আমার যে বিশুষ্ক অস্থিগুলি দেখিতেছ,

---

[১] তিহি দস্ত্-তশ্ বিশে নানে খোরদ্,
মালেক্ হম্ বকদ্রে জাহানে খোরদ্!
গাদারা চু হাছেল্ শওয়াদ্ নানে শাম্,
চুনাঁ খোশ্ বে খোছ্পদ্ কে সুলতানে শাম্!

* মানুষের মাথার খুলি।

ইহারি উপরে এক দিন রাজ-মুকুট শোভা পাইত! ভাগ্যক্রমে আমি এরাক দেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, কেরমান দেশ জয় করিব। হায়, এমন সময় আমার জগতের সমস্ত লীলাখেলা ফুরাইয়া যায়। এখন আমার এই অবস্থা দেখিতেছ!

মোহের কার্পাস তব শ্রবণ-বিবরে,
তাই তত্ত্ব-উপদেশ পশেনা ভিতরে!
কর এ কার্পাস দূর, হও জাগরিত,
মৃতদের উপদেশ শুনিবে নিশ্চিত! (১)
তারাও তোমার মত ছিল এই খানে,
এখন কোথায় আছে, কেহ নাহি জানে!

২৩

যে যেরূপ কাজ করে, সে তাহার সেই রূপ ফলই ভোগ করিয়া থাকে। ভাল কার্য্যের ফল ভালই হয়। পক্ষান্তরে যে মন্দ কার্য্য করে, সে তাহার মন্দ প্রতিফল পাইয়া থাকে। বিছা মানুষকে দংশন করে, এই জন্য সে একবার বাহিরে আসিলে প্রায়ই ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারে না। সে যাহার সম্মুখে পড়ে

(১) বেকান্ পোম্বায়ে গফ্‌লত্ আজ্ গোশে হোশ্,
কে আজ্ মোর্দ্দগাঁ পন্দত্ আয়াদ্ বগোশ্।

সেই তাহাকে হত্যা করিয়া থাকে। যদি তোমা দ্বারা জগতের কোনই উপকার না হয়, তবে তুমি প্রস্তরতুল্য। বরং প্রস্তর অপেক্ষা হেয়। কারণ প্রস্তরেরও অনেক উপকারিতা আছে।

পশু হ'তে সব নর কভু ভাল নয়,
কুলোক পশুর চেয়ে খারাপ নিশ্চয়!
খাওয়া আর শোওয়া বিনা কিছু যে না জানে,
পশু চেয়ে ভাল ব'লে কে তাহারে মানে? [১]

২৪

একজন অত্যাচারী শক্তিশালী ব্যক্তি দৈবাৎ একটি কূপের ভিতর পড়িয়া গিয়াছিল। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে উপরে উঠিতে পারিলনা। সমস্ত রাত্রি তাহার কাতর চীৎকারে কাননের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ভয়-কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে এক ব্যক্তি ঐ কূপের নিকট আসিয়া উপর হইতে তাহার মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল,—ওহে অত্যাচারি, তুমি কি কখনো কাহারো প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছ,

---

[১] না হর্ আদমী জাদা আজ্ দদ্ বে আস্ত্
কে দদ্ জে আদ্মী জাদায়ে বদ্ বে আস্ত্!
চু ইন্ ছান্ নাদানাদ্ বজুজ্ খোর্ ও খাব্
কোদামশ্ ফজিলত্ বুয়াদ্ বর্ দোয়াব্!

যে, আজ অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ? সদ্ব্যবহারের একটি বীজও তুমি বপন কর নাই; আজ তাহার ফল উপভোগ কর। হতভাগা, এ জগতে তোমার সাহায্যকারী কেহই নাই। তোমার আঘাতে সকলেই জর্জ্জরিত; তাই আজ তোমার আঘাত-বেদনার উপর শান্তি-প্রলেপ দিবার একটি লোকও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অপরের জন্য কূপ খনন করিলে এইরূপ নিজেই সেই কূপে পড়িতে হয়।

যেমন করিবে কাজ সাজা তার পাবে,
আপনার কর্ম্মফল কেমনে এড়াবে?
নিম গাছ লাগাইলে ফলিবে না আম,
বুঝিয়া স্থুজিয়া সবে কর কাজ কাম!

২৫

হাজ্জাজ ইউসোফ্ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই, এই অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাঁহার নিষ্ঠুর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। বেচারা দণ্ডাদেশ শুনিয়া প্রথমতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিল; কিন্তু একটু পরেই তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। রাজা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, একই সময় তোমার এই কান্না এবং হাসির কারণ কি? ধার্ম্মিক

লোকটি উত্তর করিলেন,—আমার চারিটি অল্পবয়স্ক পুত্র আছে। আমার এই অকালমৃত্যুতে তাহাদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। পক্ষান্তরে আমার হাসিবার কারণ এই যে, আমি সংসার হইতে অত্যাচারিত হইয়া মরিতেছি, কাহারো প্রতি অত্যাচার করি নাই। অন্যায় জুলুমে যাহার মৃত্যু হইবে, সে পরকালে অসীম পুণ্য লাভ করিবে। আমার এই মৃত্যুর জন্য খোদাতালাকে ধন্যবাদ।

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তখন রাজাকে বলিলেন,—হুজুর, এই নিরীহ গ্রাম্য বৃদ্ধকে ক্ষমা করুন। অনেকে তাহার উপর নির্ভর করে, এরূপ লোককে একেবারে প্রাণে মারিবেন না। দয়া করুন, তাহার শিশু পুত্রগণের মুখের দিকে চাহিয়া দয়া করুন। ভদ্র লোকটি বহু যুক্তি দ্বারা করুণ ভাষায় এমন করিয়া রাজাকে বুঝাইলেন, যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নিরুত্তর হইতে হইল। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর বাদশা কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

এই নির্দ্দোষ বৃদ্ধের হত্যার মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যে ভদ্রলোকটি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, সমস্ত রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। প্রভাতে একটু খানি তন্দ্রা আসিয়াছিল। তদবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন,—নিহত বৃদ্ধ তাঁহার নিকটে আসিয়া যেন বলিতেছেন :—

মুহূর্ত্ত কালের বেশী উপরে আমার,
পারেনি করিতে রাজা এই অত্যাচার!
কিন্তু এর শাস্তি তার হইবে সহিতে,
যুগ যুগ কাল হবে নরকে রহিতে! (১)

২৬

একজন রাজা ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বহু চিকিৎসকের চিকিৎসাতেও কোন উপকার হইল না। অবশেষে একজন সভাসদ ভূমি চুম্বন করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—এই সহরে একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ আছেন; তাঁহার মত পরহেজগার এবং সাধক এ দেশে একান্ত বিরল। তাঁহার নিকট লোকে যে কোন হাজত লইয়া যায় তাহাই পূর্ণ হয়। তাঁহার দোয়া খোদার দর্গায় সর্ব্বদাই কবুল হইয়া থাকে। তিনি যদি আপনার জন্য দোয়া করেন, তাহা হইলে খুবই আশা হয়, খোদাতা'লা অনুগ্রহ করিবেন। বোজর্গ্ লোকের দোয়াতে আকাশ হইতে পানি বর্ষিত হইয়া থাকে। অলী লোকের দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না।

এই পরামর্শ অনুসারে দরবেশকে বাদশার নিকট আহ্বান করা হইল। তাঁহাকে বাদশার জন্য দোয়া করিতে অনুরোধ

---

(১) দমে বেশ্ বর্ মন্ ছিয়াছত্ না রন্দ্
অকুবত্ বরো তা কিয়ামত বেমন্দ্।

করায় তিনি কঠোর স্বরে বলিলেন,—সুবিচারকের উপরেই খোদাতালার অনুগ্রহ।

অনুগ্রহ যদি তুমি কর নিজে, তবে
খোদার তোমার পরে অনুগ্রহ হবে! (১)
মানবেরে তুমি কিছু নাহি কর দান
তাঁর দানে কেমনে হইবে ভাগ্যবান?

এখনো কয়েদী কত আছে নির্য্যাতিত
নির্দ্দোষ, তা সবে ক্ষমা করা সমুচিত!
ফকিরের দোয়া কভু হবেনা সফল
ব্যথিত ফেলেরে যদি নয়নের জল।

বাদশা এইরূপ কঠোর সমালোচনায় লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, দরবেশ মিথ্যা কথা বলেন নাই। তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সমুদয় কয়েদীকে মুক্ত করিলেন। যাহারা তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের অনুগ্রহ প্রার্থী ছিল, তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। অনন্তর দরবেশ দুই রাকা'ত নামাজ পড়িয়া খোদার দরগায় হাত তুলিয়া বাদশার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, দরবেশের দোয়া প্রার্থনার সঙ্গেসঙ্গে বাদশার শরীর যেন নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বন্ধনমুক্ত ময়ুরের ন্যায় তাঁহার শরীর

(১) কে হক্ মেহের্‌বান্ আস্ত্ বর্ দাদ্‌গার্
বে বখ্‌শা ও বখ্‌শায়েশে হক্ নেগার্!

স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ হইল। অল্প সময়ের মধ্যে বাদশা সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

রাজা দরবেশকে বহু উপঢৌকন দান করিলেন। কিন্তু তিনি তৎসমুদয় গ্রহণ না করিয়া বলিলেন,—ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ সাবধানে থাকিবেন। যেন আবার পদস্খলন না হয়।

সা'দীর নিকট হ'তে লহ উপদেশ,
জানিও ইহাতে নাই অসত্যের লেশ,
বার বার পতন যদ্যপি কারো হয়,
উদ্ধারের আশা তার সামান্যই রয়। (১)

২৭

উপদেশ

জগৎ কাহারো বাছা, স্থায়ী নয় নয়,
বিশ্বাসঘাতক এ যে সকল সময়!
সোলেমান নবীজীর রাজ সিংহাসন,
হাওয়ার উপরে সদা করিত ভ্রমণ!

---

(১) চু বারে ফেতাদি নেগাদার পায়ে
কে এক্ বারে দিগর না লগ্জদ্ জে জায়ে।
জে সা'দী শোনো কিঁ ছোখন্ রাস্ত্ আস্ত্
না হর বারে ওফ্তাদা বর্ খাস্তা আস্ত্।

এখন মিশিয়া তাহা গিয়াছে হাওয়ায়,
কোনই সন্ধান তার নাই এ ধরায়! (২)

জ্ঞান বিচারের সাথে যাঁর আচরণ,
ভাগ্যবান এ জগতে সেই মহাজন।
নিয়েছে সম্পদ সেই হইতে সংসার,
মানব-কল্যাণ তরে সাধনা যাঁহার!
সঞ্চিত টাকায় কাজ নাহি হয় শেষে,
সকলি ছাড়িয়া যায় অজানা সে দেশে!

২৮

মিসর দেশে একজন মহাপরাক্রান্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়া আসিল; সেই কমনীয় বদন-মণ্ডল প্রদোষ-অরুণের ন্যায় বিবর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া গেল! জ্ঞানী

(২) জাহাঁ আয় পেছর মোল্‌কে জাবেদ্ নিস্ত্‌
জে দনিয়া ওফা দারী ওমেদ্ নিস্ত্‌
না বর বাদ্ রফ্‌তে ছহর গাহ্‌ ও শাম্‌
ছরিরে সুলায়মান আলায়হে ছালাম!
ব আখের না দিদি কে বর্ বাদ্ রফ্‌ত্‌?
খনক আঁ কে বা দানেশ্‌ ও দাদ্ রফ্‌ত্‌!

ব্যক্তিগণ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন ঃ—

সকল ব্যাধির আছে ঔষধ ধরায়,
মরণের দাওয়া কহ কে দিবে আমায় ?
রাজ্য সিংহাসন সব দু'দিনে বিলীন,
খোদার রাজত্ব শুধু রহে চিরদিন !

আসন্নমৃত্যু সময় উক্ত ধনী ব্যক্তি ক্ষীণ স্বরে বলিয়াছিলেন,—

মিসরে আমার সম নাহি ছিল ধনী,
কিছু যে ছিলনা মোর, বুঝিনু এখনি !
কতই যতনে টাকা করেছি সঞ্চয়,
খালি হাতে চলিলাম ত্যজি' সমুদয় ! (১)

জ্ঞানিগণ সঞ্চয় করেন নিজ তরে,
রাখিয়া যা যায় লোকে, খায় তাহা পরে !
করিবার আছে যাহা করহ এখন,
হবেনা কিছুই করা আসিলে মরণ !

বহু দিন এইরূপ রবি. শশী, তারা
ঘুরিবে আকাশ পথে, হাসিবে তাহারা ;

---

(১) কে দর্ মেছর্ চু মন্ আজিজে না বুদ্
চু হাছেল হাস্মিঁ বুদ্ চিজে না বুদ্ !
জাহাঁ গের্দ্দ্ কর্দ্দম্ না খোর্দ্দম্ বরশ্
বেরফ্ তম চু বেচার গাঁ আজ্ ছরশ্ !

শুইয়া তখন তুমি রহিবে কবরে,
দেখিবেনা মাথা তুলি ক্ষণেকের তরে! (১)

২৯

প্রসিদ্ধ বাদশা কজল্ আর্ছালাঁর একটী অতি সুন্দর দুর্গ ছিল। তাহা পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ় ও সমুন্নত। মা'শুকের কেশগুচ্ছের ন্যায় তাহার সীমারেখা কুঞ্চিত। সৌন্দর্য্যে দুর্গটি যেন একটি সুন্দর ছবির মত শোভা পাইত। বিপুল গৌরবে দণ্ডায়মান এই দুর্গটি দেখিয়া মনে হইত, যেন ইহা জগতে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

এক দিন বহু দূরদেশ হইতে জনৈক অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ধার্ম্মিক ব্যক্তি উক্ত দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে সম্রাটকে বলিলেন,—

দুর্গ এই দেখিতে সুন্দর অতিশয়,
কিন্তু দৃঢ় বলা এরে সমুচিত নয়।

---

(১) কন্নুনত্ কে দস্ত্ স্ত্ খারে বেকান্
দিগর্ কায় বর্ আরী তু দস্ত্ আজ্ কফন্?
বেতাবদ্ বছে মাহ্ ও পোরবিন্ ও হূর
কে ছর্ বর্ নাদারী জে বালীনে গোর।

ছিল না কি তব আগে শক্তিধরগণ ?
তাঁহাদের কোন চিহ্ন নাহিক এখন !
তব পরে বহু রাজা হইবে আবার
করিবে তোমার সবি তাঁরা অধিকার !

হায় হায় অতীতের সেই রাজগণ
কোথায় ? তাঁদের চিহ্ন নাই ত এখন !
সে শৌর্য্য গৌরব এবে কিছু নাই আর,
এক কাণা কড়ি পরে নাহি অধিকার।
অতিশয় নিরুপায় একান্ত অক্ষম,
এমনি এমনি কিরে কালের নিয়ম !
ছাড়িয়াছে তাঁরা সবে জগতের আশা
এখন খোদাই শুধু তাঁদের ভরসা ! (১)

বিচক্ষণ মানবের কাছে এ সংসার
ছায়াবাজী বিনা ভাই কিছু নয় আর!
যুগেযুগে জগতের অধিবাসিগণ
কোথায় চলিয়া যায়, আসেরে নূতন ! (২)

---

[১] চুন্‌া রোজগারশ্‌ বকোঞ্জে নেশন্দ্‌
কে বর এক পশিজশ্‌ তছর্রফ না মন্দ্‌
চু নাওমেদ মন্দ্‌ আজ্‌ হামা চিজ: ও কছ্‌
ওমেদশ্‌ বফজ্‌লে খোদা মন্দ্‌ ও বছ্‌ !

[২] বর মর্দ্দে হুশিয়ার তুনিয়া খছস্ত্‌
কে হর মোদ্দতে জায়ে দিগর কছস্ত,

এ সংসার পর, তারে ভেব'না আপন,
ঠিক যেন কুহকিনী রমণী মতন !
যুগে যুগে ধরিছে সে নব নব স্বামী,
ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বুঝিয়াছি আমি ! (১)

—০—

৩০

গোর দেশে একজন অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, গ্রামবাসিগণের গর্দ্দভ জোর করিয়া কাড়িয়া আনিতেন। নীচ ব্যক্তি ক্ষমতা হাতে পাইলে এইরূপ অত্যাচারই করিয়া থাকে।

একদিন রাজা সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে কোন এক অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। একটি শিকারের অন্বেষণে তিনি বহুদূরে গিয়া পড়িলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে ; লোকলস্কর কেহই তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিল না। সুতরাং সেই অপরিচিত স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি একান্ত একাকী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অনুচরগণের অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অগত্যা সে রাত্রির মত তিনি নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ কোন গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিবার ইচ্ছা করিলেন।

---

[১] না লায়েক বুয়াদ আয়েশ বা দিল্‌বরে্
কে হর বাম দাদশ বুয়াদ শওহরে !

গ্রামে পৌঁছিয়া দেখেন, এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার একটি বলিষ্ঠ গৰ্দ্দভকে অতি নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিতেছে। প্রহারের চোটে তাহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল। ইহা দেখিয়া রাজা কুপিতস্বরে বলিলেন,—হে যুবক, এই অবলা জন্তুর উপর তোমার এই অহেতু অত্যাচার একেবারে চরমে উঠিয়াছে। শক্তিপরীক্ষার কি আর স্থান পাইলে না? এইরূপ মন্তব্যে লোকটি অত্যন্ত চটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,-আমার কাজ আমি ভাল কি মন্দ, বেশ জানি। তোমার তাহাতে কথা বলিবার কি প্রয়োজন? যাও, নিজের কাজ দেখ। অহেতু বকিও না।

এইরূপ কঠোর উত্তরে রাজা বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি আবার বলিলেন,—এরূপভাবে এই নিরীহ প্রাণীটাকে মারার মধ্যে কি উদ্দেশ্য আছে, দয়া করিয়া তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে কি? আমার মনে হইতেছে, তুমি যে শুধু নির্ব্বোধ, তাহা নহে; বরং একটা আস্ত পাগল।

গ্রাম্য যুবকটি একথায় হাসিয়া বলিল,—ওহে বোকা সিপাই, চুপ কর। তুমি হজ্‌রত খেজর আলায়হে ছালামের গল্প শুন নাই কি? যে দরিদ্র লোকটি তাঁহাকে পার করিয়া দিয়াছিল, তিনি কেন তাহারই নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, সে কথা তোমার কি জানা আছে? তাহাকে ত কেহ নির্ব্বোধ বা পাগল বলে নাই। রাজা বলিলেন,—তাহা আমি জানি। সেই দেশে এক অত্যাচারী রাজা সকলের নৌকা কাড়িয়া লইতে

ছিল। হজরত খেজর এই উদ্দেশ্যে দরিদ্রের নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, যে, ঐ জালেম বাদশা ভগ্ন নৌকা দেখিলে তাহা লইবে না। নৌকাখানি ভাল অবস্থায় অপহৃত হওয়া অপেক্ষা ভগ্ন অবস্থায় নিজ অধিকারে থাকা দরিদ্র লোকটির জন্য কল্যাণকরই হইয়াছিল।

এ কথায় জ্ঞানী গ্রাম্যলোকটি হাস্য করিয়া বলিল,—সমস্ত ব্যাপার শুনিলে তুমিও বুঝিবে, আমি মূর্খতা করিয়া গর্দ্দভের পায় আঘাত করি নাই। ইহার মধ্যেও একটি গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আমাদের রাজা ভয়ানক অত্যাচারী, তাহা বোধ হয় তুমি জান। আমার এই সুস্থ সবল গর্দ্দভটিকে দেখিলে তিনি নিশ্চয়ই তাহা জোর করিয়া লইয়া যাইবেন। শুনিয়াছি, তিনি এই অঞ্চলে আসিয়াছেন। তাই গাধাটাকে তাঁহার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটু খোঁড়া করিয়া দিতেছিলাম। রাজা আমার সুস্থ সুন্দর গাধাটি লইয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার অধিকারে ইহা খঞ্জ অবস্থায় থাকা বরং ভাল। এইরূপ অত্যাচারী রাজার উপর শত সহস্র ধিক !! কেয়ামত † পর্য্যন্ত লোকে তাহার নিন্দা ঘোষণা করিবে।

জালেম জুলুম করে নিজেরই উপর, *
নিজেই ভুগিবে তার ফল ভয়ঙ্কর।

---

* জালেম = অত্যাচারকারী - জুলুম = অত্যাচার।

† কেয়ামত = মহাপ্রলয়।

হাসরের দিনে সেই মহান বিচারে
লাঞ্ছনার শেষ তার হবে একেবারে!
পারিবেনা মাথা সে যে তুলিতে শরমে
অনুতাপে হবে সারা, মরিবে মরমে!

হতভাগা সে মানব যাহার কারণ,
অহেতু জুলুম সদা সহে নরগণ!
ঘুমায়, কখন আর নাহি উঠে যেন
অত্যাচার যার তরে সহে সবে হেন! (১)

বাদশা গ্রামবাসী যুবকের মুখে তাঁহার এই তীব্র নিন্দাবাদ শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। কিন্তু আর কোন কথাই বলিলেন না। ক্রোধে, অভিমানে সে স্থান ত্যাগ করিয়া একটি বৃক্ষের সহিত তাঁহার অশ্ব বাঁধিলেন। অতঃপর অশ্বের জীন মাথায় দিয়া সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে একাকী শয়ন করিলেন। মনের দুঃখে সমস্ত রাত্রির মধ্যে তাঁহার একটুও নিদ্রা আসিল

---

(১) ছেতম্‌গর্‌ জফা বর তনে খেশ্‌ কর্দ্দ্‌
না বর জেরদস্তানে দরবেশ্‌ কর্দ্দ্‌।
কে ফর্দ্দা দরাঁ মহ্‌ফেলে নাম ও নঙ্গ্‌
বেগীরদ গেরিবাঁ ও রিশশ্‌ বচঙ্গ্‌!
নেহদ্‌ বারে আওজার বর্‌ গর্‌দনশ্‌
নয়ারাদ ছর্‌ আজ্‌ আ'র্‌ বর্‌ কর্‌দনশ্‌!

না। আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তারা গণিতে গণিতে সুদীর্ঘ রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। ক্রমে অন্ধকার তরল হইয়া আসিল; উষার রক্তিম বিকাশে পূর্ব্বগগন হসিত হইয়া উঠিল। নানা জাতীয় বিহগের কলকাকলীতে, প্রভাত সমীরের মধুর স্পর্শে রজনীর নিদারুণ মানসিক অবসাদ দূরীভূত হইল। ইতোমধ্যে তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার সন্ধানে আসিয়া দেখিল, তিনি অশ্বারোহণে সেই স্থান ত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে বাদশার সহস্র সহস্র অনুচর আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। সেই প্রান্তরে যেন বিশাল জন-সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে সুসজ্জিত ভৃত্যগণ যথোচিত আদবের সহিত দণ্ডায়মান হইল। অবিলম্বে সেই মুক্ত প্রান্তরে জাকজমকপূর্ণ বিশাল দরবারের অধিবেশন হইল। রাজ্যের প্রধানপ্রধান ব্যক্তিগণ বিচিত্র বিচিত্র পোষাক পরিধান করিয়া যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলেন। বিশেষ আড়ম্বরের সহিত রাজোচিত পানভোজনের আয়োজন চলিতে লাগিল। অতুলনীয় সমারোহে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত ও টলটলায়মান হইয়া উঠিল।

এই আমোদ প্রমোদের ভিতরেও রাজা বিগত রাত্রির সেই গ্রামবাসীর কথা ভুলিতে পারেন নাই। রাজাদেশে অবিলম্বে তাহার সন্ধান করতঃ কঠোর ভাবে বন্ধন করিয়া অত্যন্ত হীনতার সহিত তাহাকে সম্রাট-সিংহাসন-পার্শ্বে উপস্থিত করা হইল। জল্লাদগণ তাহার প্রাণহননের জন্য প্রস্তুত হইল। বেচারা কি

করিবে? একেবারে নিরুপায়! তাহার পলায়নের বা আত্ম-রক্ষার কোন আশাই ছিল না। সে মনে মনে বুঝিল, এই মুহূর্ত্তেই তাহার জীবনের শেষ হইবে। আর ভয় করা বৃথা। কলমের মস্তকে ছুরিকাঘাত করিলে তাহার লিখন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; এইরূপ ভাবে উদ্যত তরবারির নিম্নেও মানবের ভাষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া থাকে। অতএব সাহসের সহিত খোদা-স্মরণ করিয়া সে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—হুজুরের কার্য্যের নিন্দা একাকী আমি করি নাই; সন্ধান লইয়া দেখুন, জনসাধারণ সকলেই একথা বলিয়া থাকে। আপনি আমাকে সহজেই হত্যা করিতে পারেন; কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে হত্যা করা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমার কথায় আপনি মনে আঘাত পাইয়াছেন, সেজন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু আমার নিবেদন,—হুজুর এই বদনামীর মূলোচ্ছেদ করুন। দোষ সংশোধন করাই আপনার উচিত; নিরুপায় নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করা কখনই আপনার ন্যায় মহান সম্রাটের উপযুক্ত কার্য্য হইতে পারে না। অন্যায় করিয়া কখনই সুনাম লাভ করা সম্ভবপর নয়।

দরবারে বসি' সব মোসাহেবগণ
সম্রাটের গুণ যদি করেরে কীর্ত্তন,
তাহাতে সুযশ কভু হয়না রাজার
দোষ গায় প্রজা যদি হাজারে হাজার।

সমুখে প্রশংসা শুনি' কোন লাভ নাই,
ঘরে ঘরে ঘোষে যদি কলঙ্ক সবাই। (১)

অত্যাচারী সম্রাট এই উপদেশবাণী অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনের সমস্ত জেদ, সমস্ত অভিমান তিরোহিত হইল। খোদার অনুগ্রহে তিনি যেন নূতন জীবনে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন! তাঁহার সৌভাগ্যের তারকা ভাগ্য-গগনে উদিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত গ্রামবাসীর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। তাহাকে সসম্মানে যোগ্য আসনে বসাইয়া সেই অঞ্চলের অধিকার ও প্রভুত্ব দান করিলেন। সকলে বাদশাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

---

(১) বদাঁ কয় ছতুদা বুয়াদ্ পাদ্শা
কে খল্কশ্ ছেতায়ন্দ্ দর্ বারগাহ্ ?
চে ছুদ্ আফ্রিঁ বর ছরে আঞ্জমন্
পছ্ চর্খা নফরিঁ কুনা মর্দ্দ জন্।

এই কবিতাটির মর্ম্মানুবাদ এইরূপ ;—

সভার মধ্যে প্রশংসাবাদে বাদশার কি লাভ, যদি স্ত্রী পুরুষ সকলেই চর্খার পাশে বসিয়া তাঁহার নিন্দা করে? এই স্থানে চর্খা শব্দের ব্যবহার দ্বারা ঐ সময় মোস্লেম-জগতে চর্খার কত প্রচলন ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। চর্খা শব্দটী খাঁটী পারসীয়ান; চর্খ্ অর্থাৎ আকাশ হইতে ইহার উৎপত্তি। আকাশকে যেরূপ ঘুরিতে দেখা যায়, চরখাও ঠিক সেইরূপ ঘুরে, এইজন্য ইহাকে চর্খা বলে।

আলেমের নছিহতে উপকার হয়, *
তাহাতে কিছুই আমি করিনা সংশয়।
নিন্দুক জাহেল যারা, জন সাধারণ
তারাই অধিকতর কল্যাণকারণ! (১)

দোষ যদি আপনার চাহ জানিবার,
অরাতির কাছে পা'বে সন্ধান তাহার।
পড়ে না তোমার দোষ বন্ধুর নয়নে;
সংশোধন তাহা হ'তে হইবে কেমনে? (২)

তারা তব বন্ধু নয়, যারা গুণ গায়;
বন্ধু সেই সংশোধনে হয় যে সহায়।
এর চেয়ে উপদেশ পাইবেনা আর
জ্ঞানী যদি, এশারাই যথেষ্ট তোমার। (৩)

* আলেম=ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। নছিহত=ধর্ম্মোপদেশ।

(১) বেয়ামুজী আজ্ আলেমাঁ আকূল্ খোয়ে
না চান্দাঁ কে আজ্ জাহেলে আয়ব্ জোয়ে!
জাহেল=মূর্খ

(২) জে দুশ্‌মন শনো ছিরতে খোদ্, কে দোস্ত্
হর আঁচে আজ্ তু আয়াদ্ বচশ্‌মশ্ নেকোস্ত্।

(৩) ছেতায়েশ্ ছারায়াঁ না ইয়ারে তু আন্দ্
মালামত কুনাঁ দোস্ত্ দারে তু আন্দ্



৩১

ভরসা করোনা ধন, জন, সিংহাসনে,
সবি হায় ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনে !
তোমার আগেও ছিল এই সমুদয়,
তোমার পরেও র'বে নাহিক সংশয় !

স্থকাজে খরচ ভাই, কর তব টাকা,
সংসারে হবেনা যবে বেশী দিন থাকা।
সা'দীর যদিও টাকা কিছু নাহি হায়
রত্ন দান করিছে সে মানব সবায় ! (১)



৩২

শোকর খোদার, ভাই, করহ সতত,
স্থকাজে তোমায় তিনি রেখেছেন রত।
ভাল হইবার আশা অনেকেই করে,
কয় জনে ভাল কিন্তু দেখ ধরা পরে ?

আজি বেহ্ নছিহত্ না গোয়াদ কছত্
অগর্ আকেলী এক এশারত্ বছত্।

(১) মক্কোন তকিয়া বর্ মোল্ক্ ও জাহ্ ও হশম্
কে পেশ্ আজ্ তু বুদস্ত ও বা'দ্ আজতু হম্ !
জর আফশাঁ। চু দনিয়া বেখাহি গোজাশ্ত্
কে সা'দী দোর্ আফশান্দ্ গার্ জর্ নাদাশ্ত্

দিয়াছেন দয়াময় স্বভাব সুন্দর,
বেহেশ্‌তের আশা তাই করে ক্ষুদ্র নর। (১)
বেহেশ্‌তে কে যে'তে পারে নিজ ক্ষমতায়,
শোকর করহ তাঁর প্রাণের ভাষায়!

কবির আশীর্ব্বাদ

জ্যোতিতে উজ্জ্বল তব হউক হৃদয়,
শান্তিময় হ'ক তব সকল সময়।
নিজ ব্রতে দৃঢ় যেন থাকে ও চরণ,
অনন্তে উড়ুক তব গৌরব-কেতন!
সুদীর্ঘ জীবন হ'ক আনন্দ-মধুর,
গমনে রহুক তব কল্যাণ প্রচুর। *
ধরম-সাধনা তব হউক সফল
"কবুল" তোমার দোয়া হউক সকল। (২)

---

(১) হামা কছ্‌ বময়দানে কোশেশ্‌ দরন্দ্‌
অলে গোয়ে বখ্‌শেশ্‌ না হর কছ্‌ বরন্দ্‌
তু হাছেল্‌ না কর্দ্দি বকোশেশ্‌ বেহেশ্‌ত্‌
খোদা দর্‌ তু খোয়ে বেহেশ্‌তী ছেরেশ্‌ত্‌।

* এস্থলে গমন অর্থে সংসার হইতেগমন=অর্থাৎ মৃত্যু।

(২) দিলত রওশন্‌ ও অক্ত্‌ মজমু' বাদ্‌
কদম্‌ ছাবেত ও পায়া মরফু' বাদ্‌।

৩০

কৌশলের সহিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে কখনই বিপদের মধ্যে যাইও না। শত্রুর সহিত যুদ্ধ অপেক্ষা সন্ধি সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর। যুদ্ধদ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিতে না পারিলে সদ্ব্যবহার দ্বারা, অনুগ্রহ বর্ষণ দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবে। কৌশলের সহিত কাজ করা চাই; যে হস্ত কর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছ, তাহা যদি কাটিতে না পার, তবে ভালবাসার সহিত তাহা চুম্বন কর। যুদ্ধকালে শত্রুর সহিত কঠোর ব্যবহার করিবে; কিন্তু যুদ্ধ জয়ের পর তাহার সহিত সম্পূর্ণ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করা আবশ্যক। শত্রুকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিও না। সামান্য শত্রু দ্বারাও অনেক সময় বড় বড় বিপদ ঘটিয়া থাকে।

তুমি যতই শক্তিশালী হও না কেন, কখনই স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অগ্রসর হইও না। একান্ত নিরুপায় হইলেই যুদ্ধ করিবে। শত্রু যদি সন্ধি না চাহিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করে, সাবধান, যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইও না। এরূপ অবস্থায় খোদার নিকট তুমি এই যুদ্ধের জন্য দায়ী হইবে না। ছোট লোকদের সহিত কোমল ব্যবহার করিলে তাহাদের ঔদ্ধত্য বাড়িয়া যায়। তাহাদিগকে

হায়াতস্ত্ খোশ্ ও রফ্‌তনত্ বর্ ছওয়াব্
এবাদত্ কবুল ও দোয়া মস্তত জব্।
কবুল=গৃহীত। দোয়া=খোদার নিকট প্রার্থনা।

সমুচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। কেহ ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা কর; কিন্তু সাবধানে লক্ষ্য করিবে, তাহার মনে কোন দুষ্ট অভিপ্রায় আছে কিনা। তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইও না। বহুদর্শী বিচক্ষণ প্রবীণ ব্যক্তিগণের পরামর্শ উপেক্ষা করিও না। শক্তিশালী যুবকগণের তরবারিতে এবং বিচক্ষণ বৃদ্ধগণের মন্ত্রণা-কৌশলে কংশনির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীরও খসিয়া পড়ে। [১]

যুদ্ধক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই নিশ্চিন্ত থাকিও না। সর্ব্বদাই বিপদ আশঙ্কা করিবে। যদি তোমার সৈন্যগণ সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে, বা হত হয়, তবে একাকী অহেতু প্রিয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিও না। সুবিধা বুঝিলে পলায়নের চেষ্টা কর; নতুবা তোমার শত্রুগণের ছদ্মবেশে আত্মগোপন কর! তুমি যতই শক্তিশালী হও না কেন, শত্রুর দেশে রাত্রি অতিবাহিত করিও না। ইহাতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে। রাত্রিতে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা বড়ই কঠিন। রাত্রিকালে পথ অতিক্রম করিতে হইলে রাস্তার ধারে যে সমস্ত স্থানে বিপদের আশঙ্কা আছে, গুপ্ত আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, সেই সমস্ত স্থানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

নিজের সৈন্যগণ যাহাতে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। বিচ্ছিন্ন হইলে তাহারা বিপদে

(১) দর্ আফন্দ্ বনিয়াকে রুয়ীন জে পায়ে
জওয়ানা বশোম্শের ও পীরা বরায়ে।

পরস্পরের সহায়তা করিতে পারিবে না। শত্রুদলকে বিধ্বস্ত করিবার পর তাহাদের জাতীয় পতাকাকে অবমানিত করিও না। কারণ, এই আঘাতের বেদনা তাহারা সহজে ভুলিতে পারিবে না। পলাতক শত্রুদলের অনুসরণে অধিক দূর অগ্রসর হইও না। কারণ, ইহাতে তুমি তোমার সাহায্যকারী সৈন্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিপন্ন হইতে পার। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রযত্নে যেন বাদশার দেহরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে। ইহা যুদ্ধের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

৩৪

যুদ্ধক্ষেত্রে যে একবার বিশেষ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহার পদ-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত কর। তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে মরণের কোলে ঝাপাইয়া পড়িতে ইতস্ততঃ করিবে না। অপরেও তাহার উদাহরণদ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে। শান্তির সময় সৈন্যগণের যথোচিত সমাদর করিতে বিস্মৃত হইও না। তাহা হইলেই যুদ্ধের সময় তাহারা তোমার জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে। যখন রন-ভেরি বাজিয়া উঠে, শুধু তখনই বীরপুরুষগণের সমাদর করিলে তাহাতে বিশেষ কোনই ফল হইবে না; বরং এখন হইতেই তাহাদিগকে আদর করিতে থাক। বাদশার সৈন্যগণ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকিলেই তিনি যুদ্ধে জয়ী

হইতে পারেন। অতএব অর্থ ব্যয় করিয়া সৈন্যগণকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখ। (১)

৩৯

যুদ্ধক্ষেত্রে বিখ্যাত বিখ্যাত বীর পুরুষগণকেই পাঠান আবশ্যক। সাবধান, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ কখনই উপেক্ষা করিও না।

ভয় নাই অসিধারী মহা বীরগণে,
কূটবুদ্ধি প্রবীণেরে ডর সদা মনে।
করিও না অবহেলা প্রবীণের কথা,
হইবে লাঞ্ছনা বহু করিলে অন্যথা।
মহাবীর, শার্দ্দুলে যে ধরে উপেক্ষায়,
কৌশলে প্রবীণ শিবা তাহারে হারায়। [২]

---

(১) কম্তুঁ দস্তে মর্দ্দানে জঙ্গী বোবুছ্
না আঙ্গা কে দুশ্‌মন্ ফেরো কোফ্‌ত্ কোছ্।
(২) মতরছ্ আজ্ জওয়ানানে শোম্‌শের জন্,
হজর কুন্ জে পিরানে বিছিয়ার্ ফন্!
জওয়ানানে পীলআফগন্ ও শের্‌গীর্
নাদানন্দ দস্তানে রুবাহে পীর্!

রাজ্যের কল্যাণ যদি চাহ মহারাজ,
অভিজ্ঞ লোকেরে দিবে বড় বড় কাজ। [১
বহুদর্শী বিচক্ষণ সেনাপতি সনে
পাঠাইবে দূরদেশে তব সৈন্যগণে।
বীর যে, সমর-ক্ষেত্রে ভয় সে করে না ;
শিকারী কুকুর বাঘ দেখিয়া ডরে না।

যে বাঘ শিখেনি কভু করিতে লড়াই,
শৃগাল দেখিয়া ভাগে, খাটেনা বড়াই ! [২]
আবাল্য সমর-ক্ষেত্রে যে জন পালিত,
সমরের নামে সে ত কভু নহে ভীত !
দু'জন চড়া'তে লাগে যারে অশ্বপরে,
ছোট এক বালকের আঘাতে সে মরে ! [৩]

সংগ্রাম হইতে ভয়ে ভাগে যে সিপাই,
শত্রু না বধিলে তারে বধ তুমি ভাই !

---

[১] গরত্ মোম্লেকত্ বায়দ্ আরাস্তা
মদেহ্ কারে মোয়াজ্জম্ বনও খাস্তা।
[২] না তাবদ্ ছগে ছয়েদ্ রু আজ্ পলঙ্গ্
যে রুবা রমদ্ শেরে না দিদা জঙ্গ্ !
[৩] দো মর্দ্দশ্ নেশানন্দ্ বর্ পোশ্তে জীন্,
বুয়াদ্ কশ্ জনদ্ কোদকে বর্ জমীন্।

সে সৈনিক হ'তে ভাল নপুংসক জন,
ভাগে যে সংগ্রাম হ'তে নারীর মতন! [১]

৩৬

জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তিগণকে এবং অভিজ্ঞ বীরপুরুষগণকে প্রতিপালন করা বাদশার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। যে বাদশা জ্ঞানী এবং বীরগণকে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপালন করেন, তাঁহার বিজয় অবশ্যম্ভাবী। যিনি তাহা না করেন, তাঁহার ধ্বংস হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বিদ্বান যে জন তাঁরে পালহ যতনে,
পালো আর বিচক্ষণ মহা বীরগণে!
অরাতি যুদ্ধের তরে সাজিছে সতত,
আমোদ প্রমোদে তুমি রহিয়াছ রত! [২]
জাননা কি ফল এর কেমন ভীষণ,
আজিও কি মেলিবে না জ্ঞানের নয়ন!

---

[১] একে রা কে দিদি তু দর্ জঙ্গ্ পোশ্ত্
বোকোশ্ গর অত্ দর্ মোছাফশ্ না কোশ্ত্।
মোখান্নাছ্ বে আজ্ মর্দ্দে শোমশের্ জন্
কে রোজে দগা ছর্ বেতাবদ্ চু জন্।
[২] কলম্ জন্ নেগাদার শোম্শের জন্,
না মতরেব কে মর্দ্দী নয়ায়দ জে জন্।

কত যে আমির কত বাদশা, ভূপতি
খেলিতে বসেছে হয়ে’ আনন্দিত অতি ;
খেলার সহিত সব হারায়েছে শেষে,
সাম্রাজ্য, মুকুট সব গেছে হায় ভেসে ! [১]

৩৭

শত্রুগণ যখন যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তখন সাবধানতা ও সাহসিকতার সহিত প্রস্তুত হওয়া দরকার, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন শত্রু বিনীতভাবে সন্ধির প্রার্থী হয়, তখন অধিকতর সাবধান হওয়া প্রয়োজন। শত্রুর আনুগত্যই অনেক সময় অধিকতর ভয়ের কারণ !

দিবসে অনেকে বলে সন্ধির বচন,
নিশিতে ভীষণ অতি করে আক্রমণ। [২]
শত্রুর চক্রান্ত হ’তে হও সাবধান ;
কি আছে তাহার মনে, কে জানে সন্ধান !

না মর্দীস্ত্‌ দুশ্‌মন্‌ দর আছবাবে জঙ্গ্‌
তু মদ্‌ হোশে ছাকী ও আওয়াজ ও চঙ্গ্‌।
[১] বছা আহ্‌লে দওলত্‌ ববাজী নেশাস্ত্‌
কে দওলত্‌ বেরফ্‌ তস্ত্‌ ববাজী জে দস্ত্‌
[২] বছা কছ্‌ বরোজ্‌ আয়তে ছোলে খান্দ্‌
চু শব্‌ শোদ্‌ ছিপা বর ছরে খোফ্‌তা রান্দ্‌ !

বর্ম্ম পরি' শায়িত রহিবে সৈন্যগণ,
প্রস্তুত রহিবে সদা যুদ্ধের কারণ!
নিশ্চিন্ত আরামে শোয়া কোমল শয্যায়
রণভূমে বীরগণে শোভা নাহি পায়!
রমণীর মত সুখ আরাম যে জন,
চাহে সে রমণী, বীর নহে কদাচন! [১]

কি জানি কখন অরি আক্রমণ করে,
গোপনে প্রস্তুত থাক সমরের তরে। [২]
যুদ্ধের ভাবনা ভাব শান্তির সময়;
সাবধান, কে জানে যে কখন কি হয়!

—০—

৩৮

শত্রুগণ অত্যন্ত সামান্য হইলেও নিশ্চিন্ত থাকিও না। কারণ, ইহারা যদি সকলে একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার ভীষণ শত্রুতে পরিণত হইবে। তখন ইহাদিগকে দমন করা সহজ হইবে না। এরূপ অবস্থায় ইহাদের কাহাকেও কাহাকেও তুমি কৌশলে হস্তগত কর, এবং অন্যগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হও।

---

[১] জরাহ্ পোশ্ খোছ্পন্দ্ মর্দ্দ্ আফ্গান।
কে বেছ্তর্ বুয়াদ্ খাবগাহে জানাঁ!

[২] বেবায়েদ্ নেহাঁ জঙ্গ্ রা ছাখ্তন্
কে দুশ্মন্ নেহাঁ আওয়ারাদ্ তাখ্তন্!

যে ব্যক্তি তোমার প্রবল শত্রু, তাহার অন্য কোন শক্তিশালী শত্রুর সহিত তুমি সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হও। তাহা হইলে তোমার শত্রু আর তোমার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইবে না।

বাঘে বাঘে চলে যবে ভীষণ-সমর,
মেষদল সুখে চরে নির্ভয়-অন্তর।
শত্রুগণ পরস্পরে করিলে লড়াই,
তরবারি রাখ খাপে, কোন ভয় নাই! [১]

—০—

৩৯

ধর যবে তরবারি করিবারে রণ,
গোপনে বন্ধুত্ব তরে করিও যতন।
ইহাই জানিও পথ মহৎ জনের,
মিলন তাঁদের সদা কামনা মনের।
মহাবীর মন-জয় করহ গোপনে,
হয়ত সে লুটাইয়া পড়িবে চরণে। [২]

---

[১] চু গোর্‌গাঁ পছন্দান্দ্‌ বর্‌হম্‌ গজন্দ্‌
বর্‌ আছায়াদ্‌ আন্দর্‌ মিয়াঁ গোছ্‌পন্দ্‌।
চু দুশ্‌মন্‌ বা দুশ্‌মন্‌ শওয়াদ্‌ মোশ্‌তাফেল
তু বা দোস্ত বেনিশিঁ বা আরামে দেল
(২) চু শোম্‌শেরে পয়কার বর্‌ দাশ্‌তী
নেগা দার পিনহা রাহে আশ্‌তী!
কে লশ্‌কর কেশোফানে মগ্‌ফর শেগাফ্‌
নিহাঁ ছোলেহ্‌ জোয়াদ ও পয়দা মোছাফ্‌।

অরাতি দলের কোন সাহেব সর্দার
বন্দী যদি, কভু তাঁরে করোনা সংহার।
হয়ত তোমার কোন প্রধান সেনানী
হইতে পারেন বন্দী—ভবিষ্য কি জানি!
তুমি যদি বধ কর বন্দী অরাতিরে,
তব বন্দিগণে কভু পাইবে না ফিরে!

বন্দীর উপরে যে রে করে অত্যাচার,
ভয় কি কিছুই মনে নাহি হয় তার?
সেও ত হইতে পারে বন্দী একদিন,
নিয়তি জগতে বল কাহার অধীন? [২]
রাজসিংহাসন কত মুহূর্ত্তেই টলে,
সৌভাগ্য, সম্পদ সব লুটায় ভূতলে।

তব অধীনতা যদি করেন স্বীকার
সামন্ত নৃপতি কোন, উচিত তোমাব

দিলে মর্দ্দে মর্যদা নেহানি বোজোযে,
কে বাশদ্ কে দর্ পায়ত্ ওফতদ্ চু গোযে!
(২) আগার কোশ্তি ই বান্দায়ে রেশ্রা
না বিনী দিগর্ বান্দায়ে খেশ্রা।
না তর্ছদ্ কে দওরানশ্ বন্দী কুনাদ্,
কে বর্ বন্দিয়ঁ জোর মন্দী কুনাদ্।

কদর সম্মান তাঁর করা অতিশয়,
তা হ'লে অপরে ল'বে তোমার আশ্রয় [১]

জোর জবরদস্তী করি' করি' শত শত জনে
অনুগত করা ভাল নাহি ভাবি মনে।
তার চেয়ে সুকোমল করি' ব্যবহার
দশ জনে জয় করা ভাল শতবার!

৪০

তোমার শত্রুর কোন আত্মীয় বা বন্ধু যদি তোমার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হয়, তবে তাহার প্রতি সর্ব্বদা কঠোর দৃষ্টি রাখিবে। তাহার চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতা হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উদাসীন থাকিও না। বন্ধুগণকেও একটু বুঝিয়া সুজিয়া বিশ্বাস করিও। জগতে বিশ্বাসঘাতকের অভাব নাই।

ভাবেরে যে জুয়াচোর সব নরগণ,
ঠকাইতে তারে কেহ পারেনা কখন।
পকেট কাটিবে বলি' ভাবে যে সবায়,
তাহার পকেট কাটা কভু নাহি যায়! [২]

---

(১) আগার্ ছার্ নেহদ্ বর খতত্ ছর্ওয়ারে
চু নেকশ্ বেদারী নেহদ্ দিগরে!

(২) কছে জাঁ জে আছিবে দুশ্মন্ বোবোর্দ্দ্
কে মর্ দোস্তাঁরা বদুশ্মন্ শোমোর্দ্দ্।

যে তাহার পূর্ব্বপ্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সাবধান, তাহাকে কখনই বিশ্বাস করিও না। সে যতই শপথ করুক না কেন, তাহাকে অণুমাত্র বিশ্বাস নাই! গোপনে তাহার আচরণ লক্ষ্য করিবার জন্য বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিবে।

নবনিয়োজিত প্রতি হ'ওনা কঠোর,
হ'লে সে ছিঁড়িবে তব বন্ধনের ডোর! [১]

কোন নূতন রাজ্য তোমার অধিকারে আসিলে উহার পূর্ব্ব-অধিপতি প্রজা-সাধারণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তুমি তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সদ্ব্যবহার কর। তাহা হইলে যদি পুনরায় যুদ্ধের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তবে প্রকৃতিপুঞ্জ তোমার পক্ষই অবলম্বন করিবে। সেরূপ ক্ষেত্রে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।

ভাবিও না অরি শুধু রাজ্যের বাহিরে,
ভিতরেও আছে, তা'তে সন্দেহ নাহিরে!
কর্ত্তব্য ভাবহ নিজে, রাখ তা' গোপন,
সাবধান, নাহি যেন জানে অন্যজন।
আহার বিহার যারা তব সাথে করে,
গুপ্তচর আছে বহু তাদেরো ভিতরে! [২]

নেগা দারদ্ আঁ শওখ্ দর্ কিছা দোর্,
কে বিনদ্ হামা খল্ক্রা কিছা বোর্!
(১) নও আমুজ্ রা রিছমান্ কোন্ দারাজ্,
না বেগ্ছল্ কে দিগর্ না বিনিয়শ্ বাজ্!
(২) মগো হুশ্মনে তেগ্জন্ বর্ দরস্ত্
কে হাম্বাজে হুশ্মন্ বশহর্ আন্দরস্ত্!

অপরে যদ্যপি জানে তোমার গোপন,
জ্ঞানের প্রশংসা তব করিনা কখন।
কর অনুগ্রহ সদা মানব সকলে,
তা' হ'লে সংসার তব আসিবে দখলে।
কোমলতা করি' কাজ হয় যদি তবে,
অহেতু কঠোর তুমি বল কেন হবে ?
চাও যদি মন তব হবেনা ব্যথিত,
ব্যথিতের ব্যথা দূর করা সমুচিত।
শুধু বাহুবলে বলী না হন ভূপতি,
গরীবের দোয়া তাঁর প্রধান শকতি [১]

—০—

বতদ্‌বির জঙ্গে বদান্দেশ্‌ কোশ্‌
মছালেহ্‌ রেয়ান্দেশ্‌ ও নিয়েত বোপোশ্‌।
মনেহ্‌ দরমিয়াঁ। রাজ বা হর্‌ কছে
কে জাছুছ্‌ হম্‌কাছা দিদাম্‌ বছে।
(১) করম্‌ কুন্‌ না পোর্‌খাশ্‌ ও কিন্‌ আওয়ারী
কে আলম্‌ বজেরে নগিন্‌ আওয়ারী।
চু কারে বর্‌ আয়াদ্‌ ব লোৎফ্‌ ও খুশী,
চে হাজত্‌ ব তুন্দি ও গর্দ্দন্‌ কশী
না খাহি কে বাশদ্‌ দিলত্‌ দর্দ্দ মন্দ্‌
দিলে দর্দ্দ মন্দা বর্‌ আওয়ার্‌ জে বন্দ্‌
ববাজু তওয়ানা না বাশদ্‌ ছিপাহ্‌
বেরও হেম্মত আজ্‌ না তোয়ানাঁ বেখাহ্‌
দোয়ায়ে জয়ীফানে ওম্মেদ্‌ ওয়ার্‌
জে বাজুয়ে মর্দ্দী বেহ্‌ আয়াদ্‌ বকার্‌!

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরোপকার—(এহ্ছান) (১)

৪১

হে জ্ঞানীব্যক্তি, এই সংসারে সারবস্তুর দিকেই অনুপ্রাণিত হও। বাহ্যদৃশ্যে প্রবঞ্চিত হইও না। এই সমস্ত কিছুই স্থায়ী নয়। তোমার ভবিষ্যতের মঙ্গলচিন্তা তুমিই করিয়া যাও। তুমি যখন সংসার হইতে চলিয়া যাইবে, তখন তোমার চিন্তা অন্য কেহই করিবে না। এখনো বিভব সম্পদ তোমার অধিকারে আছে, সেগুলির সদ্ব্যবহার কর, যাহাতে পরকালে তোমার কাজ হইবে। তোমার ধন-ভাণ্ডারের চাবি তোমার হস্তচ্যুত হইবার পূর্ব্বে টাকাকড়ির সদ্ব্যবহার কর। ভবিষ্যতে তোমার কাজ তোমার স্ত্রীপুত্র কাহারো দ্বারা কিছুমাত্র হইবে না। নিজের পুঁজি নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা কর। (২)

---

(১) এহ্ছান শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। দয়া, পরোপকার, সদ্ব্যবহার, ভালবাসা ইত্যাদি নানা অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) পেরেশাঁ কুন্ এম্রোজ্ গঞ্জিনা চোস্ত্
কে ফর্দ্দা কিলিদশ্ না দর্ দস্তে তোস্ত্।
তু বাখোদ্ বেবর্ তোশায়ে খেশ্ তন্
কে শফ্কত্ নায়ায়াদ্ জেফর্জন্দ্ ও জন্!

বেদনা যাহার যেথা সেই তাহা বোঝে ;
অপরে বুঝিতে তাহা পারে কি সহজে ?
নিজ হাতে চুল্‌কাও নিজ পৃষ্ঠদেশ,
অপরের হাতে সুখ পাবে না বিশেষ। (১)

নিরুপায় যে তাহার খুশী কর মন ;
তুমিও কখন হ'তে পারত এমন।
অসম্ভব নয় ইহা, ভিখারীর বেশে
তুমিও ঘুরিতে ভাই, পার দেশে দেশে!
ভিখারীর পরে তাই হ'ওনা কঠোর
মুছাও যতনে তার নয়নের লোর! (২)
হয়না চাহিতে তব অপরের ধারে
শোকরে * ক'রো না দূর, চাহে যে তাহারে!

দান খয়রাত ভাল, কিন্তু তাই বলি'
খুব বেশী ভাল নয় জানিও সকলই।
বুঝিয়া করিও দান, যেন অবশেষে
নাহি হয় অনুতাপ অভাবের ক্লেশে। (৩)

---

(১) বা গোম খার্‌গী জুজ্‌ ছর আঙ্গেশ্‌তে মন্‌
না খারদ্‌ কছেদর্‌ জাহাঁ পোশ্‌তে মন্‌।

(২) মগর্‌দাঁ গরীব আজ্‌ দরত্‌ বে নছিব,
মবাদা কে গর্দ্দী বদর্‌হা গরীব।

* শোকর = কৃতজ্ঞতা

(৩) মকুন বর্‌ কফে দস্ত্‌ নে হর্‌ চে হস্ত্‌
কে ফর্দ্দা বদন্দাঁ বরি পোশ্‌তে দস্ত্‌।

৪২

পিতৃহারা শিশুর মস্তকের উপর অনুগ্রহের ছায়া বিস্তার কর। তাহার মনের বেদনা সহানুভূতির সহিত দূর করিয়া দাও। বৃক্ষের মূল কর্ত্তিত হইলে তাহার যে অবস্থা হইয়া থাকে, পিতৃহীন শিশুর অবস্থাও প্রায় তদ্রুপ। এতিমের * সম্মুখে নিজসন্তানকে আদর করিও না। আহা, তাহাকে আদর করিবার যে কেহই নাই! তাহার আশা ও আব্দার পূরণ করিবার কেহই নাই! এতিমের কাতর-ক্রন্দনে খোদার মহান সিংহাসন কাঁপিয়া উঠে। স্নেহের সহিত তাহার চখের জল মুছাইয়া দাও, তাহার অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া দাও! সেই অশ্রয়হীনকে নিজের আশ্রয়-ছায়া প্রদান কর! (১)

স্নেহ-ক্রোড়ে জনকের ছিনুরে যখন,
ভাবিতাম আপনারে নবাব যেমন!
একটি মাছিও যদি বসিত এ দেহে
ব্যস্ত হ'ত কত জন কি গভীর স্নেহে!

* এতিম পিতৃহীন শিশু orphan

(১) আলা তা না গিরিয়াদ্ কে আর্শে আজিম্,
বেলরূজদ্ হামি চু বে গিরিয়াদ্ এতিম্।
ব রহ্মত্ বোকোন্ আবশ্ আজ্ দিদা পাক্,
বশফ্কত্ বয়াফ্ শানশ্ আজ. চেহ্রা খাক্!

এখন কয়েদী হ'য়ে জেলে যদি যাই,
ফিরিয়া দেখিবে হেন বন্ধু কেহ নাই। (১)

৳৩

এইরূপ কথিত আছে যে, হজ্‌রত ইব্‌রাহিম খলিলুল্লার (আঃ) অতিথিশালায় একসপ্তাহ পর্য্যন্ত কোন অতিথির সমাগম হয় নাই। ইহাতে তিনি অতীব ক্ষুণ্ণমনে দিনযাপন করিতেছিলেন। তিনি অতিথির প্রতীক্ষায় প্রাতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই আহার করিতেন না। একদিন তিনি অতিথির সন্ধানে গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রান্তরের চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, সহসা দেখিলেন, দূরে একজন দিব্যকান্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেইদিকে ধীরেধীরে আসিতেছেন। তাঁহার তুষারশুভ্র কেশ ও শ্মশ্রুরাজী অতিবার্দ্ধক্যের সাক্ষ্য দিতেছিল।

হজ্‌রত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁহাকে গভীর আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করিয়া নিজবাটীতে লইয়া আসিলেন। এবং

---

(১) মন্ আঙ্গাহ্ ছরে তাজ্ওয়ার্ দাশ্তম্
কে ছর্ দর্ কেনারে পেদর্ দাশ্তম্।
আগার বর্ অজুদম্ নেশাছ্তে মগছ্
পরেশাঁ শোদে খাতেরে চন্দ্ কছ্।
কনুঁ গর বজন্দান বেরান্দম্ আছির
না বাশাদ্ কছ্ আজ্ দোস্তানম্ নাছির।

পরমযত্নে আহারাদি করিতে অনুরোধ করিলেন। ভদ্রলোকটি আনন্দের সহিত খলিলুল্লার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাটিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যগণ বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে সমাদর করিয়া উপযুক্ত স্থানে বসাইল। সকলে একসঙ্গে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোজনের প্রারম্ভে ইস্‌লাম-নীতি অনুসারে সকলেই বেসমিল্লা—* বলিলেন; কিন্তু সমাগত বৃদ্ধটির মুখে কোন কথাই শুনা গেল না। ইহাতে সকলেই একান্ত বিস্মিত হইলেন। একজন বলিলেন, হে প্রবীণপুরুষ, আপনার কার্য্যের মধ্যে প্রবীণ-জনোচিত নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাব না দেখিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইতেছি। খাদ্যগ্রহণের প্রারম্ভে একবার খাদ্যদাতা খোদাতা'লার নাম উচ্চারণ করা কি সঙ্গত নহে? বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—আমার এরূপ অভ্যাস নাই। আমার অগ্নিপূজক পীর সাহেবের নিকট এরূপ কথা ত কখনই শুনি নাই।

বৃদ্ধের উত্তরে হজ্‌রত ইব্রাহিম আলায়হে ছালাম বুঝিতে পারিলেন, লোকটি প্রকৃতপক্ষে অগ্নিপূজক; ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী নহে। তখন তিনি হীনতার সহিত তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন, পুণ্যাত্মাগণের সহিত খোদাদ্রোহী নাপাক ব্যক্তির একত্রে অবস্থিতি সঙ্গত নহে। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি খোদাতা'লার তরফ হইতে সমাগত অতি তীব্রস্বরে প্রতিধ্বনিত এইরূপ দৈববাণী শুনিতে পাইলেন,—

* বেছমিল্লা=আল্লার নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি।

হে খলিল, কি করিলে! করিলে যে ভুল!
উদারতা তোমার কি নাই এক চুল?
আমি তারে দিছি প্রাণ, করেছি পালন
এ শত বৎসর করি' কতই যতন!

মূহূর্ত্ত তাহারে তুমি নারিলে সহিতে,
ঘৃণায় তাড়া'য়ে দিলে নিকট হইতে!
আগুন পূজিছে বটে সেই অভাজন,
ভদ্রতা ভুলিলে তুমি কিসের কারণ? (১)

—০—

৪৪

আলেম এলেম যদি করেন বিক্রয়
রুটির বদলে, তাহা ক্ষতি অতিশয়! (২)
বিসর্জ্জন দেওয়া দীন দুনিয়া কারণে,
সঙ্গত কভুও নয় জ্ঞানীর নয়নে।

(১) মনশ দাদা ছদ্ ছালা রুজী ও জাঁ
তুরা নফ্‌রত্ আমাদ্ আজো এক জমাঁ!
গর্ উ মি বরদ্ পেশে আতেশ্ ছজুদ্,
তু বা পছ্ চরা মি বরি দস্তে জুদ্?

[২] জিয়াঁ মি কুনদ্ মর্দ্দে তফ্‌সির দান্
কে এল্‌ম্ ও আদব্ মি ফেরোশদ্ বনান্!

আলেম = বিদ্বান
এলেম = বিদ্যা : সাধারণতঃ এলেম বলিতে ধর্ম্মবিদ্যা বুঝাইয়া থাকে

৪৫

একজন ভদ্র, সাধুব্যক্তির নিকট জনৈক চতুর বাক্‌পটু লোক আসিয়া বলিতে লাগিল,—জনাব, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। একব্যক্তির নিকট হইতে আমি ঘটনাক্রমে দশটি টাকা * কর্জ্জ করিয়াছিলাম। উহা শোধ দিতে পারিতেছিনা। লোকটি ঐ টাকার তাগাদায় দিনরাত্রি আমাকে জ্বালাতন করিয়া মারিতেছে। ঠিক যেন ছায়ার মত আমার পিছনেপিছনে ঘুরিতেছে! তাহার ব্যবহারে আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে! আর সহ্য করিতে পারি না। হতভাগ্যের আচরণ দেখিয়া মনে হয়, যেন এই দশটি টাকা ছাড়া তাহার জগতে আর কিছুই নাই, কোন দিনই আর কিছুই ছিল না। বেটা মূর্খ, পাষণ্ড! ধর্ম্মবিদ্যার "আলেফ বে" পর্য্যন্ত জানে না! আমি তাহার তাগাদায় বড়ই জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছি। হায়, জগতে কি এমন কোনই সহৃদয় ব্যক্তি নাই, যিনি আমাকে এই বিপদ হইতে বাঁচাইতে পারেন?

ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রয়োজনীয় মুদ্রা প্রদান করিলেন। সে চলিয়া গেলে উক্ত সাধুব্যক্তিটির জনৈক সহচর তাঁহাকে বলিলেন,—লোকটির কথায় বিশ্বাস করিয়া অমনি এতগুলি টাকা দিয়া দিলেন! হয় ত এ ছলনা করিয়া আপনার নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারে। ইহার

---

* মূলগ্রন্থে এই স্থানে দেরেম শব্দ আছে; উহা একরূপ মুদ্রা। আমি দেরেম স্থলে "টাকা" অনুবাদ করা সঙ্গত মনে করিলাম।

উত্তরে তিনি বলিলেন,—যদি সে সত্যকথা বলিয়া থাকে, তবে বিপন্নকে সাহায্য করিবার পুণ্য অবশ্যই আমি পাইব। আর যদি চাতুরী করিয়া থাকে, তবে ঐরূপ কুচরিত্র চতুর লোকের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য কিছু খরচ করা অন্যায় হইবে না। অসৎ ও অত্যাচারী লোককে সংসার-নীতি-হিসাবে খুশী রাখা আবশ্যক।

সজ্জনে রাখহ খুশী, টাকাকড়ি দাও;
অসৎ যে তাহারেও কভু না চটাও।
সজ্জনের উপকারে ছওয়াব লভিবে *
অসৎ থাকিলে খুশী ক্ষতি না করিবে। (১)

৪৬

একব্যক্তি অত্যন্ত বখিল ছিল। সে নিজেও কিছু খাইত না, কাহাকে কিছু দানও করিত না। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র পিতার সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারী হইয়া দুইহস্তে টাকা খরচ করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহার অতিথিশালা সদা-সর্ব্বদা অতিথিতে পূর্ণ থাকিত। তাঁহার খরচের এইরূপ আধিক্য দেখিয়া একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন,—

* ছওয়াব = পুণ্য

(১) বদ্ ও নেক্‌রা বজ্‌ল্ কুন্ ছিম্ ও জর্
কে ঈ কছ্‌বে খায়ের আস্ত্ ও আঁ দফেয়ে শর্।

অধিক খরচ কেন কর নিরবধি ?
আয় বুঝে ব্যয় কর, বুদ্ধিমান যদি।
যুগযুগ ধরি' যাহা হয়েছে সঞ্চয়,
এক দিনে করিবারে পার তাহা ব্যয় !
সে কাজ কখনো নয় জ্ঞানীর মতন ;
অভাবে পড়িবে যবে, বুঝিবে তখন !
হিসাব করিয়া চল ভাল অবস্থায়,
সহিতে অভাব তবে হবেনা তোমায়। (১)

৪৭

স্বচ্ছল অবস্থা তব রহে যে সময়,
দুর্দ্দিনের তরে কিছু করহ সঞ্চয় !
টাকা দিয়া আখেরাত পারিবে কিনিতে,
টাকায় দানবে পার অধীনে আনিতে !

(১) বছালে তওয়াঁ খের্‌মন্ আন্দোখ্‌তন্
বয়েক্ দম্ না মর্দ্দী বুয়াদ্ ছুখ্‌তন্।
চু দর্ তঙ্গ্‌দস্তী নাদারী শকিব্
নেগাহ্‌দার্ অক্তে ফরাখী হছিব্।

* আখেরাত=পারলোক অর্থাৎ পারলৌকিক কল্যাণ।

খালি হাতে আশা কভু হয় না পূরণ,
টাকার অসাধ্য কিছু র'বেনা কখন। (১)

থাক যদি তুমি ভাই, অভাবের মাঝে,
যে'ও না বন্ধুর পাশে গরীবের সাজে।
টাকা যদি থাকে তবে পাইবে আদর,
যেখানেই যাও, তব বাড়িবে কদর।
খালিহাতে ভালবাসা পাবে না পাবে না,
গরীবের পানে কেহ ফিরিয়া চাবে না! (২)

যাহা কিছু আছে যদি রাখ সব হাতে,
খরচ করহ টাকা যাহাতে তাহাতে,
অভাবে পড়িবে যবে, হবে প্রয়োজন,
আঁধার দেখিবে চোখে নিখিল ভুবন (৩)

---

(১) বদনিয়া তওয়াঁ আখেরাত্ ইয়াফ্তন্
বজর্ পঞ্জায়ে দেও তওয়াঁ তাফ্তন্।
জে দস্তে তিহি বর্ নয়ায়াদ্ ওমেদ্
বজর্ বর্ কুনী চশ্মে দেওয়ে ছোফেদ্!

(২) আগার তঙ্গ্দস্তী মরও পেশে ইয়ার্,
আগার ছিম্ দারী বেয়া ও বেয়ার্!
তিহি দস্ত্ দর্ খুব্ রুয়াঁ মপিচ্
কে বে হিচ্ মর্দ্দম্ নয়ার্জ্জদ্ বহিচ্।

(৩) আগার হর্চে দারী বকফ্ বর্ নিহী,
কফত্ অক্তে হাজত্ বেমানদ্ তিহি!

ভিখারীরা তব দানে ধনী না হইবে ;
কতটুকু উপকার করিতে পারিবে ?
কিন্তু এই অতিদানে তুমি—ভয় হয়—
গরীব হইয়া হেয় হইবে নিশ্চয় ! (১)

৪৮

একদিন কোন একটি স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল,—আমাদের বাটীর পার্শ্বস্থ গলির দোকান হইতে কিছুই কিনিও না। এই দোকানদার বড়ই প্রতারক ; সে গন্ধম বলিয়া যব বিক্রয় করে। সেই জন্য তাহার দোকানে মাছি ব্যতীত অন্য কাহারো সমাগম হয় না। তুমি বড় দোকান হইতে ভাল জিনিস ক্রয় করিবে।

স্বামী সহানুভূতিপূর্ণস্বরে বলিলেন,—হে সুন্দরি, আমরা জিনিসপত্র ক্রয় করিব, এই আশাতেই সে এখানে দোকান করিয়াছে। তাহাকে নিরাশ করা আমাদের উচিত নহে। আমরা তাহার দোকান হইতে কিছু না কিনিলে তাহার কিরূপে চলিবে ! যে আমাদের নিকট আশা করে, তাহাকে নিরাশ করা কর্ত্তব্য নয়।

---

(১) গাদায়াঁ ব ছাইয়ে তু হর্‌গেজ্ কবী,
না গর্দ্দন্দ্ ও তর্‌ছম্ তু লাগর্ শবী !

সাধুদের পথ ধর,—আছ যদি দাঁড়ায়ে,
পতিতে তুলিতে ধরে' দাও হাত বাড়ায়ে ! (১)
স্নেহ দান তাঁহাদের গরীবের উপরে,
কুলোক বলিয়া কারো নাহি দেন তাড়ায়ে !

৪৯

এইরূপ কথিত আছে যে, একজন দরবেশ মক্কাশরিফে যাইতেছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মন খোদা-প্রেমে মশ্‌গুল্ ছিল। এমন কি, তাঁহার পায় বাবলার কাঁটা বিদ্ধ হইলেও তিনি সেদিকে লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহার এইরূপ প্রথা ছিল যে, তিনি একটু একটু অগ্রসর হইতেন, আর দুই রাকা'ত করিয়া নামাজ পড়িতেন।

যিনি যতই ধর্ম্মপরায়ণ হউন না কেন, শয়তান সকলকেই পথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। একদিন ইব্‌লিসের কুমন্ত্রণায় দরবেশের মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইল যে, তিনি যেমন পবিত্রভাবে কঠোর সাধনার সহিত মক্কাশরিফে যাইতেছেন, এমন আর কেহই যাইতে পারে না। এই সময় খোদার অনুগ্রহ তাঁহার উপর অবতীর্ণ না হইলে হয় ত তিনি

(১) রাহে নেক্ মর্দ্দানে আজাদা গীর,
চু ইস্তাদায়ী দস্তে ওফ্‌তাদা গীর্ !
বে বখ্‌শায়ে কাঁনা কে মর্দ্দে হকন্দ্,
খরিদারে দোক্কানে বে রওনকন্দ্।

ধ্বংস হইয়া যাইতেন। তিনি আত্মগরিমায় তন্ময়, সহসা এক ফেরেশ্‌তা অলক্ষ্য হইতে এইরূপ দৈববাণী করিলেন,—

হে পবিত্রচেতা সাধুব্যক্তি, তুমি যতই এবাদত করনা কেন, কখন মনে করিওনা যে, ইহাতে খোদার কিছু উপকার হইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিও যে—

ভাল ব্যবহারে যদি তোষো কারো মন,
তাহাতে লভিবে তুমি ছওয়াব এমন,
হাজার রাক'াত করি' পড়িয়া নামাজ
প্রত্যেক মঞ্জেলে কভু হবেনা সে কাজ! (১)

৫০

বারমাস রোজা থাকে, কিন্তু সংসারের
মোহেতে জড়ায়ে আছে হৃদয় যাঁদের,
তাঁদের হইতে ভাল বেশী যারা খায়,
অথচ সুকাজ করে, ভুলে না খোদায়। (২)

---

(১) বা এহ্‌ছানে আছুদা কর্দ্দন্‌ দেলে,
বেহ্‌ আজ্‌ আল্‌ফে রাক্‌য়াত বা হর্‌ মন্‌জেলে!
মঞ্জেল=পথিকগণের পথে অবস্থিতির নির্দ্দিষ্ট স্থান

(২) খোরন্দা কে খায়রশ্‌ বর্‌ আয়াদ্‌ জে দস্ত্‌
বেহ্‌ আজ্‌ ছায়েমে দহ্‌রে দুনিয়া পোরস্ত্‌।

রোজার সুফল পাবে সেই ভাগ্যবান,
নিজে যে না খেয়ে করে গরীবেরে দান।
রোজা রেখে নাহি খেয়ে জমায় যে টাকা,
মিছা তার দুখভোগ, মিছা রোজা থাকা!

জাহেল যে মা'রেফত নিয়ে মেতে আছে,
জগতের আলো নাহি পশে তার কাছে;
নাহি যায় আলেমের নিকটে কখন,
দেখিছে রে খেয়ালেতে জাগিয়া স্বপন।
ফকিরী কাফেরী দু'টি একত্র করিয়া
পাকায় খিচুড়ি তারা জীবন ভরিয়া! (১)

জাগ্রত পরাণ যাঁর, মরেনা সেজন,
দৈহিক মরণ তাঁর নহেরে মরণ!
শত শত মোর্দ্দাদেল মাটির উপরে, *
তার চেয়ে সেই ভাল, যদিও কবরে। (২)

(১) খেয়ালাতে নাদানে খেল্‌ওয়াত্‌ নিশিন্‌
বহম্‌ বর্‌ কুনাদ্‌ আকেবত্‌ কোফ্‌র্‌ ও দীন।

* মোর্দ্দাদেল = মৃতপ্রাণ ব্যক্তি অর্থাৎ মহাপাপী।

(২) তনে জেন্দা দেল্‌ খোফ্‌তা দর্‌ জেরে গেল্‌
বে আজ্‌ আলমে জেন্দায়ে মোর্দ্দা দেল্‌
দেলে জেন্দা হরগেজ্‌ না গর্দ্দদ্‌ হালাক্‌
তনে জেন্দা দেল্‌ গার্‌ বেমীরদ্‌ চে বাক্‌।

৫১

একজন সাধুব্যক্তি একটি জনহীন প্রান্তরের মধ্যদিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি কুকুর জলাভাবে মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নিকটেই একটি কূপ ছিল, কিন্তু জল উঠাইবার কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। তিনি অবিলম্বে নিজের মস্তকের পাগড়ীর সহিত টুপি বাঁধিয়া উহা কূপের মধ্যে নামাইয়া দিলেন। ইহার সাহায্যে সামান্য জল উত্তোলিত হইল। ঐ জল পান করাইয়া তিনি কুকুরটির জীবনরক্ষা করিলেন। সেই জমানায় যিনি পয়গম্বর ছিলেন, তিনি এইরূপ খবর দিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তির যাবতীয় পাপ কুকুরের প্রাণ-রক্ষার জন্য খোদাতা'লা মা'ফ করিয়াছিলেন।

হে ভাই, কিঞ্চিৎ যার আছে বুদ্ধিজ্ঞান,
জীবের উপরে সদা থাক দয়াবান।
কুকুরে করিলে দয়া পুরস্কার তার
দিতে ভুল নাহি হয় মহান ধাতার ;
মানবের পরে দয়া করে যদি কেহ,
পাবে বহু পুরস্কার, নাহিক সন্দেহ। (১)

(১) কছে বা ছগে নেকোয়ী গোম্ না কর্দ্দ্,
কুজা গোম্ শওয়াদ্ খায়ের্ বা নেক্ মর্দ্দ্?
তু বা খল্ক্ নেকী কুন্ আয় নেক্ বখ্ত্
কে ফর্দ্দা না গীরদ্ খোদা বর্ তু ছখ্ত্

৩২

একজন অবস্থাপন্ন ধনীব্যক্তির বাটীতে গিয়া জনৈক দরিদ্র ফকির ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল। ধনী তাহাকে কিছুই দিল না; বরং কঠোর ভাষায় তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। ভিক্ষুক ইহাতে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া মাথা তুলিয়া বলিল,—আশ্চর্য্যের বিষয়, ধনিগণের দরিদ্রের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই! এ কথায় ধনী অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া ভৃত্যকে আদেশ করিল, অবিলম্বে এই বেয়াদব ফকিরকে ঘাড় ধরিয়া দূর করিয়া দাও। ভৃত্য তখনই তদনুসারে কার্য্য করিল।

সময়ের সহিত কত ছোট বড় হয়, আবার বড় ছোট হয়। উপরোক্ত ধনীব্যক্তিটিও অল্পদিন পরে ঘটনাক্রমে অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িল। তখন যেন তাহার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল। সে একান্ত নিরুপায় হইয়া দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্বের সেই চাকরটি অন্য এক সহৃদয় ধনীব্যক্তির বাটীতে কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তিনি দরিদ্রদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন।

কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে, একদিন রাত্রিতে এক ভিখারী উক্ত ধনীব্যক্তির বাটীতে আসিয়া আহার ও আশ্রয়ের প্রার্থনা করিল। প্রভু ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন, যাহাতে এই দরিদ্র ভিখারীর আদরযত্নের কিছুমাত্র ত্রুটী না হয়। চাকরটি সর্ব্ব-

প্রযত্নে তাহার সুখস্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিয়া দিল। ভিখারীর আহারকালে ভৃত্যটির নয়ন সহসা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সে যখন তাহার প্রভুসমীপে উপস্থিত হইল, তখন প্রভু দেখিলেন, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—ওহে, অহেতু তোমার এই রোদনের কারণ কি? ভৃত্য সবিনয়ে বলিল,—এই যে হতভাগ্য ভিখারী বৃদ্ধকে দেখিতেছেন, এক সময় সে মহা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। ভূসম্পত্তি, দাসদাসী কোন বিষয়েরই তাহার অভাব ছিল না। আমি বহুদিন তাহার বাটীতে চাকরী করিয়াছি। সময়ের গতিতে আজ সে ভিখারী বেশে মাগিয়া খাইতেছে!

ভৃত্যের কথা শুনিয়া প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—ঠিক কথা। আমি উহাকে আগেই চিনিতে পারিয়াছি। এমন একদিন ছিল, যখন ভিখারীবেশে আমি তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে তাহার অগাধ ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও আমাকে একটি পয়সাও দেয় নাই; বরং একান্ত অবমাননার সহিত আমাকে ভৃত্যদ্বারা তাড়াইয়া দিয়াছিল। আজ আকাশের গতিতে সেই দিন বদলিয়া গিয়াছে,—আমি ধনী গৃহস্থ এবং সে আমার দ্বারে ভিখারী অতিথি! খোদাতা'লার প্রদত্ত নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতার ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল। *

* নিয়ামত=সম্পদ।

আপনার কর্ম্মফল ভোগে নরগণ,
নাহি ভোগে আকাশের গতির কারণ। (১)
অহঙ্কারে সরা সে যে ভাবিত ধরারে,
করিত রে অপমান য়াহারে তাহারে!
খোদার দানের যার নাহিক শোকর,
দেখ তার প্রতিফল—কি সাজা কঠোর!

৫৩

অলীআল্লাদের ভিতর হজরত শিব্‌লীর নাম অতি বিখ্যাত। তিনি একদিন বহু দূরবর্ত্তী কোন এক দোকান হইতে এক বস্তা গম কিনিয়া নিজ বাটীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। বাটী পোঁছিয়া দেখেন, তাহার ভিতরে একটী পিপীলিকা ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, আহা বেচারা নিজবাসস্থান ও স্বজনবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কত কষ্টই না পাইতেছে! মহাত্মা পিপীলিকার প্রতি গভীর সহানুভূতিতে সমস্তরাত্রি একটুও ঘুমাইতে পারিলেন না, তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ে একটুও শান্তি আসিল না। পরদিন

---

(১) বেখন্দিদ্ ও গোফ্‌ত্ আয় পেছর্ জওর্ নিস্ত্
ছেতম্ বর্ কছ্ আজ্ গর্দ্দেশে দওর্ নিস্ত্।

আকাশের অর্থাৎ আকাশস্থ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিদ্বারা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, এইরূপ একটী ধারণা প্রায় দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য এই গ্রহ-নক্ষত্র আবার খোদার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

প্রাতে তিনি পিপীলিকাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে শান্তিলাভ করিলেন।

হ'ক সে পিপ্‌ড়া সম ক্ষুদ্র অতিশয়,
তব তরে ব্যথিত সে যেন নাহি হয়।
শান্তি দাও শান্তিহারা জনের হৃদয়ে,
শান্তি পাবে প্রাণে তবে সকল সময়ে! (১)

মহাকবি ফের্‌দৌসী কহিলা কি বাণী!
(তাঁর পর বিধাতার হ'ক মেহের্‌বানী)।
কীটেরও পরাণ আছে তার অতি প্রিয়,
যতটুকু সুখশান্তি পার তারে দিও।

দুর্ব্বল তোমার চেয়ে অনেকেই আছে,
তুমিও দুর্ব্বল কিন্তু অনেকের কাছে!
ছোটর উপরে যদি কর অত্যাচার,
বরে' নেবে অত্যাচার উপরে তোমার! (২)

(১) দরুণে পারা গান্দ্‌ গাঁ জোমা' দার
কে জামিয়াত্‌ বাশদ্‌ আজ্‌ রোজ্‌গার।

(২) চে খোশ্‌ গোফ্‌ত্‌ ফের্‌দৌছিয়ে পাক্‌জাদ্‌
কে রহ্‌মত্‌ বরাঁ তোর্‌বতে পাক্‌ বাদ্‌ :—
ময়াজার্‌ মুরে কে দানা কশস্ত
কে জাঁ দারদ্‌ ও জানে শিরিঁ খোশস্ত।
গেরেফ্‌তম্‌ জে তু না তওয়াঁ তর্‌ বছেস্ত্‌
তওয়ানা তর্‌ আজ্‌তু হম্‌ আখের কছেস্ত্‌

৫৪

উপদেশ

ভাল ব্যবহার কর, কর উপকার,
হবে তব বন্ধু তবে সমগ্র সংসার !
ভালবাসা পেলে বশ হয় পশুগণ,
অনুগ্রহে বন্ধু হয় ভীষণ দুশ্‌মন ! (১)
প্রেম-বিনিময়ে পার কিনিতে জগত,
প্রেমের মতন কিছু আছে কি মহৎ !

৫৫

একদিন দেখিলাম, একজন যুবকের সঙ্গেসঙ্গে একটি ছাগ দৌঁড়িতেছে। আমি যুবকটিকে বলিলাম,—ওহে, এমন কি বন্ধন আছে, যাহা দ্বারা তুমি এই অবলা প্রাণীটিকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছ ? সে যে আর কোন দিকেই লক্ষ্য করিতেছে না। লোকটি বলিল,—

---

(১) বেবখ্‌শ্‌ আয় পেছর কাদমী জাদা ছয়েদ্‌
বা এহ্‌ছাঁ তওয়াঁ কর্দ্দ ওহ্‌শী ব কয়েদ্‌।
অদুরা বা আলতাফ্‌ গর্দ্দন্‌ বেবন্দ্‌
কে না তোয়াঁ বরিদন বতেগ্‌ ইকমন্দ্‌ !

চেয়ে দেখ, দড়ি দিয়ে তারে বাঁধি নাই ;
ভালবাসা-পাশে বাঁধা, আসিছে সে তাই ! (১)
হাতী যবে রেগে যায়, মারে সব জনে,
মাহুতেরে নাহি মারে, তার কথা শোনে !
মাহুত তাহারে যে গো কত ভালবাসে,
তাই অনুগত সদা রহে তার পাশে। (২)

খারাপ যে, বশ হয় পেলে ভালবাসা,
উপকার তার কাছে নহে গো দুরাশা।
কুকুরে খাইতে দাও, দেখিবে অমনি
দিবে সে পাহারা জাগি' সমগ্র রজনী (৩)

ভালবেসে বাঘে যদি করহ আদর,
বুলাও স্নেহের হাত পিঠের উপর,
সেও অনুগত হ'বে অচিরে নিশ্চয় ;
করিবে যাহাই বল, নাহিক সংশয়। (৪)

(১) না ইঁ রিছমান্ মিবরদ্ বা মনশ্
কে এহ্ছান্ কমন্দিস্ত্ দর্ গর্দ্দনশ্।
(২) বলোৎ ফে কে দিদস্ত্ পিলে দমা
নয়ারাদ্ হামি হাম্লা বর্ পিল্ বাঁ।
(৩) বদাঁরা নওয়াজেশ্ কুন আয় নেক্ মর্দ্দ,
কে ছগ্ পাছ্ দারদ্ চু নানে তু খোর্দ্দ।
(৪) বরাঁ মর্দ্দ্ কোন্দস্ত্ দান্দানে ইওজ্
কে মাল্দ জবাঁ বর্ পিজশ্ দো রোজ

৫৬

কোনব্যক্তি একদিন এক বনের ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে একটি শৃগালকে দেখিতে পাইলেন, তাহার হস্তপদ কিছুই নাই। (১) লোকটি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই বেচারার জীবন কিরূপে রক্ষিত হয়। কে ইহাকে খাইতে দেয়। তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষে আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দেখিলেন, একটি ব্যাঘ্র শিকার মুখে করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হতভাগ্য পশুটিকে ব্যাঘ্র সেই স্থানে আহার করিল। তাহার ভুক্তাবশিষ্ট হইতে হস্তপদহীন শৃগালের বেশ একপেট আহার হইয়া গেল। দররেশ দেখিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। নিখিল জীব-জগতের জীবিকাদাতা খোদা-তা'লা এমনি করিয়া একান্ত অক্ষম প্রাণীকেও খাদ্য দান করিয়া থাকেন! তিনি ঐ স্থানে আর একদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন, সেদিনও এক আশ্চর্য্য উপায়ে শৃগাল তাহার খাদ্যলাভ করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া দরবেশের খোদার উপর নির্ভর অধিকতর দৃঢ় হইল, যেন তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি ভাবিলেন, বাস্তবিকপক্ষে খোদাতা'লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলে তিনি যে ভাবে হয় জীবিকা দিয়া থাকেন, খাদ্যাভাবে কাহাকেও

(১) শৃগালের হস্ত বলিতে সম্মুখের পদদ্বয়কে বুঝাইতেছে। আমি এস্থলে মূল গ্রন্থের ঠিক অনুবাদই রক্ষা করিলাম।

বিনষ্ট করেন না। এখন হইতে আমিও তাঁহার এবাদতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া গৃহকোণে আশ্রয় গ্রহণ করিব। অহেতু জীবিকার্জ্জনের কষ্ট স্বীকারের কোনই প্রয়োজন নাই। যদি সেই জীবিকাদাতার ইচ্ছা না হইত, তবে হস্তী শুধু শারীরিক বলে কখনই তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিত না।

এইরূপ ভাবিয়া দরবেশ এক গৃহকোণে গিয়া নীরবে এবাদতে মগ্ন হইলেন। কয়েক দিন চলিয়া গেল, আহারাদি কিছুই হইল না। আত্মীয়বন্ধুগণ কেহই তাঁহার সন্ধান লইল না। দরবেশের শরীর শুকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেল। অনাহার-ক্লেশে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন ; তথাপি তাঁহার অসীম ধৈর্য্য নষ্ট হইল না, খোদার উপর অবিচলিত নির্ভরের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটিল না। আরো কয়েকদিন চলিয়া গেল। তিনি তখন ক্ষুধার তাড়নায় সংজ্ঞাহীনের মত পড়িয়া আছেন, ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিবার মত অবস্থা হইয়াছে ; সহসা এক দৈববাণী তাঁহার কানে আসিল, কে যেন মেহ্‌রাবের দেওয়াল হইতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে ঃ—(১)

অক্ষম শৃগালসম যেপনা জীবন,
হে যুবক, কাজ কর বাঘের মতন। (২)

---

(১) মেহ্‌রাব=মস্‌জিদের পশ্চিম-পার্শ্ব-সংলগ্ন ছোট কক্ষ যে স্থানে দাঁড়াইয়া এমাম নামাজ পড়েন ও খোত্‌বা বা ধর্ম্ম-বক্তৃতা দান করেন।

(২) বেরও শেরে দরেন্দা বাশ্‌ আয় দগল্‌,
ময়ান্দাজ্‌ খোদ্‌রা চু রুবাহে শল্‌

অভাগা শৃগাল সম পড়িয়া যে আছে,
যাও তুমি খাদ্য নিয়ে যাও তার কাছে !
হস্তপদ আছে তব, শরীরে শকতি,
কর্ম্মহীন কেন তবে ওহে মহামতি ?

উপার্জ্জন কর, খাও, খাওয়াও অপরে ;
অপরের দান নিতে লজ্জা নাহি করে ?
বাহুবলে যাহা পার, কর উপার্জ্জন,
অপরের অনুগ্রহ চে'ওনা কখন !
'মানবের' মত দুখ করিয়া স্বীকার,
অপরে আনন্দ দেওয়া উচিত তোমার !
কাপুরুষ ক্লীব লয় অপরের দান ;
ধিক তারে, ভাগ্যে তার শত অপমান !(১)

পতিতে ধরিয়া তুল, পড়িওনা নিজে,
অক্ষম সে দয়াময় তোমা করেনি যে ! (২)
মিছামিছি পড়ি' কেন অনুগ্রহ চাও ?
অপরের দয়া আশে দু'হাত বাড়াও !

(১) বোখোর তা তওয়ানী ববাজুয়ে খেশ্,
কে ছাইয়েত্ বুয়াদ্ দর্ তারাজুয়ে খেশ্ !
চু মর্দ্দা বেবর্ রঞ্জ্ ও রাহত্ রছাঁ
মোখন্নছ্ খোরদ্ দস্তে রঞ্জে কছাঁ।

(২) বেরও দস্ত্ গীর্ আয় নছিহত্ পিজির্
না খোদ্‌রা বে আফ্‌গান্ কে দস্তম্ বেগীর !

যাঁহার কারণে সবে লভেরে আরাম,
খোদার দয়া যে তাঁর পরে অবিরাম।
জীবের কল্যাণে যাঁরা থাকেন নিরত
ইহ-পরকালে তাঁরা হবে সমুন্নত। (১)

৫৭

রুমদেশে একজন অতিবিখ্যাত সাধু দরবেশ বাস করিতেন। কতকগুলি পর্য্যটকের সহিত আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গীরা সকলেই নানা-দেশ, নানামরু ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা দরবেশের বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি পরম সমাদরে প্রত্যেকের হস্ত ও মস্তক চুম্বন করিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অত্যন্ত সম্মান ও আড়ম্বরের সহিত আমাদিগকে বসান হইল। তাঁহার প্রকাণ্ড বাগ বাগিচা, দাসদাসী, গৃহ-সামগ্রী ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার অতুল বিভব-সম্পদের পরিচয় দিতেছিল। লোকটি অত্যন্ত ধনী হইলেও তাঁহার মধ্যে মনুষ্যত্বের কিঞ্চিৎ অভাব পরিদৃষ্ট হইল। কথাবার্ত্তা, চা'লচলন ও বাচনিক শিষ্টতায় লোকটি অসাধারণ ; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তাঁহার উননের উষ্ণতার কোন পরিচয়ই

(১) কছে নেক্ বিনদ্ বহর্ দো ছরায়ে
কে নেকী রেছানদ্ ব খল্‌কে খোদায়ে !

আমরা পাইলাম না; বরং তাহা চিরশীতল বলিয়াই মনে হইল। সমস্তরাত্রি আমাদের কাহারো ঘুমান হইল না; গৃহস্থ নামাজ, অজিফা, ও তস্‌বিহ্‌ লইয়া মাতিয়া থাকিলেন; আমরা অতিথি কয়জন কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। প্রত্যূষে গৃহস্থ সাহেব তাঁহার হুজ্‌রা ঘরের * দরজা খুলিয়া আমাদের নিকটে আসিলেন, এবং পূর্ব্বরাত্রির মত আবার অসাধারণ কোমলতা ও শিষ্টতার সহিত মিষ্টবচন আরম্ভ করিয়া দিলেন। হতভাগ্য আমাদের আহারাদি সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি তুলিলেন না। আমরা ক্ষুধায় এবং ক্রোধে ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিলাম; কিন্তু শিষ্টতার খাতিরে এই অতি প্রয়োজনীয় কথাটা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন মিষ্টভাষী খোশ্‌মেজাজের লোক ছিলেন, তিনি বলিলেন,—

শুধু ভালবাসা নয়, খাবারও যে চাই;
খাইবার থাকে যদি, আন কিছু তাই।
ক্ষুধার্ত্ত খাইতে চায়, চাহেনা চুম্বন,
চায় না সে ভালবাসা, মধুর বচন!

আদর করিয়া ধূলি মম পাদুকার
হ'বেনা লইতে শিরে, দোহাই তোমার!

---

* হুজ্‌রা ঘর=উপাসনার জন্য নির্ম্মিত অতিক্ষুদ্র গৃহ বা কক্ষ।

পার যদি খেতে দাও, মার জুতা শিরে,
হ'বনা বেজার তাতে, ঠিক কহিছিরে (১)

দান করি বড় হবে, এবাদতে নয়,
মিছা রাতিজাগা, যদি না জাগে হৃদয় !
দেখেছি তাতার দেশে নিশীথ-প্রহরী
মৃতপ্রাণ--আছে জেগে সারা বিভাবরী ! (২)
সে জাগায় আসে যায় বল কিবা ভাই ?
মন যদি নাহি জাগে, জেগে লাভ নাই।

বেহুদা * বকিয়া বড় হয়েছে কে কহ ?
বড় যদি হবে, সবে কর অনুগ্রহ !
তবলার শব্দ বেশ শুনিতে সুন্দর,
কিন্তু যে কিছুই নাই তাহার ভিতর। (৩)

(১) বখেদ্‌মত্‌ মনেহ্‌ দস্ত্‌ বর্‌ কফ্‌শে মন্‌
মরা নান্‌ দেহ্‌ ও কফ্‌শ্‌ বর্‌ ছর্‌ বেজন্‌ !

(২) বা ইছার মর্দাঁ ছবক্‌ বোর্দ্দা আন্দ্‌
না শবজিন্দা দারাঁ কে দিল্‌ মোর্দ্দা আন্দ্‌।
হামি দিদাম্‌ আজ্‌ পাছ্‌বানে তাতার্‌
দিলে মোর্দ্দা ও চশ্‌মে শব্‌ জিন্দা দার্‌ !

* বেহুদা = অর্থহীন, অসংযত।

(৩) কারামত জওয়াঁমর্দী ও নাঁ দিহিস্ত্‌
মকালাতে বেহুদা তব্‌লে তিহিস্ত্‌ !

দাবী না রাখিয়া সবে কর কর দান,
কেয়ামতে তবে তব বাড়িবে সম্মান।
শান্তিধাম বেহেশ্‌তে হইবে তব ঠাঁই,
প্রতিদান-আশা কিন্তু ছেড়ে দেওয়া চাই! (১)

৫৮

কথিত আছে, বিখ্যাত দানবীর হাতেম তায়ীর একটি অতিসুন্দর অশ্ব ছিল। অশ্বটি গতিতে প্রবল ঝঞ্ঝার মত; তাহার হ্রেষাধ্বনি গম্ভীর জলদ-গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুত হইত। তাহার গতিভঙ্গি চপলা-চমকের ন্যায় সুন্দর ছিল। অশ্বটির সুযশ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রুমের বাদশা তাহার গুণগ্রামের কথা অবগত হইয়া দশজন অনুচরসহ জনৈক দূতকে হাতেমের নিকট ঐ অশ্বের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বাদশা ভাবিলেন, হাতেম যদি এই অশ্বটি দান করিতে পারেন, তবে বুঝিব যে, হাঁ, তাঁহার অন্তঃকরণ উন্নত বটে।

দূতগণ বহুপথ অতিক্রম করিয়া কয়েকদিন পরে হাতেমের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। হাতেম পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থিত :ও আপ্যায়িত করিলেন। পরদিন দূত হাতেমকে বাদশার অভিপ্রায়ের কথা জানাইলে

---

(১) কেয়ামত কছে বাশদ্‌ আন্দর্‌ বেহেশ ত্‌
কে মানী তলব্‌ কর্দ্দ্‌ ও দাবী বেহেশ্‌ত্‌.

তিনি একান্ত দুঃখিত ও নিরাশাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—সে কথা গতরাত্রিতে আমাকে জানান নাই কেন? গতরাত্রিতে আপনাদের আহারের জন্য ঐ অশ্বটিকে হত্যা করা হইয়াছে। কারণ, আপনাদের আহারের উপযুক্ত কোন খাদ্যই আমার বাটীতে ছিল না। সমস্ত রাত্রি ভীষণ বৃষ্টি ও দুর্যোগ ছিল। আমার পশুশালা বাটী হইতে বহু দূরে; সুতরাং অন্য কোন পশু তথা হইতে আনিবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রার্থিত সুন্দর অশ্বটি এইখানেই ছিল। অগত্যা নিরুপায় হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াই আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। অতিথি উপবাসে থাকিবেন, ইহা কোন-ক্রমেই সঙ্গত মনে করিতে পারি নাই। অতঃপর তিনি অতিথি-গণকে প্রচুর অর্থ, সুন্দর পরিচ্ছদ ও বহু অশ্ব উপহার দিয়া বিদায় করিলেন।

রুমের বাদশা এই ঘটনার বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। চারিদিকে সহস্র কণ্ঠে হাতেমের ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল।

৩৯

কাহার নিকট এই গল্পটি শুনিয়াছি, ঠিক স্মরণ হইতেছে না। ইমন্ দেশে একজন অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যেমন দাতা, তেমনি যশস্বী। তিনি বর্ষাকালীন জলদ-জালের ন্যায় জনসাধারণের উপর বারিধারার মত ধনরত্ন বর্ষণ

করিতেন। বিশ্ববিখ্যাত দাতা হাতেমতায়ী তাঁহার সমসাময়িক। সুতরাং তিনি হাতেমের প্রতি বিশেষ ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন।

একদিন উক্ত রাজা একটি মহান দরবারের অনুষ্ঠান করেন। ঐ সভায় একজন হাতেমের দানশীলতার প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিল; আর একব্যক্তি তাহার সমর্থন করিল। তাঁহার অনুষ্ঠিত দরবারে তাঁহার প্রশংসা না হইয়া তাহারই প্রজা হাতেমের প্রশংসা হইতেছে, রাজা ইহা মোটেই পছন্দ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হাতেম জীবিত থাকিতে তাঁহার সুনাম হওয়া অসম্ভব। হিংসায় তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া একব্যক্তিকে গোপনে আদেশ দিলেন;—যাও, অবিলম্বে হাতেমের মস্তক কাটিয়া লইয়া আইস। আমি তাহার মস্তক চাই।

দূত হাতেমের মস্তক আনিবার জন্য চলিয়া গেলেন। কয়েক-দিন পরে তায় নামক স্থানে আসিয়া তিনি একজন সুদর্শন খোশ্‌মেজাজ যুবকের দর্শন পাইলেন। তাহার ব্যবহারে দূত পরম আনন্দিত হইয়া সে রাত্রি তাঁহারই আবাসে অবস্থিতি করা ঠিক করিলেন। রাত্রিতে তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে, মধুর বাক্যে এবং আন্তরিক আদরআপ্যায়ণে তিনি একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। প্রত্যূষে অতিথি ভদ্রলোকটি স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা জানাইলে বাটীর কর্ত্তা অতি আদরের সহিত তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন, কয়েক দিন দয়া করিয়া এই গরীব-খানায় অবস্থিতি করুন। অতিথি বলিল, না ভাই, তাহা হইতে পারে না।

আমি বাদশার নিকট হইতে বড় একটি গোপনীয় কাজের ভার লইয়া আসিয়াছি। উহা সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রাম করিতে পারিতেছি না। গৃহস্বামীর জিজ্ঞাসায় অতিথি তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিয়া অবশেষে বলিলেন, এখন কোথায় আমি হাতেমের দেখা পাইব, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলিয়া দিন। ইমনের বাদশার তাঁহার উপর এত রাগ কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তিনি যখন হাতেমের মস্তকের উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠাইয়াছেন, তখন আমাকে তাহা সংগ্রহ করিতেই হইবে; নতুবা আমার স্কন্ধে মস্তক থাকিবে না। লোকটির সন্ধান আপনার জানা আছে কি? আমি খুবই আশা করি, একথা আপনি অন্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিবেন না।

গৃহস্বামী এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন,—আমারই নাম হাতেম। এই যে আমার মস্তক আপনার সম্মুখে; অবিলম্বে ইহা কাটিয়া লউন। এখনও অল্পঅল্প অন্ধকার আছে। বাটীর বা পার্শ্বস্থ বাটীর অন্য কোন লোক জাগে নাই। এখনই আপনি নিরাপদে আমার মস্তক কাটিতে পারিবেন; আমি কোন বাধা দিব না। বিলম্বে যখন সকলে জাগরিত হইবে, তখন আমার মস্তক কর্ত্তন আপনার পক্ষে সহজ হইবে না। এই কার্য্য করিতে গেলে আপনি বিপন্ন হইয়া পড়িতে পারেন।

হাতেমের নির্ভিকতা, সাহসিকতা ও উদারতায় দূত

বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। তিনি হাতেমের পদচুম্বন করতঃ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার নিকট নত হইয়া পড়িলেন, এবং আবেগের সহিত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ—

ফুলের আঘাত যদি করি ও শরীরে,
কছম খোদার, অমি মানুষ নহিরে! (১)

অতঃপর দূত পরম ভক্তি ও ভালবাসার সহিত হাতেমের হস্তচুম্বন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ ইমনে ফিরিয়া গিয়া বাদশার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বাদশা তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন,—কি হে, খবর কি? হাতেমের মস্তক দেখিতেছি না কেন? বোধ হয় হাতেমের সুযশের মোহ তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; এইজন্য তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতে পার নাই। দূত পরম ভক্তির সহিত বাদশার সম্মুখস্থ ভূমি চুম্বন করিয়া প্রশংসাবাদের পর ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক জানাইলেন; এবং এই বলিয়া উপসংহার করিলেন যে—

মনুষ্যত্বে তিনি মোরে করিলেন জয়,
দেহের শকতি মোর হয়ে গেল লয়! (২)
হাত হ'তে পড়ে গেল খর-তরবারি,
বহিতে লাগিল চোখে নয়নের বারি!

---

(১) কে গার্ মন্ গুলে বর্ ওজুদত্ জনম্
না মর্দ্দম্, কে দর্ কেশে মর্দ্দাঁ জনম্!

(২) মরা বারে লোৎফশ্ দোতা কর্দ্দ্ পোশ্ত্
ব শোম্শেরে এহ্ছান্ ও ফজ্লম্ বোকোশ্ত্

বাদশা সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সহস্রকণ্ঠে হাতেমের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দূতকে বহু পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিলেন।

৬০

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সময় (ছ) তায় নগরের একদল বন্দীর প্রতি রাজনৈতিক কারণে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। বন্দীদলের ভিতর একটি স্ত্রীলোক ছিল; সে চীৎকার করিয়া বলিল,—আমি বিখ্যাত দানবীর হাতেমের কন্যা; তাঁহার দানশীলতার সম্মানের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। হজরত রসুলে করিম তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তপদ হইতে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে বলিলেন। তায়ী বংশের অন্য সকলের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল রহিল। তখন হাতেমের কন্যা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—

চাইনা চাইনা আমি বাঁচাতে জীবন,
মরণের মুখে যদি মোর সঙ্গিগণ! (১)

(১) মরুয়াত্ না বিনম্ রেহায়ী জে বন্দ্
বতন্হা ও ইয়ারানম্ আন্দর্ কমন্দ্

নিজে মুক্তি পাওয়া শুধু মনুষ্যত্ব নয়,
সহচর সবে বন্দী রহে যে সময়!

স্ত্রীলোকটির কথা হজরতের কর্ণগোচর হইল। তিনি দানবীর হাতেমের সম্মানের জন্য তায়ী বংশের সকলকেই ক্ষমা করিলেন। হাতেম তায়ী-বংশের লোক ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে হাতেম তায়ী বলিত। দানশীলের আদর সর্ব্বত্র।

৬১

বাড়াবাড়ি কোন কাজে করা ভাল নয়;
নাম তরে করা কাজ বিফল নিশ্চয়।
এই উপদেশ বাছা, রাখিবে স্মরণ,
মধ্যপথ সর্ব্বদাই করিবে গ্রহণ।

যত টুকু পার, কর সবার কল্যাণ,
বাড়িবে গৌরব তব, বাড়িবে সম্মান।
সুকাজ করিবে যাহা, রবে তব সাথে,
সা'দীর রহিবে শুধু কথা এ ধরাতে। (১)

(১) **কে চান্দাঁ কে জোহ্‌দ্রুজ্‌ বুয়াদ খায়র্‌ কোন্‌**
জে তু খায়র্‌ মানদ্‌ জে সা'দী ছোখন্‌।

৬২

একব্যক্তির গর্দ্দভ কর্দ্দমে পড়িয়া গিয়াছিল। সে গর্দ্দভটিকে উঠাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই উঠাইতে সমর্থ হইল না। ভীষণ শীত ও বৃষ্টির মধ্যে সমস্ত রাত্রির প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সে একান্ত হতাশ ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল; তাহার হৃদয় দারুণ কষ্টে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তখন সে কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞানশূন্য হইয়া গর্দ্দভটির চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। শুধু তাহাই নহে, সে এই গর্দ্দভকে উপলক্ষ করিয়া যাহাকে তাহাকে, কে শত্রু, কে মিত্র, কে রাজা, কে প্রজা, কোন পার্থক্য না করিয়া এক দিক হইতে সকলকেই গালাগালি দিতে লাগিল।

সে যেন তখন ক্রোধ ও বিরক্তিতে একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেই দেশের বাদশা সেই সময় ঐ স্থানে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি লোকটির চীৎকারে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, লোকটির গর্দ্দভ কর্দ্দমে পড়িয়াছে. তা সেজন্য দেশের সমস্ত লোকের অপরাধ কি? এই পাগলটি অহেতু দেশশুদ্ধ লোককে কেন এমন ইতরভাবে গালাগালি দিতেছে! বাদশার সৈন্য-সামন্ত এবং সভাসদগণও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের সকলের সম্মুখেই এই অশিষ্ট পাগলটি তাঁহাকে একান্ত কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিতেছিল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও

সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। বাদশা মন্ত্রীদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি ইহার কি করিয়াছি? হতভাগা আমাকে কেন এ ভাবে গালি দিতেছে?

সভাসদদের একজন বলিলেন,—জাঁহাপনা, এখনি তরবারির আঘাতে ঐ পাজিটা'কে দ্বিখণ্ডিত করিতে আদেশ প্রদান করুন। সে কাহারো মাতা, কন্যা বা ভগিনীর সম্মান রক্ষা করিয়া কথা কহিতেছে না। বাদশা তাঁহার কথায় কান দিলেন না। তিনি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, লোকটি বাস্তবিকই বড় বিপদে পড়িয়াছে। সে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত; তাহার উপর এই নিদারুণ শীত ও বৃষ্টির মধ্যে গর্দ্দভটিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে সে একরূপ উদ্‌ভ্রান্ত পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় লোকের মেজাজ ঠিক থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং তিনি হতভাগ্যের এই সমস্ত অশিষ্ট উক্তি ক্ষমা করিলেন। যে ভীষণ ক্রোধ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা নীরবেই হজম করিয়া ফেলিলেন। কোমল ভাষায় সহানুভূতির সহিত লোকটির সমস্ত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তাহার প্রতি বাদশার বিশেষ দয়া হইল। তিনি তাহার গর্দ্দভটির উদ্ধারসাধন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে একটি সুন্দর অশ্ব, বহু অর্থ এবং মূল্যবান বস্ত্র উপহার প্রদান করিলেন। যখন তিনি প্রতিহিংসায় ভরপূর, ক্রোধে যখন তাঁহার আপাদমস্তক প্রজ্জ্বলিত, তখন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-

সংযম করিয়া তিনি কি উদার ব্যবহারই না করিলেন! প্রকৃত মহৎ জনের ব্যবহার এইরূপই হইয়া থাকে।

বাদশার জনৈক সহচর সেই গোঁয়ার পশুপ্রকৃতিবিশিষ্ট জাহেলটার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ওহে বেঅকুফ, তোমার বড়ই সৌভাগ্য, যে আজ তোমাকে কতল করা হইল না ; বরং তাহার পরিবর্ত্তে এই সমস্ত মূল্যবান উপহার তোমাকে প্রদত্ত হইল। এ কথায় সে বলিল,—মহাশয়,—চুপ করুন,—

বকিতে ছিলাম আমি মনোবেদনায়,
ভালমন্দ কোন জ্ঞান ছিলনা আমায়।
সম্রাট দিলেন মোরে এই পুরস্কার,
ব্যথিত হইলা তিনি ব্যথায় আমার।
যেমন মহৎ তিনি, কাজেও তেমন ;
সেইরূপ কাজ করে যেমন যেজন!

মন্দ যে তাহার সাথে মন্দ ব্যবহার
করে যে, কিছুই নাই প্রশংসা তাহার।
ভাল ব্যবহার করে অসতের সনে
যে জন, তুলনা তাঁর নাই এ ভুবনে! (১)

(১) বদীরা বদী ছহল্ বাশদ্ জজা,
আগার মর্দ্দী আহ্‌ছেন্ এলা মান্ আছা।

৬৩

একদিন সন্ধ্যাকালে একজন ফকির এক অহঙ্কারী ধনীব্যক্তির বাটীতে অতিথি হইবার ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন। ধনীলোকটি রূঢ়তার সহিত তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফকির ইহাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সেই স্থানে একজন অন্ধ ভদ্রলোক এই ঘটনা সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, এবং সহানুভূতিপরবশ হইয়া ফকিরকে তাঁহার বাটীতে লইয়া আসিলেন। যথেষ্ট আদর-যত্নের সহিত ফকিরের রাত্রিতে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইল। ফকির ইহার ব্যবহারে অন্তরের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিলেন, যাহাতে এই সহৃদয় অন্ধটির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আইসে। রাত্রিকালে অন্ধের চক্ষু হইতে বহু পরিমাণে জল নির্গত হইল। প্রভাতে চক্ষু মেলিবার সঙ্গেসঙ্গে, কি আশ্চর্য্য, তিনি সব দেখিতে লাগিলেন! তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। অবিলম্বে এই সংবাদ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সকলেই শুনিল, জনৈক বিদেশাগত দরবেশের দোয়ায় অমুক অন্ধের চক্ষু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। চারিদিকে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। যে ধনী-ব্যক্তি উক্ত ফকিরকে গত রাত্রিতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, তিনি এই ভদ্রলোকটির নিকট আসিয়া বলিলেন,— ওহে, ভাল করিয়া বলনা শুনি, এই অসম্ভব কিরূপে সম্ভব হইল। তোমার অন্ধ চক্ষু কিরূপে ভাল হইল? তিনি উত্তর করিলেন,—সেই হতভাগ্য

ধনীব্যক্তিটি, যে ফকিরকে অবমাননার সহিত তাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই আমার এই সৌভাগ্যের কারণ। সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; তাই এই হোমা পক্ষীটিকে চিনিতে পারে নাই—যে হোমার ছায়া-স্পর্শে ভিখারীও বাদশা হইয়া থাকে!

যদিরে চুম্বন কর পদধূলি তাঁর,
খোদার পেয়ারা যিনি, অলী জমানার,*
নূতন জ্যোতিতে মন হবে আলোকিত,
বাহির ভিতর তব হবে সুশোভিত।
অন্ধকার যাঁহাদের হৃদয়-নয়ন,
এ ছোর্মার গুণ তারা জানেনা কেমন। (১)

কৃপণ ধনীটি এই সমস্ত কথা শুনিয়া নিদারুণ আক্ষেপের সহিত স্বীয় ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে বলিলেন,—হায়, আমার এই অমূল্য শিকার তোমার ফান্দে গিয়া আবদ্ধ হইয়াছে! আমার এই অমূল্য সম্পদ তোমার হস্তগত হইয়াছে!



* পেয়ারা—প্রিয়। অলী=বিশিষ্ট শ্রেণীর সাধক, যিনি খোদা-সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন।

(১) আগার বুছা বর্ থাকে মর্দ্দাঁ জনি
বমর্দ্দী কে পেশ্ আয়াদত্ রওশনী।
কছানে কে পুশিদা চশ্‌মে দেল্ আন্দ্
হামানা কেজিঁ তুতিয়া,গাফেল্ আন্দ্।

৬২

অলী জনে পে'তে মনে সাধ যদি হয়,
সকলের সেবা কর সকল সময়।
দাও যদি দানা রোজ সমস্ত পাখীরে
ভুলেও কখনো হোমা আসিবে না কিরে ?
সহস্র শুকতি তোলে মতীর আশায়,
সবি তা'র কখনই ব্যর্থ নাহি যায়! (১)

৬৩

কোন মঞ্জেল * হইতে একব্যক্তির পুত্র হারাইয়া গিয়াছিল। লোকটি ব্যাকুলভাবে তাহার সন্ধানে নানাস্থানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। অবশেষে বহু অনুসন্ধানে সে তাহাকে প্রাপ্ত হয়। আমি শুনিলাম, কিরূপে তাহার হারান

(১) আলা গার্ তলব্ গারে আহ্লে দেলী
জে খেদ্মত্ মকোন্ এক্ জমাঁ গাফেলী।
খোরশ্ দেহ্ বদর ়াজ্ ও কব্ক্ ও হমাম
কে এক্ রোজত্ ওফ্তদ্ হোমায়ে বদাম্!
দোরে হম্ বর্ আয়াদ্ জে চান্দি ছদফ্
জে ছদ্ চু বর্ আয়াদ্ একে বর্ হদফ্।

হোমা = কল্পিত পক্ষীবিশেষ। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহার ছায়া কাহারো শরীরের উপর পড়িলে সে রাজা হইয়া থাকে।

* মঞ্জেল = পথিকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থান। ইহাতে রাত্রি-বাস ও আহারাদির ব্যবস্থা থাকে।

পুত্রকে প্রাপ্ত হইল, তৎসম্বন্ধে একটি উষ্ট্রচালকের সহিত সে এইরূপ গল্প করিতেছে ঃ—

কেমনে পেলাম তারে, শুনিবে কি ভাই ?
তলাশে ঘুরেছি তার আমি সব ঠাঁই।
যখন যারেই আমি পেয়েছি সামনে,
এই বুঝি সে আমার, ভাবিয়াছি মনে! (১)
অবশেষে পাইলাম প্রকৃতই তায়
পায় এ জগত পরে যে যাহারে চায়!

সাধু যে সে এইরূপে খুঁজে মহাজনে ;
সবারে আদর করে একের কারণে!
একটি ফুলের আশে কত যে কাঁটার
আঘাতে আহত হয় হৃদয় তাঁহার! (২)

(১) নাদানী কে চুঁ রাহ্ বোর্দাম্ বদোস্ত্
হর আঁ কছ্ কে পেশ্ আমাদম্ গোফ্তম্ উস্ত্।

(২) মোশায়েখ্ বজঁা তালেবে হর্ কছন্দ্
কে বাশদ্ কে অক্তে ব মর্দ্দে রছন্দ্।
বরন্দ্ আজ্ বরায়ে দেলে বার্হা
খোরন্দ্ আজ্ বরায়ে গোলে খার্হা!

মহাজন=মহামানব, এস্থলে অলীআল্লা অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬৬

কোন রাজকুমারের মুকুট হইতে একখানি অমূল্যরত্ন প্রস্তর ও কঙ্করের মধ্যে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ রাজা বলিলেন,—প্রত্যেক প্রস্তর, প্রত্যেক কঙ্কর সাবধানে অনুসন্ধান কর, তাহা হইলেই তাহা পাইবে। কারণ, সেটি এইগুলির মধ্যেই লুকাইয়া আছে। হে জ্ঞানী ব্যক্তি, যদি প্রকৃত মানুষের সন্ধান চাও, তবে এই সমুদয় সাধারণ মানুষদের মধ্যেই তাহার অন্বেষণ কর। ইহাদের মধ্যেই তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া আছেন।

সাধারণ লোক যারা জাহেল নাদান,
তাহাদেরো সেবা কর দিয়ে মন প্রাণ ;
হয়ত হঠাৎ তা'তে পাবে কোন দিন,
নরকুল-মণি কোন কলঙ্কবিহীন! (১)

যারে তুমি মনে কর হেয় অতিশয়,
হয়ত প্রকৃত সেই মহান হৃদয়।
আব্‌দাল অলী তিনি খোদার হুজুরে *
মানব কদর তার বুঝেনি' কিছুরে!

---

(১) ব ইজ্জত্ বোকোশ্ বারে হর্ জাহেলে,
কে উফ্‌তি বছর্ অক্ত্ ছাহেব দেলে।

* আব্‌দাল=ইহাদের পদমর্য্যাদা অলীদের অপেক্ষাও অধিক।

মা'রেফতে জেনো ভাই, তাঁরাই কামেল,
মানবের দিকে নাই যাঁহাদের দেল। (১)
বুঝ নাই তাঁহাদের ভিতরের ভেদ,
কাচ আর হীরকের বুঝনি' প্রভেদ!

ভূপতি গোপনে জেলে আছে হীনবেশে,
এখনি তাঁহার সেবা কর ভালবেসে।
সিংহাসনে আসন হইবে যবে তাঁর,
তখনি বুঝিবে তার কি যে পুরস্কার!

দেখি' আড়ম্বরহীন বাহিরের রূপ,
কারোপরে কখনই হ'ওনা বিরূপ!
শীতে যে ফুলের গাছ গেছে শুকাইয়া,
পাতাগুলি সমুদয় পড়েছে ঝরিয়া,
করোনা করোনা ভাই, তাহারে ইন্ধন,
ভিতর দেখহ তার মধুর কেমন!

বহিবে অচিরে যবে বসন্তের বায়,
হাসিবে গোলাপ তার শাখায় শাখায়! (২)

---

(১) কছে রা কে নজ্‌দিকে জোন্নত্‌ বদ্‌ উস্ত্‌
চে দানী কে ছাহেব্‌ বেলায়েত্‌ খোদ্‌ উস্ত্‌!
দরে মা'রেফত্‌ বর্‌ কছা নিস্ত্‌ বাজ্‌
কে দর্‌হাস্ত্‌ বর্‌ রুয়ে ইশাঁ ফরাজ্‌।

(২) মছুজাঁ দরখ্‌তে গুল্‌ আন্দর্‌ খরিফ্‌,
কে দর্‌ নও বাহারত্‌ নোমায়াদ্‌ জরিফ্‌।

গৌরবে তাহার হবে কানন উজ্জ্বল!
ভাবিওনা আজি তার জীবন বিফল!
অন্তর-নয়নে দেখ ভিতরের রূপ,
বাহির দেখিয়া শুধু হ'ওনা বিরূপ!

—০—

৬৭

এক কৃপণের যথেষ্ট টাকা ছিল। তাহার মন এত সঙ্কীর্ণ যে, সে নিজের সুখশান্তির জন্যও কিছুই ব্যয় করিতে পারিত না। পরকালের কাজে আসিতে পারে, এমন কোন কার্য্যে একটি পয়সা খরচ করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। রাতদিন সে টাকার খেয়ালেই মাতিয়া থাকিত। সে যেমন কৃপণ, তাহার পুত্রটি ছিল তেমনই অপব্যয়ী ও উচ্ছৃঙ্খল। সে একদিন তাহার পিতা কোথায় টাকা লুকাইয়া রাখে, তাহা জানিতে পারিয়া গোপনে সমস্ত টাকা হস্তগত করিল, এবং সেই টাকার স্থানে কতকগুলি প্রস্তর রাখিয়া দিল। উচ্ছৃঙ্খল পুত্রটি টাকাগুলি হস্তগত করিবার পর তাহা দুই হাতে উড়াইতে আরম্ভ করিল।

এদিকে বৃদ্ধ বখিল যখন জানিতে পারিল যে, তাহার বহুদিনের সঞ্চিত সমস্ত টাকা অপহৃত হইয়াছে, তখন সে দুঃখে খেদে আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কেবল বিলাপ করিয়া কাটাইতে লাগিল। একদিন পুত্রটি তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,—

প্রয়োজন হয় টাকা ভোগের কারণ,
শান্তিময় হয় যা'তে মানব জীবন!
যে টাকা কেবলি বাবা, করিবে সঞ্চয়
পাথর হইতে তার দাম বেশী নয়! (১)

টাকার বদলে তথা পাথর ত আছে,
টাকা ও পাথর দুই সম তব কাছে!
খরচ করিতে তুমি নারিতে যে টাকা,
সমান তা তব কাছে থাকা বা না থাকা!

সোণা রূপা পাহাড়ের ভিতরে জনমে,
তথা হ'তে আনি' লোকে লাগায় করমে!
কিন্তু রে তা পড়ে যদি বখিলের করে
আবার পশে তা' যেন পাহাড়-ভিতরে!
ভাঙ্গিবে সময় যবে বখিলের শির,
তখন আবার তাহা হইবে বাহির! (২)

---

(১) জর্ আজ্ বহ্রে খোর্দ্দন্ বুয়াদ্ আয় পেছর
জে বহ্রে নেহাদান্ চে ছঙ্গ্ ও চে জর্?

(২) জর্ আজ্ ছঙ্গে খারা বেরুঁ আওয়ারন্দ্
কে বখ্শন্দ্ ও পুশন্দ্ ও আছাঁ খোরন্দ্।
জর্ আন্দর্ কফে মর্দ্দে দনিয়া পোরস্ত্
হনুজ্ আয় বেরাদর্ বছঙ্গ্ আন্দরস্ত্।
বছঙ্গে আজল্ না গহশ্ বেশ কনন্দ্
বা আছুদগী গঞ্জ্ কেছ্মত্ কুনন্দ্!

ধনরতনের পরে বখিল * কুজন
কি এক যাদুতে যেন আছে অচেতন ! (২)
এত যে রয়েছে তবু কিছু নাহি খায়,
কতই দুঃখেতে আহা জীবন কাটায় !
কাঙ্গালের চেয়ে সে যে কাঙ্গাল অধম,
ভুলে যায় সবি তার ধরম করম !

অভিভূত সতত সে টাকার নেশায়,
কিন্তু কোন ফল তার নাহি সে টাকায় !
যাদুতে আচ্ছন্ন যেন তাহার জীবন
ধিক ধিক এ জগতে বখিল যে জন !
ভাগ্যবান যারা করে ধনের সঞ্চয়,
নিজে খায় সৎকাজে করে সদা ব্যয় ।

উপমা আর, উপদেশে
সা'দীর বাণীর তুলনা নাই,
অনুসরণ করে যেজন
ভাগ্য-রতন লভে সদাই !

* বখিল = কৃপণ

(২) বখিলে তওয়াঙ্গর বদীনার্ ও ছিম্
তলছ্ মেস্ত্ বালায়ে গঞ্জে মকিম্ ।

মাঝে ইহার দীন দুনিয়ার
পাইবে হাজার হাজার কুশল,
হ'য়ে বিমুখ ফিরায় যে মুখ
কপালে দুখ তাহার কেবল। (১)

৩৮

একজন স্বপ্নে দেখিয়াছিল,—যেন হাশরের সেই মহা-বিচারের দিন সমাগত হইয়াছে। সূর্য্যের ভীষণ উত্তাপে মৃত্তিকা যেন অত্যুষ্ণ তাম্রের মত। সমবেত অসংখ্য লোক নিদারুণ কষ্টে কাতর চীৎকার করিতেছে। সে এক ব্যক্তিকে দেখিল, তিনি দিব্য আরামে ছায়ায় বসিয়া আছেন; কি এক স্বর্গীয় আনন্দে যেন তাঁহার হৃদয় ভরপূর। লোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে ভাগ্যবান পুরুষ, আপনি এমন কি সৎকার্য্য করিয়াছিলেন, যাহার পুরস্কারস্বরূপ এই মহাসঙ্কটময় দিনে আপনার এই গৌরবান্বিত অবস্থা দেখিতেছি। তিনি উত্তর করিলেন,—বাটীর সম্মুখেই আমার একটি আঙ্গুরের গাছ ছিল। একদিন নিদাঘ-মধ্যাহ্নে সমগ্র জগত সূর্য্যতাপে যেন ঝলসিয়া

---

(১) ছোখন্হায়ে সা'দী মেছালস্ত্ ও পন্দ্
বকার্ আয়াদত্ গর্ শবী কার্বন্দ্।
দেরেগস্ত্ আজি রুয়ে বর্ তাফ্তন্
কেজিঁ রুয়ে দওলাত তওয়াঁ ইয়াফ্তন্।

যাইতেছিল। এমন সময় একজন বিদেশাগত মহাজন আমার সেই আঙ্গুরবৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনায় আমার সমস্ত দুঃখকষ্ট দূর হইয়াছে। হাশরের এই ভীষণ সন্তাপের দিনে আমার কোনই অশান্তি নাই, দেখিতেছেন।

ফলবান তরুসম দানশীলগণ,
আশ্রয়-ছায়ায় যাঁর রহে সর্ব্বজন!
এমন তরুর মূলে কে মারে কুঠার?
সে গাছ ইন্ধন, যাতে নাই উপকার।

৬৯

মানবের উপকার এবং কল্যাণসাধন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল; কিন্তু সমস্ত নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। পরোপকার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। যে ব্যক্তি অত্যাচারী, তাহাকে সমূলে ধ্বংস করাই কর্ত্তব্য। যে বৃক্ষ সুফল প্রসব করে, তাহাকে সযত্নে পালন কর, কিন্তু বিষবৃক্ষকে সমূলে বিনাশ করাই কর্ত্তব্য।

ছোটর উপরে যে না করে অত্যাচার,
তাহারেই বড় করা উচিত তোমার।
জালেমের পরে যদি দয়া কর, তবে
জগতবাসীর পরে অত্যাচার হবে!

ভাল, তার প্রদীপ নিবিয়া যদি যায়,
গরীবের ঘরবাড়ী যেজন জ্বালায়! (১)

দস্যুর উপরে যদি কর দয়া, তা'তে
বধিবেক পথিকেরে তুমি নিজ হাতে!
সাজা দাও সমুচিত অত্যাচারী জনে,
সুবিচার এরি নাম বিদিত ভুবনে। (২)

—০—

৭০

এক গৃহস্থের ঘরের ভিতর ভিমরুল চাক প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহাতে গৃহস্থ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কিরূপে এই ভিমরুলের চাক ভাঙ্গা যায়। তিনি চাকটি ভাঙ্গিতে প্রস্তুত হইলে গৃহিণী বলিলেন।—আহা, বেচারাদের ঘরটা ভাঙ্গিয়া কাজ নাই। তাহা হইলে ইহাদের বড়ই কষ্ট হইবে।

---

(১) কছে রা বেদেহ্ পায়ায়ে মেহ্তরাঁ
কে বর্ কেহ্তরাঁ ছার না দারদ গেরাঁ।
মবখ্শা বর্ হর্ কুজা জালেমেস্ত্
কে রহ্মত্ বরো জওর বর আলমেস্ত্।
জাহাঁ ছুজ্রা কোশ্তা বেহ্তর্ চেরাগ্
ইয়াকে বেহ্ দর্ আতেশ কে খল্কে বদাগ্।

(২) হর আঁ গাহ্ কে বর্ দোজ্দ্ রহ্মত্ কুনী
ববাজুয়ে খোদ্ কার্ওয়াঁ মি জনী।
জফা পেশ্গাঁরা বেদেহ্ ছার্ ববাদ্
ছেতম্ বর্ ছেতম্ পেশা আদল্ আস্ত্ ও দাদ্।

আমরা বরং একটু সাবধানে থাকিব। গৃহস্থ অগত্যা তাহার কথায় সম্মত হইলেন।

একদিন গৃহস্থ নিজ দোকানে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় কয়েকটি ভিমরুল দৈবাৎ গৃহিণীর শরীরে ভীষণভাবে হুলবিদ্ধ করিল। বিষের যন্ত্রণায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও ছটফট করিতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া গৃহস্থ অবিলম্বে বাটী ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তিনি গৃহিণীর প্রতি রুক্ষ ভাষায় বলিলেন,—হে নির্ব্বোধ, তোমার এই কর্ম্ম-ভোগের জন্য অন্য কাহারো প্রতি দোষারোপ করিতে পার না। তুমিই না বলিয়াছিলে, বেচারা ভিমরুলদিগের গৃহ ভাঙ্গিয়া দিলে তাহাদের বড়ই কষ্ট হইবে। এখন বেশ করিয়া বুঝ, অসতের প্রতি অনুগ্রহ করিলে তাহার ফল কিরূপ ভীষণ হইয়া থাকে!

অত্যাচারী জনে কভু দিওনা প্রশ্রয়,
হত্যা কর তাহারে, যে দস্যু পাপাশয়।

যে যেমন কর তার তেমনি আদর,
"লাই" দিলে শিরোপরে চড়িবে বাঁদর!
ভালবাস কুকুরেরে, দাও হাড় তারে,
খুশী হ'য়ে খেয়ে দোয়া করিবে তোমারে।
তা' বলি' তাহারে কেন বসাবে ফরাসে?
খাঞ্চা আনিয়া দিবে কেন তার পাশে? (১)

[১] ছগ্ আখের কে বাশদ কে খানশ্ নেহন্দ্?
বে ফর্‌মা তা ওস্ত্‌খানশ্ দেহন্দ্।

কে কেমন লোক তাহা ভাব আগে ভাই,
সেইরূপ আচরণ তার সাথে চাই!

পুলিশ চোরের সাথে ভদ্র ব্যবহার
করিলে, নিশিতে ঘুম হবে না কাহার!
পুরস্কার পাইবার যোগ্য কোন জন
কানমলা কাহারো বা চাই সর্ব্বক্ষণ! (১)

খাইতে মধুর আক, * সকলেই জানে,
প্রয়োজন তার কিন্তু নাই সবখানে!
রণ-ক্ষেত্রে বর্শা আর তরবারি চাই,
ইক্ষুদণ্ড হ'তে ফতে হবেনা লড়াই! (২)

আসল যাহার বদ, হয় না সে ভলো,
অঙ্গার যতই ধোবে, তবুও সে কালো।

[১] আগার নেকমর্দ্দী নোমায়াদ আছাছ্
নয়ারাদ্ বশব্ খোফ্তন্ আজ্ দোজ্দ্ কছ্।
না হর্ কছ্ ছাজাওয়ার বাশদ্ বমাল্
একে মাল্ খাহদ্ একে গোশ্মাল্।

* আক—ইক্ষু। ফতে=জয়।

(২) নায় নিজা দর হাল্কায়ে কারজার,
ব কিমত্ তর্ আজ্ নায় শকর্ ছদ্ হাজার্।

ইব্‌লিছ্‌ ছেজ্‌দা কভু পারেনা করিতে,
মরিলেও স্বভাব না পারে বদলিতে। (১)

দুষী জনে শাস্তি দাও, ক্ষমিওনা তারে,
বোতলে আবদ্ধ রাখ দৈত্য দুরাচারে। (২)

ভাগ্যবান জনে সা'দীর কালাম
অনুযায়ী সদা করে কাজ ;
জ্ঞান, উপদেশ দেশের কল্যাণ
সকলি পাইবে এরি মাঝ। [৩]

(১) আজ্‌ ইবলিছ্‌ হরগেজ্‌ না আয়াদ্‌ ছজুদ্‌
না আজ্‌ বদ্‌ গহর্‌ নেকোয়ী দর্‌ ওজুদ্‌।

[২] এইরূপ সাধারণের মধ্যে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, গুণীনগণ মন্ত্র এবং এছেমের প্রভাবে দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণকে ক্ষুদ্র শিশি বা বোতলের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ভূগর্ভে প্রথিত বা সমুদ্র ও নদীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ আরব্যোপন্যাসের ধীবর ও দৈত্যের গল্পটি এই জনশ্রুতির সমর্থক। উক্ত গল্পের দৈত্যকে হজরত সুলায়মান [আঃ] পিতলের কলসিতে আবদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

[৩] সায়ীদ্‌ আওয়ারাদ্‌ কওলে সা'দী রজায়ে
কে তওফিরে মোলক্‌ আস্ত্‌ ও তদবীর্‌ ও রায়ে।

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেম—(এশ্‌ক্)

৭১

তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা আছে রে যে জন,
সার্থক জীবন তাঁর সার্থক জীবন।
আঘাত যদিও পায় তা'ও মধুময়,
মধুর বেদনাভরা তাঁদের হৃদয়!

শতঘৃণা করে তাঁরা রাজত্ব সম্মান,
তাঁরি আশে ফকিরীতে সদা ফুল্লপ্রাণ।
প্রেমের মদিরা আহা সুতীব্র মধুর,
তাহারি নেশায় তাঁরা সদা ভরপূর!
বাঁধা যে সতত আছে তাঁর প্রেম-ডোরে,
স্বাধীনতা কখন সে নাহি চাহে তো রে।

তাঁর ফাঁদে একদিন পড়ে যে শিকার,
জীবনে মুকতি সে যে নাহি চাহে আর!
সাধারণে তাহা সবে বুঝিতে কি পারে?
"আবে হায়াতের" * স্থান গভীর আঁধারে।

---

* আবেহায়াত—জীবনবারি।

পতঙ্গের মত তাঁরা প্রেম-হুতাশনে
নিজেরে জ্বালা'য়ে মরে মহান মরণে !
গুটিপোকা নিজ জালে জড়াইয়া রয়,
তেমন তাঁহারা নয়, কখনই নয়। (১)

মা'শুক তাঁদের সদা প্রাণের ভিতর,
তবুও বিরহ-ব্যথা বাজে নিরন্তর !
পিপাসা কাতর তাঁরা বসি নদীতীরে !
এমন ব্যাপার ভবে কভু দেখিনিরে ! (২)

৭২

মানবের প্রেমে নর প্রমত্ত এমন,
ভুলে যায় তার তরে নিখিল ভুবন ;
ভুলে যায় শত কাজ, ভুলেরে আরাম,
ভুলে আর যাহা কিছু, ভুলেরে তামাম !
পাগল হইয়া ঘোরে হেথায় সেথায়,
আপনারে বলি দেয় মা'শুকের পায় !

---

(১) চু পর্ওয়ানা আতেশ্ বখোদ্ দর্ জনন্দ্
না চু কের্মে পিলা বখোদ্ দর্ তনন্দ্ !

(২) দেলারাম দর্ বর্ দেলারাম জোয়ে,
লব্ আজ্ তেশ্নগী খোশ্ক্ বর্ তরফে জোয়ে

ক্ষণেকের প্রেমে যদি এত উন্মাদনা,
তাঁর প্রেম কি মধুর, ভাব না ভাব না!
তাঁর প্রেমে আছে যাঁরা ভুলি' সমুদয়,
আপনারে তাঁরি পথে করেছে বিলয়।
বুঝেনা জগতে কেহ তাঁদের বেদনা,
সে ব্যথার ঔষধ না জানে কোন জনা! (১)

পাহাড় কাঁপিয়া উঠে তাঁদের বিলাপে,
সমগ্র জগত আহা থর থর কাঁপে!
সমীরের মত তাঁরা আছেন গোপন
সুগন্ধী কস্তুরী সম, মধুর মোহন। (২)

অসীম রহস্য-পথে সমগ্র রজনী,
চালান তাঁহারা ঘোড়া দাপটে এমনি,

---

(১) আজব্ দারী আজ্ ছালেকানে তরিক্
কে বাশন্দ্ দর্ বহ্রে মা'নী গরিক্।
বছওদায়ে জানাঁ জে জাঁ মোশ্তাগেল্
বজেক্‌রে হবিব্ আজ জাহাঁ মোশ্তাগেল্।
না শয়াদ্ বদারু দাওয়া কর্দ্দ শাঁ
কে কছ মত্তলে' নিস্ত্ বর্ দর্দ্দ্ শাঁ।

(২) বয়েক না'রা কোহে জে জা বর্ কুনন্দ্
ব এক্ নালা মোল্‌কে বহম্ বর্ কুনন্দ!
চু বাদান্দ্ পিন্হাঁ ও চালাক্ পোয়ে
চু মোশ্ কন্দ্ খামুশ্ ও তছবিহ্ গোয়ে!

প্রভাতে ঘোটক হয় বিগতপরাণ!
তাঁদের কাতরোচ্ছ্বাসে বিদরে বিমান! (১)

জ্ঞানী যে খোলশ পেয়ে সুখী নাহি হয়,
সারের সে অভিলাষী সকল সময়!
ওহে জ্ঞানী বিচক্ষণ সুশীল সুজন,
অনশ্বর প্রেম-সুধা কর অন্বেষণ!
তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা হৃদয় যাঁহার,
ভুলেছে সে আখেরাত, ভুলেছে সংসার! (২)

৭৩

এক দরিদ্রপুত্র কোন বাদশার ছেলেকে আন্তরিকভাবে ভালবাসিত। এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাহাকে ভুলিতে পারিত না। উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সে সতত তাহার চিন্তায় বিভোর থাকিত। সম্রাটপুত্র যখন লোকলস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণে বাহির হইতেন, দরিদ্র বালকটি তখন সতৃষ্ণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহাকে সহস্রবার দেখিয়াও সে তৃপ্ত

---

(১) ফরছ্‌ কোশ্‌তা আজ্‌ বছ্‌কে শব্‌ রান্দা আন্দ্‌
ছহর্‌ গাহ্‌ খোরোশাঁ কে ওয়া মান্দা আন্দ্‌!

(২) ময়ে ছর্‌ফে ওহাদাত কছে নোশ্‌ কর্দ্দ্‌
কে দুনিয়া ও ওকবা ফরামুশ্‌ কর্দ্দ্‌!

হইতে পারিত না। কখন রাজপুত্র বাহির হইবেন, সেই আশাতেই সে সমস্ত দিন পথের ধারে বসিয়া থাকিত।

সম্রাট-পুত্রের অনুচরেরা তাহার এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া একদিন তাহাকে বলিয়া দিল, সে যেন আর কখনও এদিকে না আসে। কিন্তু ইহাতেও বালকটির ভালবাসার মোহ কাটিল না। তাহাকে আর একদিন দেখিয়া রাজপুত্রের অনুচরেরা তাহাকে ভীষণভাবে প্রহার করতঃ তাড়াইয়া দিল। কিন্তু ইহাতেও তাহার ভাল বাসার নেশা কাটিল না। সে এমনই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল যে, কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিত না; সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা ও প্রহার সহ্য করিয়াও সে সুযোগ পাইলেই রাজপুত্রকে দেখিতে আসিত।

পতঙ্গের মত জ্বলা প্রেমের আগুনে
শীতল প্রাণের চেয়ে ভাল শতগুণে।
ভালবাসি যারে, তার হাতের আঘাত
আঘাত নহে ত যেন সুধার প্রপাত!
হাসিয়া জীবন দিব আনন্দিত মনে,
ভালবাসি যারে আমি তাহার কারণে!

প্রেমিকের মনে কভু রহেনা সবুর,
আরাম আয়েশ তার সবই হয় দূর!

দিছি আত্মবলি আমি তোমারি পূজায়
আমার ভিতরে আমি দেখেছি তোমায়।

তুমিময় যেন আজি সকলি আমার,
তুমিময় যেন মোর নিখিল সংসার! (১)
বাহিরের এ দূরতা উঠিবে রে কবে?
আমার যে একেবারে আমারই সে হবে!

সে আমার প্রিয়তম—প্রাণপ্রিয়তম!
ভুলেছি তাহারি তরে সরবস্ব মম!
শত্রু, মিত্র যাহাই সে ভাবুক আমায়
আমি ত সঁপেছি মোর সবি তারি পায়।
বন্ধু যদি হও তার, ভালবাস তারে
ভুল আপনার স্বার্থ, ভুল আপনারে। [২]

৭৪

একব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীনবেশে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পিতা একসময় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তিরস্কারের সহিত বলিলেন,—কেন তুমি এরূপ নির্ব্বোধের মত কাজ করিতেছ? উদাসীন পুত্র উত্তর করিল,—

---

(১) মরা বা অজুদে তু হাস্তি না মন্দ্
বা ইয়াদে তু আম্ খোদ্ পরস্তি না মন্দ্।
গরম্ জোর্ম্ বিনী মকুন্ আয়বে মন্
তুয়ী ছার্ বর্ আওয়ার্দ্দা আজ্ জীবে মন্।

(২) আগার ইয়ারী আজ্ খেশ্ তন্ দম্ মজন্
কে শের্কস্ত্ বা ইয়ার্ ও বা খেশ্ তন্

ডাকিলা যেদিন পাশে প্রিয় সখা মোর,
কেটেছি সেদিন আমি মমতার ডোর!
যখনি দেখেছি আমি মাধুরী তাঁহার,
বুঝেছি যে কিছু নয় সমগ্র সংসার!
উদ্‌ভ্রান্ত উদাসী যারা গগনের তলে,
ফেরেশ্‌তা অথবা পশু তাহারা সকলে [১]

৭৫

সমরকন্দ্‌ দেশে একজন মা'শুক ছিল। তাহার প্রত্যেক কথাই যেন মিশ্রির মত মিষ্ট।

চাঁদিমার চেয়ে তা'র মাধুরী মোহন,
দেখিলে টলিয়া যায় মুনিদের মন!
ক্ষণেক দেখিলে তার ভঙ্গিমা মধুর,
সংযমের ভিত্তিমূল হয়ে যায় চূর! [২]

---

[১] পারা গান্দা গানন্দ্‌ জেরে ফলক্‌
কে হম্‌ দদ্‌ তওয়াঁ খান্দ্‌ শা হম্‌ মলক্‌।

(২) একে শাহেদে দর্‌ ছমর্‌ কন্দ্‌ দাশ্‌ত্‌
কে গুপ্তি বজায়ে ছমর্‌ কন্দ্‌ দাশ্‌ত্‌
জামালে গেরো বোর্দ্দা আজ্‌ আফ্‌তাব্‌
জে শওখিয়াশ বনিয়াদে তাকোয়া খারাব্‌।

প্রেমময় বিধাতার অপূর্ব্ব সে দান!
তাঁর সৌন্দর্য্যের যেন বিজয়-নিশান!

চলিত যখন সে রে হাসিয়া হাসিয়া,
সুধার প্রবাহে ধরা যাইত ভাসিয়া!
বহিত সবার হৃদে প্রেমের তুফান,
গোপনে তাহার পায়ে সঁপিত পরাণ!

একব্যক্তি উক্ত মা'শুককে বড়ই ভালবাসিত। সে দিন-রাত তাহার চিন্তায় মগ্ন থাকিত। সর্ব্বদা তাহাকে হস্তগত করিবার অদম্য চেস্টায় সে নিরত ছিল। একদিন উক্ত মা'শুক কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে অতি তীব্রস্বরে বলিল,—

পিছনে আমার কেন ঘুর অবিরল?
অসম্ভব আশা হেন কেন রে পাগল?
ধরিবে এ পাখী তুমি, নাই জাল হেন,
অহেতু জীবন ক্ষয় করিতেছ কেন?
আবার কখনো যদি দেখি মোর ধারে,
এই তরবারি দিয়ে বধিব তোমারে!

এই ঘটনার পর জনৈক বুদ্ধিমানব্যক্তি উক্ত উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিককে একদিন এইরূপ বুঝাইতেছিলেন যে,—ভাই, এই অসম্ভব আশা ত্যাগ কর। এ আশা কখনই পূর্ণ হইবার নহে। অহেতু পাগলামী করিয়া জীবনটাকে নষ্ট করিও না। এইরূপ উপদেশ শুনিয়া সেই খাঁটি প্রেমিকটি বেদনাপূর্ণস্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল;—

পড়ে যদি মোর শিরে তার তরবারি,
শোণিতে লুটিয়া জয় গাহিব তাহারি ;
তাহার অসিতে মরা সৌভাগ্য আমার,
মধুর এ দেহে মোর আঘাত তাহার !
তার গলি হ'তে আমি পারিনা ফিরিতে,
এসেছি এখানে মোর সরবস্ব দিতে !

৭৬

প্রেমের আগুনে তাঁর শরীর আমার
প্রত্যেক নিশিতে পুড়ি' হয় ছারখার !
প্রভাতে সুবাস তাঁর আসেরে যখন,
আবার বাঁচিয়া, লভি নূতন জীবন ! (১)

এখন মরিরে যদি সখার তলাশে,
হাসরে হইবে স্থান তবে তার পাশে * (২)
হইওনা পরাজিত প্রেমের সমরে,
সাধনা করহ সদা প্রফুল্ল অন্তরে !

---

(১) বোছুজ্ আন্দম্ হর শবে আতেশশ্
ছহর্ জিন্দা গর্দ্দম্ ব বুয়ে খোশশ্

* হাসর—পরলোকে মহা বিচারের দিন।

[২] আগার মীরম্ এম্‌রোজ্ দর্ কোয়ে দোস্ত্
কিয়ামত্ জনম্ খিমা পহ্‌লুয়ে দোস্ত্

সা'দী যে প্রেমের হাতে হ'য়েছে নিহত,
সে হেতু জীবিত ভবে রবে সে সতত! (১)

৭৭

কয়েকজন বিশিষ্ট দরবেশ ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে, একজন বৃদ্ধফকির একদিন প্রাতে একটি মস্‌জেদের দরজায় দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কিছু প্রার্থনা করিয়াছিল। এক ব্যক্তি তাহাকে জানাইয়া দিল যে, এই ঘর কোন মানুষের নহে, যে তোমাকে কিছু দান করিবে। এখানে বেঅকুবের মত ভিক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিও না। ভিখারী বৃদ্ধ বলিল, তবে এই ঘরখানি কাহার? এমন কে আছে, যে কোন ব্যক্তিকে কোন অবস্থায় কিছুই দান করে না? উপস্থিত লোকটি বলিল,—ওহে, চুপ কর; এরূপ কথা বলিতে নাই। এই ঘরের মালিক দুনিয়া জাহানের মালিক সেই খোদাতা'লা। তখন বৃদ্ধের চৈতন্য হইল; সে লক্ষ্য করিয়া মস্‌জেদের মেহ্‌রাব্ ও আলোকাধার দেখিয়া বুঝিতে পারিল, হাঁ, ইহা মস্‌জেদই বটে! (২) তখন সে আবেগের সহিত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—

---

[১] মদেহ্ তা তওয়ানী দর্দাঁ জঙ্গ্ পোশ্ত্
কে জিন্দা আস্ত্ সা'দী চু এশ্‌কশ্ বোকোশ্ত্!
[২] মেহ্‌রাব=মস্‌জেদে এমামের দাঁড়াইবার ছোট কক্ষ।

যে জন মালিক সারা দীন দুনিয়ার,
এই ঘর তাঁ'রি যদি সমুখে আমার,
কি হেতু নিরাশ আমি হইব এখানে ?
আক্ষেপ নিরাশ হওয়া তাঁর মহা দানে !
এই আমি বসিলাম তারি নিকেতনে,
খালি হাতে ফিরিব না, করি' আশা মনে !

শুনিয়াছি, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই ফকির এক বৎসর পর্য্যন্ত একাকী সেই মস্জেদে অবস্থিতি করিয়াছিল। তাহার সমস্তসময় এবাদতবন্দেগীতে ও কাঁদাকাটায় অতিবাহিত হইত। একদিন রাত্রিতে তাহার জীবনের প্রদীপ নিবিয়া আসিল। শারীরিক ও মানসিক কষ্টে সে তখন একাকী ছট্‌ফট্ করিতেছিল। প্রভাতে একব্যক্তি তাহার নিকটে আসিয়া দেখিল, ঊষা-প্রদীপের ন্যায় তাহার জীবন নিষ্প্রভ ! ফকির তখন আনন্দপূর্ণ স্বরে অস্পষ্টভাবে বলিতেছিল,—

দাঁড়ায়েছে দ্বারে যে সে মহান দাতার,
পূরিয়াছে মনোআশা নিশ্চয় তাহার।

যে ব্যক্তি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চায়, তাহার দীর্ঘকালব্যাপী ধৈর্য্য ও সাধনার আবশ্যক। যে ব্যক্তি রসায়নতত্ত্ববিৎ, তাহাকে সুদীর্ঘকাল বীক্ষণাগারে জগতের সমস্ত সম্বন্ধের বাহিরে একাকী ধীরভাবে অবস্থিতি করিতে হয়; তাহাতে বিরক্ত হইলে চলে না। হয় ত একদিন তাম্র হইতে স্বর্ণের উৎপত্তি

হইবে, এই আশায় তাঁহারা কত স্বর্ণই না নষ্ট করিয়া থাকেন! [১]

—০—

৭৮

একজন সাধক সমস্তরাত্রি জাগিয়া এবাদত বন্দ্গী করিতেন। প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার ধ্যান ও সাধনা একই ভাবে চলিত। একদিন তিনি শুনিলেন, যেন একজন ফেরেশ্তা তাঁহাকে বলিতেছেন,—হে সাধুপুরুষ, ক্ষান্ত হও; এই পথ তোমার জন্য কখনই মুক্ত হইবে না। অহেতু এইরূপ কঠোর সাধনা করিয়া তোমার কোনই লাভ নাই। মিছামিছি কষ্ট-স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন?" এইরূপ দৈববাণী শ্রবণেও সাধুপুরুষ নিরাশ হইলেন না। পরদিন রজনীতে আবার পূর্ব্বের মতই কঠোরতার সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত থাকিলেন। তাঁহার একজন মুরিদ এই সমস্ত ব্যাপার জানিতেন। তিনি বলিলেন,- হুজুর, যখন পরিষ্কারই বুঝিতে পারা গেল যে, এই দ্বার আপনার জন্য কখনই মুক্ত হইবে না, তখন এহেতু এইরূপ পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন কি? মুরিদের কথায় দরবেশের নয়নযুগল হইতে মুক্তাপাতির ন্যায় অশ্রুকণা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি আক্ষেপের সহিত বলিলেন,—হে বৎস,

[১] তলবগার বায়দ ছবুর ও হমুল
কে না শনিদা আম্ কিমিয়া গর্ মলুল।
চে জর্হা বখাকে ছিয়া দর্ কুনাদ্
কে বাশদ্ কে রোজে মছে জর্ কুনাদ্

যদিও বিমুখ তিনি উপরে আমার,
আমি কি তাহারে কভু পারি ভুলিবার ?
হতাশে এ পথ ছেড়ে কোন্ পথে যাই ?
এ পথ ছাড়া যে মোর আর পথ নাই !

ভিখারী নিরাশ যদি হয় এক দ্বারে,
ভয় কি ? সহস্র দ্বারে যাইতে সে পারে !
শুনেছি এ পথে মোর নাহি হবে ঠাঁই,
কিন্তু যে দ্বিতীয় পথ আর মোর নাই। (১)

সাধক নিরাশ হইলেন না। গভীর উৎসাহের সহিত আগেরই মত সমস্ত রজনী জাগিয়া উপাসনায় ও ধ্যানধারণায় প্রবৃত্ত থাকিলেন। বহুদিন চলিয়া গেল; কিন্তু তাঁহার সাধনার বিরাম হইল না। অবশেষে একদিন তাঁহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধি লাভ হইল। তিনি সেদিন এইরূপ নেদা অর্থাৎ দৈববাণী শুনিতে পাইলেন,—

সখারূপে তারে আমি করিনু গ্রহণ,
যদিও যোগ্যতা তার নাহিক তেমন।

[১] ব না ওমেদী আঁগাহ্ বে গর্দ্দিদমে
আজি রাহ্ কে রাহে দিগর দিদমে।
চু খাহন্দা মহ্রূম্ গশ্ত্ আজ্ দরে
চে গোম্ গর্ শনাছদ্ দরে দিগরে।
শনিদম্ কে রাহম্ দরিঁ কোয়ে নিস্ত্
অলে হিচ্ রাহে দিগর্ রুয়ে নিস্ত্

আমা বিনা তার আর কেহই যে নাই,
আমিও তাহার আজি হইলাম তাই ! [১]

চেষ্টা বিনা সিদ্ধিলাভ ভাবিও না হবে,
চেষ্টা কর, চেষ্টা কর, চেষ্টা কর সবে !
যেখানে লাভের আশা, সেইখানে ভয়,
ক্ষতির আশঙ্কা বিনা লাভ নাহি হয়। [২]

৭৯

একটি নবযুবতী তাহার বৃদ্ধ পিতার নিকট নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করিতে ছিল যে, তাহার স্বামী কখনই তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করেন না। এরূপ লোকের সহিত কিরূপে ঘরসংসার করা যায় !

---

[১] কবুলস্ত্ গর্ চে হুনর্ নিস্তশ্
কে জুজ্ মা পানাহে দিগর্ নিস্তশ্ !

[২] তওয়াক্কো মদার্ আয় পেছর্ গর্ কছি
কে বে ছায়ী হরগেজ্ বজায়ে রছি !
তামা' দার্ ছুদ্ ও বেতর্ছ্ আজ্ জিয়াঁ
কে বে বাহ্রা বাশন্দ্ ক্বারেগ্ জিয়াঁ !

ইংরাজীতে ইহার অনুরূপ প্রবাদ বাক্য :—No risk, no gain.

এমন অভাগা কেহ দেখিনা এখানে,
আঘাত-বেদনা এত সদা যার প্রাণে। [১]
মিলি'মিশি' সবে দেখ রয়েছে কেমন,
আমারি অশান্তি শুধু ভাগ্যের লিখন!
কখন না দেখিলাম তার মুখে হাসি,
কঠোর বিরুদ্ধাচারী সদা কটুভাষী।

বিচক্ষণ বৃদ্ধ তাঁহার কন্যার সমস্ত কথা ধীরভাবে শুনিলেন। তাহার পর স্বীয় কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাছা, কি করিবে? ধৈর্য্য অবলম্বন কর; নীরবে সব সহ্য কর। তাঁহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কখনই বিদ্রোহ করিতে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই তোমাকে বিষম দুর্গতি-গ্রস্ত করিতে পারেন।

প্রভুর অধীন হ'য়ে চল সর্ব্বক্ষণ,
তা'তেই কল্যাণ তব হইবে সাধন।

৮০

একদিন দেখিলাম, একটি দাসকে বাজারে বিক্রয় করা হইতেছিল। দাসটি এই সময় তাহার প্রভুকে যাহা

---

[১] কছানে কে বা মন্ দরি মঞ্জেলন্দ্
না বিনম্ কে চু মন্ পরেশা দেলন্দ্

বলিয়াছিল, তাহা একান্ত মর্ম্মস্পর্শী। কথাগুলি আমি কখনই ভুলিব না। সে বলিয়াছিল ঃ—

পাবে তুমি মোর সম দাস অগণন,
কিন্তু তব সম প্রভু পাবনা কখন! [১]

৮১

একজন শক্তিধর মহাবীর অনেক সময় গর্ব্ব করিয়া বলিত,—আমি বাঘের সহিত লড়াই করিতে পারি! একদিন একটি ভীষণ ব্যাঘ্র দেখিয়া লোকেরা বলিল,—যাওনা ভাই, ঐ বাঘটার সাথে একবার লড়াই করনা দেখি। মহাবীর কিন্তু বাঘের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। লোকেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—কি হে বীর পুরুষ, একবার তোমার শক্তির পরিচয় দাও না। স্ত্রীলোকের মত ভীত হইয়া বসিয়া থাকিলে কেন? লোকটি কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—ভাই, সব জায়গায় শক্তি খাটে না।

মানবের মনে প্রেম হইলে প্রবল,
বুদ্ধিজ্ঞান সমুদয় যায় রসাতল!
বাঘের নিকটে কারো খাটেনা শকতি,
প্রেমের হাতেও নর নিরুপায় অতি!

[১] তুরা বান্দা আজ্ মন্ বেহ্ ওফতাদ্ বছে
মরা চু তু দিগর্ নয়াফ্তদ্ কছে!

প্রেম যদি জাগে মনে, জ্ঞান নাহি রয়,
বিবেকের স্থান তথা নাহিক নিশ্চয় !
ব্যাটের অধীনে যথা চলে সদা বল,
প্রেমের অধীনে তথা প্রেমিক সকল ! [১]

কত কত শক্তিধর মহাজন গণ,
প্রেমের নেশায় বরি' নিয়েছে মরণ !
এ নেশায় কেহ যদি হয় জ্ঞানহীন,
চির দিবসেরি তরে হয় সে বিলীন ! [২]

৮২

কেহ মজ্নুঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—ওহে, তুমি কি লায়লীর কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ ? যদি তাহার কথা তোমার একটুও মনে থাকিত, তাহা হইলে কখন কখন

---

[১] চু বর্ আক্লে দানা শওয়াদ্ এশ্ক্ চীর্
হমাঁ পাঞ্জায়ে আহ্নিনস্ত্ ও শের্ !
চু এশ্ক্ আমাদ্ আজ্ আক্ল্ দিগর্ মগোয়ে
কে দর্ দস্ত্ চওগান আছিরস্ত্ গোয়ে ।

[২] বছা আক্ল্ জোর্ আওয়ার ও চির্ দস্ত্
কে ছওদায়ে এশ্কশ্ কুনাদ্ জের্ দস্ত্
চু ছওদা খেরদ্রা বেমালিদ্ গোশ্
নয়ারাদ্ দিগর্ ছর্ বর্ আওরার্দ্দ্ হোশ্

লোকালয়ে গিয়ে তাহার সন্ধান লইতে। এমন ভাবে তাহাকে ভুলিয়া বনবাসী হইতে পারিতে না। হয়ত তুমি আজকাল অন্য কোন চিন্তায় মশ্‌গুল আছ। এই কথা শুনিয়া মজনুঁ অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, মহাশয় ক্ষান্ত হউন!

বেদনা-বিধুর মম আহত এ মন,
তুমি তায় পুনরায় দিওনা লবণ!
দূরত্ব ধৈর্য্যের কভু নহে পরিচয়,
ভালবাসা দূরত্বেই রহে মধুময়। [১]

তখন ভদ্রলোকটি বলিলেন,—বেশ! শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ওহে প্রেমিকপ্রবর, তোমার লায়লীকে কোন সংবাদ জানাইবার আছে কি? যদি থাকে ত বল, আমি তাহা তাহাকে আনন্দের সহিত জানাইতে প্রস্তুত আছি। মজনুঁ উত্তর করিলেন,—না, আমার কিছুই জানাইবার নাই!

নিওনা আমার নাম কেহ তার কাছে,
করোনা প্রসঙ্গ মোর যেখানে সে আছে!

[১] মরা খোদ্ দিলে দর্দ্দ্ মন্দস্ত্ খিজ
তু নিজম্ নেমক্ বর জরাহত্ মরিজ্!
না দূরী দলিলে ছবুরী বুয়াদ্,
কে বিছিয়ার দূরী জরুরী বুয়াদ্।

৮৩

গজনীর সুপ্রসিদ্ধ বাদ্‌শা সুল্‌তান মাহ্‌মুদ সম্বন্ধে একদিন একজন এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল যে,—কি আশ্চর্য্য, আয়াজ নামক তাঁহার গোলামাটির না রূপ আছে, না গুণ আছে; তথাপি তিনি তাহাকে অত্যন্ত অধিক ভালবাসেন। এইরূপ ভালবাসার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

যে ফুলের রূপ গুণ কোনটিই নাই,
বুল্‌বুল্‌ তারে ভালবাসেকিরে ভাই! [১]

কথাপ্রসঙ্গে কেহ সুলতান মাহ্‌মুদকে এইরূপ মন্তব্যের কথা জানাইলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন,—তাহার সৎ-স্বভাবের ও আন্তরিকতার জন্যই আমি তাহাকে ভালবাসি; দৈহিক সৌন্দর্য্য তাহার প্রতি আমার অনুরাগের কারণ নহে।

কথিত আছে যে, একদিন একটি বাদশাহী উষ্ট্র বহু ধনরত্ন বহন করিয়া একটি সংকীর্ণ পথদিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ উষ্ট্রটি পড়িয়া যাওয়ায় উহার পৃষ্ঠস্থ ধনরত্নপূর্ণ সিন্দুকটি চূর্ণ হইয়া গেল, তাহার সঙ্গেসঙ্গে টাকাপয়সা ধনরত্ন সমস্তই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সুল্‌তান মাহ্‌মুদ সেই-স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠস্থ ধনরত্ন চৌদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গেসঙ্গে তিনি ঘোষণা করিলেন, এগুলিতে সাধারণের অধিকার, যে ইচ্ছা সেই লইতে পারে। এই

---

[১] গোলে রা কে না রঙ্গ্ বাশদ্ না বুয়ে
গরীব্ আস্ত্ ছওদায়ে বুল্‌বুল্ বরুয়ে!

কথা ঘোষণা করিয়াই তিনি সেই স্থান হইতে একটি অশ্বারোহণে স্থানান্তরে বেগে ধাবমান হইলেন। অবিলম্বে সেইস্থানে ধনরত্ন লুণ্ঠন প্রবল ভাবে চলিতে লাগিল। বাদশার উপরোক্ত প্রিয় দাস আয়াজও সেইস্থানে উপস্থিত ছিল। সে ধনরত্ন সংগ্রহের দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া বাদশার অনুসরণ করিল। তাহার ফলে তাহার ভাগ্যে এই সমস্ত সম্পদের কিছুই জুটিল না। বাদশার অন্যান্য সঙ্গী এবং অনুচরেরা সকলেই যখন ধনসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া বাদশার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, আয়াজ তখনো তাঁহার কথা ভুলে নাই; সে ধনরত্নের লোভ ত্যাগ করিয়া বাদশার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিল। বাদশা কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া আয়াজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—হে আয়াজ, কেন তুমি লুটের প্রতি মনোযোগ দিলে না? আয়াজ বলিল,—হুজুর, ধনরত্ন অপেক্ষা আপনার খেদ্‌মতই আমার নিকট অধিকতর মূল্যবান। আপনি তখন একাকী চলিয়া আসিতেছিলেন; কোন অবস্থায় আপনাকে একাকী বেড়াইতে দেওয়া সঙ্গত মনে করি নাই। আপনার নৈকট্যই যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ! অন্য সম্পদে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই ঘটনায় সকলেই বেশ বুঝিতে পারিল, বাদশা আয়াজকে কেন এত অধিক ভালবাসেন। যদি তুমি বাদশার অনুগ্রহ লাভে ধন্য হইয়া থাক, সাবধান, অন্য দিকে দৃষ্টি করিও না; তাঁহার সম্বন্ধে যেন কিছুমাত্র উদাসীন না হও।

অলী আউলিয়া যাঁরা পেয়ারা খোদার,
খোদা বিনা তাঁরা কিছু নাহি চাহে আর।
তাঁরে বিনা কিছু চাওয়া তাঁহার সদনে,
হারাম বলিয়া তাঁরা ভাবেন যে মনে। * (১)

তাঁরে ভুলে চাও যদি তাঁর অনুগ্রহ,
স্বার্থপর তুমি, তাঁর বন্ধু কভু নহ। (২)
লোভে যদি রহে তব বদন ব্যাদান,
আবদ্ধ রহিবে তব আধ্যাত্মিক কান!
কামনা ধূলির সম উড়ে তাহা যদি,
অন্তর-নয়ন অন্ধ রবে নিরবধি।

—০—

৮৫

ঘটনাক্রমে আমি এবং জনৈক বৃদ্ধ দরবেশ ফারইয়াব্ দেশ হইতে মরক্কো অভিমুখে যাইতেছিলাম। একদিন আমরা এক প্রকাণ্ড নদীর নিকট উপস্থিত হইলাম। নদী পার হইবার খেয়া ছিল। আমার নিকট একটী দেরেম থাকায় উক্ত খেয়ায় পার হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইল না; কিন্তু দরবেশটিকে লইয়া একটু মুশ্কিল হইল। তাঁহার

(১) খেলাফে তরিকত্ বুয়াদ্ কাওলিয়া
তামান্না কুনাদ্ আজ্ খোদা জুজ্ খোদা!

* হারাম—নিষিদ্ধ।

(২) গার্ আজ্ দোস্ত্ চশ্মত্ বর্ এহ্ছানে উস্ত্
তু দর্ বন্দে খেশী না দর্ বন্দে উস্ত্।

নিকট পয়সাকড়ি কিছুই ছিলনা, সুতরাং মাঝি তাঁহাকে পার করিতে স্বীকৃত হইল না। নিঃস্ব ফকির দরবেশ তিনি তথাপি সেই কঠোরহৃদয় মাঝি তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র অনুগ্রহ করিল না। সে দরবেশকে রাখিয়াই নৌকা তীর-বেগে ভাসাইয়া দিল; কারণ, তাঁহার মনে কিছুমাত্র খোদার ভয় ছিল না। (১) এই দৃশ্য দেখিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। আহা, আমার সঙ্গী বেচারা সেই নির্জ্জন স্থানে একাকীই পড়িয়া রহিলেন। আমার অশ্রু দেখিয়া দরবেশটি হিঃ হিঃ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন; এবং আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—হে জ্ঞানী ভদ্রলোক, আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। আমার খোদাই আছেন। যাঁহার অনুগ্রহে এই নৌকা চলিতেছে, তিনিই আমাকে লইয়া যাইবেন। এই কথা বলিয়া তিনি নদীর জলের উপর তাঁহার জায়নামাজ বিছাইলেন। [২] আশ্চর্য্যের বিষয়, জলে ইহা ভিজিল না, বা ডুবিল না। তিনি এই জায়-নামাজের উপর বসিয়া অনায়াসেই নদী পার হইয়া আসিলেন! আমি বুঝিতে পারিলাম না, সেই দৃশ্যটা আমার স্বপ্ন, অথবা একটা অর্থহীন খেয়াল মাত্র! এমন বিচিত্র-

[১] ছিয়াহা বেরন্দন্দ্ কিশ্তি চু দূদ্
কে আঁ না খোদা না খোদা তর্ ছ্ বুদ্

[২] জায়নামাজ=যে পবিত্র বিছানার উপর নামাজ পড়া হয়।

ব্যাপার কি কখনো সত্য হইতে পারে? কিন্তু আমি ইহা স্বচক্ষে সজ্ঞানে দেখিয়াছিলাম।

দিনের এই ঘটনার চিন্তায় সমস্ত রাত্রি বিভোর থাকিলাম; একটুও ঘুমাইতে পারিলাম না। চক্ষের সম্মুখে কেবল সেই দৃশ্য ভাসিতে লাগিল - দরবেশ যেন হাসিতে হাসিতে জায়নামাজের উপর বসিয়া নদী পার হইতেছেন। কেবলই ভাবিতেছিলাম, কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল? ইহাও কি কখন সত্য হইতে পারে? আমরা রাত্রিতে এক স্থানেই ছিলাম। উষাকালে দরবেশটি আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ—হে বুদ্ধিমান বন্ধু, গতকল্য আমাকে অদ্ভুত উপায়ে পার হইতে দেখিয়া আপনি কি হতবুদ্ধি হইয়াছেন? যাঁহারা আব্দাল—[১] খোদার প্রকৃত সাধক, অগ্নির ভিতর প্রবেশ করা, জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে! তাঁহারা খোদাতেই তন্ময়; বাহ্য-জগত-সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন; তাই খোদাতা'লা সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন না, জ্ঞানহীন শিশু আগুনের দিকে অগ্রসর হইলে স্নেহময়ী মাতা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা খোদাতেই সর্ব্বদা তন্ময়, খোদাও এইভাবে তাঁহাদিগকে

[১] ইস্লাম ধর্ম্মানুসারে যাঁহারা খোদা তা'লার পথের পথিক, তাঁহাদের সাধনার সফলতা হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণী আছে। যেমন অলি, অব্দাল, কোতব, গওছ ইত্যাদি।

রক্ষা করেন। এই কারণেই হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লা নম্‌রুদের ভীষণ অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়া ছিলেন; এই কারণেই হজরত মুছা সদলে নীলনদীর জলে নিমজ্জিত হন নাই। [২]

সহায় সতত যদি সেই দয়াময়,
জগতে তা হ'লে বল আর কার ভয়?

৮৫

জ্ঞানের পথ সর্ব্বদাই জটিল। যাঁহারা খোদাভক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞানী, এই শ্রেণীর সাধারণ জ্ঞানের ধার তাঁহারা ধরেন না। খোদাই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট! জ্ঞানিগণ হয়ত এই কথা উপেক্ষা করিবেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য। এই পৃথিবী, ঐ বিরাট গগন মণ্ডল, পশুপক্ষী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই সমস্ত কি? ইহার মূলরহস্য কোথায়? এগুলির প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ? জ্ঞানী দার্শনিকগণ এই সমস্ত প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন। জ্ঞানীর উপযুক্ত প্রশ্নই বটে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের কি কোন সন্তোষজনক চরম

(২) কোরান্ শরিফের আধুনিক তফ্‌সির কারকগণ নানা প্রমাণদ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হজরত মুছা (আঃ) নীল নদী অতিক্রম করেন নাই। লোহিত সাগরের এক অংশ বা উহার উত্তরপার্শ্বসংলগ্ন নিম্ন জলাভূমি অতিক্রম করিয়াছিলেন। ফেরাউন সসৈন্যে এই স্থানেই নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

উত্তর আছে ? যদি তোমাদের পছন্দ হয়, আমি একটি কথা বলিতে চাই। এই নদনদী, পাহাড়পর্ব্বত, বিরাট অরণ্য, অনন্ত সমুদ্র, সুবিস্তীর্ণ গগনমণ্ডল, তাহাতে অবস্থিত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র, ফেরেশতা, দৈত্য, দানব, পশুপক্ষী আদি সমস্তই তাঁহার অস্তিত্বের নিকট কিছুই নয়। এমন কি, তাঁহার অস্তিত্বের সহিত তুলনায় ঐগুলির অস্তিত্ব একদম নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে।

তাঁর কাছে সূর্য্য নয় স্ফুলিঙ্গ প্রমাণ,
সপ্তসিন্ধু নহে এক বিন্দুর সমান।
মহিমার কেতু তাঁর উড়েরে যখন,
অনস্তিত্ব মাঝে বিশ্ব হয় নিমগন। (১)

৮৩

একজন গ্রাম্যসর্দ্দার স্বীয়পুত্রের সহিত একদিন ঘটনাক্রমে বাদশার সৈন্যব্যূহের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। বালকটি বিরাট বাদশাহী আড়ম্বর দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

---

(১) হামা হর্ চে হাস্তন্দ্ আজ্ আঁ কম্ তরন্দ্
কে বা হাস্তিয়শ্ নামে হাস্তি বরন্দ্!
কে গার্ আফ্তাবস্ত্ এক জার্রা নিস্ত্
অগর্ হফ্ত্ দরিয়াস্ত্ এক কাত্রা নিস্ত্!
চু সুল্তানে ইজ্জত্ আলম্ বর্ কশন্দ্
জাহাঁ ছার বজীবে আদম্ দর্ কশন্দ্!

সকলেই কি গৌরবময় সাজসজ্জায় সজ্জিত; নানা বিচিত্র উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্রে সমালঙ্কৃত! মস্তকে শিরস্ত্রান কি সুন্দর-ভাবে দেদীপ্যমান! সেনাপতিগণের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি, তাঁহাদের পোষাকের অসাধারণ বৈচিত্র্য ও আড়ম্বর দেখিয়া সে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল, জগত-সংসার ভুলিয়া গেল। বালকটি তাহার পিতার দিকে চাহিয়া দেখে, তিনি যেন ভয়ে কম্পিত হইতেছেন, তাঁহার মুখের চেহারা বদলিয়া গিয়াছে। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া পুত্রটি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিল,-- পিতঃ আপনার এই ভীতিভাবের কারণ কি? আপনিও ত একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন! ক্ষুদ্র হইলেও ত আপনি এক অঞ্চলের অধিপতি। কাহার সাধ্য আছে, আপনার এলাকার ভিতরে আপনার সম্মুখে মাথা উচু করিয়া কথা বলে? তবে আপনি এত ভীত ও অভিভূত হইতেছেন কেন? পিতা বলিলেন,— বাবা, আমি যতক্ষণ নিজদেশে থাকি, ততক্ষণই আমার ক্ষমতা-গৌরব; ততক্ষণই সকলে আমার হুকুম মানিয়া চলে। দেখিতেছ না, আজিকার এই শাহী দরবারে বড় বড় নওয়াব সুবাদারেরা পর্য্যন্ত ভয়ত্রস্ত! যে কাহারো জীবন পর্য্যন্ত এই মুহূর্ত্তেই শেষ হইতে পারে। দেখিতেছ না, স্বয়ং বাদশা এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন।

নিজ দেশে ওহে ভাই, তুমি ক্ষমবান
যথেষ্ট তোমার আছে গৌরব সম্মান,

কিন্তু তাঁর কাছে নও কীটের মতন
গৌরব তোমার তথা সাজেনা কখন।
জগতে বাদশা, রাজা, আমির, ফকির,
তাঁর কাছে যোগ্য নয় পথের ধূলির!
বলেনি' এমন কথা কেহ কদাচন,
দৃষ্টান্ত যা'হতে সা'দী করেনি' গ্রহণ। (১)

৮৭

কাননে প্রান্তরে অন্ধকার রাত্রিতে কতই খদ্যোৎ জ্বলিয়া থাকে। রাত্রিতে তাহাদের উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক কেমন সুন্দর দেখায়! একজন একদিন এই সমস্ত জোনাকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল,—হে রজনীর প্রদীপ-স্বরূপ ক্ষুদ্র বিহঙ্গনিকর, দিবাভাগে তোমরা কোথায় লুক্কায়িত হও? তখন তোমাদিগকে দেখিতে পাইনা কেন? একটী বিচক্ষণ খদ্যোৎ তাহার জ্যোতির্ম্ময় মস্তিষ্ক হইতে কি সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছিল, তৎপ্রতি মনোনিবেশ কর, দিবারাত্রি আমরা একস্থানেই থাকি। দিবসে কোথাও

(১) তু আয় বেখবর্ হাম্চুনাঁ দর্ দিহি,
কে বর্ খেশ্ তন্ মোন্ছবে মি নিহি।
না গোফ্তন্দ্ হর্ফে জবাঁ আওয়ার্য়াঁ
কে সা'দী না গোয়াদ্ মেছালে বরাঁ!

লুকাই না। তবে কথা এই যে, জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের সন্নিধানে আমাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। (১)

প্রকাশ যেখানে তাঁর, যাহা কিছু আছে,
নিমেষে বিলীন সব হয় তাঁর কাছে!
মহাসিন্ধু-মাঝে হয় বারিকণা লয়,
স্ফুলিঙ্গ অনলে মিশে, নাহিক সংশয়!

—০—

৮৮

একব্যক্তি মহাপ্রাণ সম্রাট্ সাদ্‌জঙ্গীর (তাঁহার আত্মার উপর খোদার অনুগ্রহ বর্ষিত হউক) প্রশংসাকীর্ত্তন-মূলক একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে টাকা, মোহর এবং বহুমূল্য পরিচ্ছদ দান করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধিত করিলেন। টাকা হাতে করিয়া ভদ্রলোকটি দেখিলেন, উহার উপরে এই কথাটী মুদ্রিত আছে,—"আল্লাহ্ বাছ্" অর্থাৎ খোদাই যথেষ্ট। তিনি এই লিখন দেখিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ উপহার প্রাপ্ত বহুমূল্য বস্ত্রাদি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া টাকাপয়সা ফেলিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত দৌড়িতে দৌড়িতে বনে চলিয়া গেলেন। বনের একজন সঙ্গী একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিল,—

---

[১] কে মন্ রোজ্ ও শব্ জুজ্ বছহ্‌রা নিয়াম্
অলে পেশে খোর্‌শেদ্ পয়দা নিয়াম!

ওহে, হঠাৎ তোমার এইরূপ মনের পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি? সমস্ত সুখসৌভাগ্য ও সম্পদ-গৌরব পদদলিত করিয়া এক মূহূর্ত্তে এ ভাবে উদাসীন হইয়া বনে চলিয়া আসিলে কেন? তুমিত প্রথমতঃ রাজসমীপে পাকা দনিয়াদারের মত ভূমিতে তিনবার চুম্বন করিয়া সম্রাটের সুখ্যাতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলে। সহসাই এমন পরিবর্ত্তন কেন হইল?

এ কথায় তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—সম্রাটের ভয়ে আমি প্রথমতঃ আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম; তাঁহার অনুগ্রহের প্রলোভনও যে আমাকে আকৃষ্ট করে নাই, তাহা নহে। পরিশেষে মুদ্রার উপর অঙ্কিত "আল্লাই মানবের জন্য যথেষ্ট" এই কথা আমার মনে সহসা এমন প্রভাব বিস্তার করিল যে, জগতের কোন দ্রব্য বা কোন ব্যক্তির চিন্তাই আর আমার মনের ভিতরে স্থান পাইল না। আমি তখন বেপরোয়াভাবে সমস্ত ত্যাগ করিয়া উদাসীন বেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বুঝিবে যখন তব খোদাই প্রচুর,
জগতের চিন্তা সব হ'য়ে যাবে দূর!

৮৯

শিরিয়া দেশের এক শহরে একদিন ভীষণ হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। একজন অশেষ প্রতিপত্তিশালী নেতৃস্থানীয় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সেদিন সহসা পুলিসে গ্রেফতার করিয়া হস্তপদ

শৃঙ্খলিত অবস্থায় জেলে আবদ্ধ করে। তাঁহার সহিত বাদশার ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই অবস্থায় সেই জ্ঞানবৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যাহা বলিয়াছিলেন, এখনো যেন তাহা আমার কর্ণের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—আমাকে এই লাঞ্ছনাপ্রদানের মধ্যে নিশ্চয়ই বাদশার ইঙ্গিত আছে। তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতীত অন্যের সাধ্য কি যে, আমাকে এইভাবে লাঞ্ছিত করিতে পারে? আমার প্রিয় বাদশা যখন আমার প্রতি এই লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন নীরবে সন্তোষের সহিত আমার ইহা সহ্য করা উচিত।

সম্মান অথবা মোর হউক লাঞ্ছনা,
খোদার প্রদত্ত সবি করি বিবেচনা! (১)
হে রোগী, ঔষধ তব তিক্ত যদি হয়,
তোমারি কল্যাণ তরে, জানিও নিশ্চয়!
রোগী কভু নাহি বুঝে নিজের মঙ্গল,
বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহা বুঝেন কেবল।
তব সেই প্রিয়তম যা' করেন দান,
হাসিমুখে খাও ভাবি' নিজের কল্যাণ। (২)

---

(১) আগার এজ্জ্‌ ও জাহস্ত্‌ অগর্‌ জেল্ল ও কয়েদ্‌,
মন্‌ আজ্‌ হক্‌ শনাছম্‌ না আজ্‌ আম্‌র ও জয়েদ্‌।

(২) জে এল্লত্‌ মদার্‌ আয় খেরদ্‌ মন্দ্‌ বীম্‌,
চু দারুয়ে তল্‌খত্‌ ফেরস্তদ্‌ হাকিম্‌!
বোখোর আঁচে আয়াদ্‌ জে দস্তে হবিব্‌,
না বিমার দানা তরস্ত্‌ আজ্‌ তবিব্‌।

৯০

যদি তুমি প্রেমিক হও, তবে নিজেকে ধ্বংসের আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তুত থাক। যে প্রেমিক নয়, সেই শান্তির সহিত জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ। প্রেম হইতে ভীত হইও না; কারণ, ইহা তোমাকে ধ্বংস করিলেও অনন্ত জীবন প্রদান করিবে। বীজ যতই সুন্দর হউক্ না কেন, মৃত্তিকার মধ্যে তাহা সমাহিত না হইলে তাহা হইতে চারা উৎপন্ন হয় না। (১) যখন তুমি খোদা-প্রেমে সম্পূর্ণ আত্ম-বিলীন করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তোমার এই আমিত্বের বোঝা—এই সাংসারিক নানা ভাবনা হইতে তুমি মুক্ত হইবে।

যতক্ষণ নিজচিন্তা থাকিবে অন্তরে,
পাইবে না পথ কভু নিজের ভিতরে।
আপনারে যবে তুমি যাইবে ভুলিয়া,
ভিতরের ভেদ যাবে অমনি খুলিয়া। ২)

সকলে প্রেমের কথা বুঝে না কখন,
প্রেম যে রে স্বরগীয় অমূল্য রতন।

---

(১) মতৰ্ছ্ আজ্ মহব্বত্ কে খাকত্ কুনাদ্,
কে বাকী শবী গর্ হালাকত্ কুনাদ্।
না রোয়াদ্ নবাত্ আজ্ হবুবে দোরস্ত্,
মগর্ খাক্ বরুয়ে বেগর্দ্দদ্ নোখোস্ত্।

২) কে তা বা খোদী দর্ খোদত্ রাহ্ নিস্ত্
আজিঁ নোক্‌তা জুজ্ বে খোদ্ আগাহ্ নিস্ত্।

বহেরে হরষে যবে প্রভাত সমীর,
কাননে কুসুম নাচে, ভাবেতে অধীর !
নীরস কঠোর অতি শুষ্ক তরুগণ
এসব প্রেমের খেলা বুঝে কি কখন ?
সমীরণে কুসুমের বিকশে হৃদয়,
শুষ্ক কাঠ তরে চাই কুঠার নিশ্চয় ! (১)

বাজিছে জগতময় প্রেমের রাগিনী,
ভাবেতে উতলা সবে দিবস-যামিনী !
বুঝে কি তা' যাহাদের নাহিক হৃদয় ?
মরুভূমি সম তারা বিভীষিকা ময় !
অন্ধ যে, দেখিতে কিছু পারে না মুকুরে,
প্রেমহীন জনে প্রেম বুঝে না কিছুরে ! (২)

দেখ নি' কি আরবের ঊষর সে দেশে,
সঙ্গীতে নাচেরে উট ভাবের আবেশে ?
তব মাঝে নাহি যদি থাকে উন্মাদনা,
গর্দ্দভ তুমি যে ভাই, নর কভু ত না ! (৩)

(১) পেরেশাঁ শওয়াদ গুল্ ববাদে ছহর্,
না হয়জম্ কে না শগা ফদশ্ জুজ্ তবর্।
(২) জাহাঁ পোর্ ছমা অস্ত্ ও মস্তী ও শোর,
অলেকেন্ চে বিনন্দ্ দর্ আয়না কোর্ ?
(৩) না বিনি শোতর বর হোদায়ে আরব,
কে চুনশ্ বরক্ছ্ আন্দর আরদ্ তরব্।

৯১

পতঙ্গ অগ্নিকে অত্যন্ত ভালবাসে; এইজন্য সে হইয়া অগ্নির উপর নিপতিত হয়, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রাণ-ত্যাগ করিয়া থাকে; ইহা সকলেই জানে। একদিন এক ব্যক্তি একটি পতঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—ওহে, তুমি নিজে অত্যন্ত ক্ষুদ্র; তোমার মত ক্ষুদ্রের সহিত বন্ধুত্ব করাই তোমার উচিত। যে পথে সফলতার আশা একেবারেই নাই, সে পথে গমন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কোথায় তুমি একটি সামান্য পতঙ্গ, আর কোথায় জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্ব-ধ্বংসকারী হুতাশন! তোমার সহিত তাহার ভালবাসা একান্ত অসম্ভব ও হাস্যকর ব্যাপার। তুমি যে এইভাবে নিজজীবন বিসর্জ্জন দাও, এজন্য কেহই তোমার জ্ঞানের প্রশংসা করে না। পেচকগুলি দেখ কেমন বুদ্ধিমান; তাহারা বেশ জানে যে, সূর্য্য-কিরণ তাহাদের পক্ষে অতীব জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ। এইজন্য তাহারা অন্ধকারে আত্মগোপন করে। আত্মরক্ষা করিয়া চলাই জীব-জগতের সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু তোমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, সে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও তোমাদের নাই। যে তোমার শত্রু, যে তোমাকে দগ্ধ করে, তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিতে যাওয়া পাগলামিরই পরিচায়ক। কোন ভিখারী রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হইলে লগুড়াঘাতে তাহার

শোতর রা চু সুরে তরব্ দর্ ছরস্ত্.
আগার্ আদমী রা না বাশদ্ খরস্ত্।

মস্তক চূর্ণ করা হয়। (১) সমানে সমানে সম্বন্ধ হওয়াই প্রীতিকর এবং স্বাভাবিক। কিন্তু সে সহজ জ্ঞানটাও তোমাদের নাই! কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ—অগ্নি জগতের নানা কল্যাণ সাধন করে। আলো দান করিয়া, শীতের সময় তাপ দান করিয়া, রন্ধনাদিতে সাহায্য করিয়া এবং অন্য নানাভাবে অগ্নি মানুষের কত উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু তুমি অতি ক্ষুদ্র হইয়া তাহার সহিত অধিকতর ঘনিষ্টতা করিতে যাও, সীমা লঙ্ঘন করিয়া চল, এইজন্য অগ্নি কেবল তোমাকেই দগ্ধ করিয়া থাকে।

লোকটির এইরূপ উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সেই প্রেম-বিদগ্ধ পতঙ্গটি প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিল,—আমার হৃদয়ের মধ্যেই প্রেমের অগ্নি প্রতিনিয়ত প্রজ্জ্বলিত আছে; সুতরাং আমি যদি বাহিরের এই আগুনে দগ্ধ হই, তাহাতে কিছুই দুঃখ নাই। হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লার নিকট অগ্নি কুসুমে পরিণত হইয়াছিল, আমার নিকটেও এই প্রাণনাশক অগ্নি কুসুম-সদৃশ। আমার অন্তরের ভিতর যে অপার্থিব প্রেম বিরাজ করিতেছে, তাহাই আমাকে এই অগ্নির মধ্যে নিপতিত করে। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে সর্ব্বদা যে বিরহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, এই বাহিরের অগ্নি তাহা অপেক্ষা অধিক উষ্ণ নহে।

---

(১) তুরা কছ্ না গোয়াদ্ নেকোয়ী কুনী
কে জাঁ দর্ ছরোকারে উ মি কুনী
গাদায়ে কে আজ্ পাদ্শা খাস্ত্ দোখ্ত্
কফা খোর্দ্দ্ ও ছওদায়ে বেহুদা পোখ্ত্।

তুমি বলিয়াছ, সমানেসমানে প্রেম ; এটা স্বার্থপর সুখান্বেষী ব্যক্তির কথা। জগতে যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতার ভিতরেই জীবনের সার্থকতা, জীবনের মহত্ত্ব। মৃত্যু! সে ত একদিন নিশ্চয়ই হইবে। বড়র ভিতর আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, নিজে বড় হইয়া মরিতে পারার মধ্যেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা! এই মরণের ভিতরেও একটা বিজয়ের গৌরব বিরাজমান।

উপদেশ দিয়ে তারে কোন লাভ নাই,
যার মনে উপদেশ নাহি পাবে ঠাঁই।
অধীর উন্মত্ত যে রে, প্রেমের পাগল,
যতই বুঝাও তারে, নাহি কোন ফল!

ছওয়ারের হাতে যদি লাগাম না রহে,
সে ঘোড়া ফিরান কভু তার কাজ নহে!
যতই বুঝাও, কিছু নাহি বুঝিবে সে,
পাগলামি বেড়ে যাবে তব উপদেশে!
বাতাস যতই দাও, বাড়িবে আগুন,
আঘাতে বাঘের রাগ হইবে দ্বিগুণ। (১)

---

(১) কছেরা নছিহত্ মগো আয়্ শেগেফ্ত্,
কে দানী কে দর্ওয়ে না খাহাদ্ গেরেফ্ত্।
জে কফ্ রফ্তা বেচারায়ে রা লাগাম্
না গোয়ান্দ্ কা আহ্স্তা রাঁ আয় গোলাম্।
ববাদ্ আতেশে তেজ্ বর্তর্ শওয়াদ্
পলঙ্গ্ আজ্ জদন্ কিনাওয়ার্ তর্ শওয়াদ্!

স্বার্থপর ক্ষুদ্র অতি যাহাদের মন,
সমানের পিছে তারা চলে সর্ব্বক্ষণ ;
কিন্তু রে উদ্‌ভ্রান্ত যারা, ভাবের পাগল,
বিপদের পথে চলে ভুলিয়া সকল !
একেবারে তেয়াগিয়া জীবনের আশা
অগ্নিময় এই পথে আমাদের আসা ! (১)

প্রকৃত প্রেমিক করে আত্মবিসর্জ্জন,
ক্ষুদ্র যে, আপন প্রেমে থাকে সে মগন। (২)
আপনার সুখ চায়, স্বার্থ আপনার,
প্রেমের কিছুই সে যে নাহি ধারে ধার !

একদিন হবে ভাই, অবশ্য মরণ,
তার তরে মরি, সে ত সুখেরি কারণ।
প্রিয়তম সে আমার—অতি প্রিয়তম,
মরণ তাহার হাতে সুধাময় মম ! (৩)

(১) পায় চু খোদাঁ খোদ্‌পরস্তা রওয়ান্দ্‌
বকোয়ে খতর্ নাক্ মস্তাঁ রওয়ান্দ্‌।
মন্ আউয়াল্ কেই কার্ ছার দাশ্‌তাম্
দিল্ আজ ছার বয়েক বার বর্ দাশ্‌তাম !

(২) ছার আন্দাজ্‌ দর্ আশেকী ছাদেকস্ত্‌
কে বদ জহ্‌রা বর্ খেশ্‌তন্ আশেকস্ত !

(৩) চু বেশক্ নবেশ্‌তস্ত্‌ বরছর্ হালাক্
বদস্তে দিলারাম্ খোশ্‌তর হালাক্ !

৯২

একদিন শুনিলাম, একটি পতঙ্গ মোমবাতীকে বলিতেছিল,—আমি তোমার একনিষ্ঠ প্রেমিক ; সুতরাং তোমাতে দগ্ধ হই, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু হে প্রিয়তম, তুমি কোন্ দুঃখে প্রতি রজনীতে এমন ভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন কর? কেন আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিজেকে এ ভাবে নিঃশেষ করিয়া দাও? তোমার ত কোন দুঃখের কারণ বুঝিতে পারি না। একথায় মোমবাতী জ্বলিতে জ্বলিতে প্রেমবিগলিতস্বরে পতঙ্গকে বলিল,—হে আমার প্রেমেরপাগল, তুমি আমার অবস্থা কি বুঝিবে? আমি চিরদিন এরূপ ছিলাম না। আমার আদিম নিবাসের সেই নন্দনোদ্যানে আমার হৃদয়ের ভিতর মধুতে পূর্ণ ছিল। সেই মধুর মিলনের দিন আমার নিকট কতই না মধুময় ছিল! তাহার পর সময়ের নির্ম্মম গতিতে আমার প্রাণেরপ্রাণ, আনন্দের নির্ঝর সেই মধু কঠোরহস্তে আমা হইতে অপহৃত করা হইয়াছে। সেই দিন হইতেই আমার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত! সেইদিন হইতেই তাহার বিরহের তীব্র অনলে প্রতি রজনীতে আমি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিঃশেষে বিলীন হইয়া যাই। বাহিরে যে আগুন দেখিতে পাও, ইহা সেই ভিতরের আগুনেরই বহির্ব্বিকাশ মাত্র।

না রোজে ব বেচারগী জাঁ দিহি
পছ্ আঁ বেহ্ কে দর্পায়ে জানাঁ দিহি!

নীরবে পুড়িয়া আমি দেখ সারা হই,
তথাপি কখনো কোন কথা নাহি কই।
হাসিয়া হাসিয়া ধীরে দেখ দাঁড়াইয়া,
আপাদ-মস্তক সব দেই জ্বালাইয়া।
প্রকৃত প্রেমের জেনো ইহাই ধরণ,
নীরবে বরিয়া লয় জ্বলন মরণ! (১)

করিও না দুঃখ কভু তাঁহার মরণে,
মরিল যে প্রিয়তম সখার কারণে। (২)
জীবন যে ধন্য তাঁর প্রেমের পূজায়,
জীবন জড়ান এই মরণের গায়!
স্বার্থ আর কলুষতা করিয়া বর্জ্জন,
হও খাঁটি প্রেমী সবে সা'দীর মতন। (৩)

(১) আগার্ আশেকী খাহি আমুখ্‌তন্
ব কোশ্‌তন ফরাহ্ ইয়াবি আজ ছুখ্‌তন্
(২) মকুন্ গিরিয়া বর্ গোরে মক্‌তুলে দোস্ত্
বেরও খর্রেমী কুন্ কে মক্‌বুলে উস্ত্।
(৩) আগার আশেকী ছার্ মশও আজ্ মর্জ্জ্
চু সা'দী ফেরো শবী দস্ত্ আজ্ গরজ্।

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

চতুর্থ অধ্যায়

তওয়াজো—বিনয়

৯৩

মাটি হ'তে ওহে নর, তোমার সৃজন,
মাটির মতই নত হও সর্ব্বক্ষণ।
আগুন হইতে তুমি তৈয়ারী ত নও,
উদ্ধত আগুন সম কেন তবে হও ? (১)

মুহূর্ত্তে অনল হয় কেমন ভীষণ,
মুহূর্ত্তে সে হয় ছাই ইহারি কারণ !
আগুন ভীষণ, তা'তে জনমে দানব,
মাটিতে জনমে নর সৃষ্টির গৌরব !

(১) জে খাক্ আফ্‌রিদত্ খোদা অন্দে পাক্,
পছ্ আয় বান্দা ওফ্‌তাদগী কুন চু খাক্ !
হরিছ্ ও জাহাঁ ছুজ্ ও ছর্‌কশ্ মবাশ্
জে খাক্ আফ্‌রিদন্দত্ আতেশ্ মবাশ্।

৯৪

পড়িল জলদ হ'তে এক বিন্দু জল,
বিশাল সমুদ্র হেরি' হ'ল সে বিহ্বল;
ভাবিল, ইহার কাছে আমি কিছু নয়,
নিজের অস্তিত্ব দিল করিয়া বিলয়!

শুক্তি অতি খুশী হয়ে তাহার আচারে,
রাখিল আদরে তারে বুকের মাঝারে।
আকাশ কর্ত্তব্য তার করিল পালন,
কালে সে মুকুতা হ'ল জগত-মোহন!
সম্রাট-মুকুটে হ'ল আসন তাহার,
চৌদিকে উঠিল তার জয়-জয়াকার। (১)

বড় হ'তে হ'লে আগে ছোট হওয়া চাই,
গৌরব তাহার ভবে, নত যে সদাই।

---

(১) শুক্তি = ঝিনুক।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, আকাশ হইতে সময়বিশেষে নিপতিত বারিবিন্দু শুক্তিকর্ত্তৃক গৃহীত হয়। এই বারিবিন্দুই কালে মুক্তায় পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রচলিত জনপ্রবাদ অনুসরণ করিয়া শেখ সা'দী এই তুলনাটি দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মেঘনাদ বধ কাব্যের ৬ষ্ঠসর্গে অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে, যথা :—

শুষে শুক্তি যথা
যতনে হে, কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব
অমূল মুকুতা-ফল ফলে যার গুণে
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগন মণ্ডলে।

আধুনিক বিজ্ঞান মুক্তার উৎপত্তির এইরূপ কারণ স্বীকার করে না।

আপনারে একেবারে করে যে বিলীন,
লভে সে জীবন চির মরণবিহীন! (১)

—০—

৯৫

একজন উদ্‌ভ্রান্ত ফকিরকে একটি মস্‌জিদ ঝাড়ু দিবার, ইহার জঞ্জালাদি পরিষ্কৃত করিবার ভার প্রদান করা হইয়াছিল। সেই হইতে তাহাকে সে মস্‌জিদে আর দেখা গেল না। কেহ তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিল,—ওহে, খোদার ঘর পরিষ্কার করিতে তোমার এরূপ অপমান বোধ হওয়া অন্যায়। ইহাতে সে ব্যথিত স্বরে বলিল,—মস্‌জিদের মধ্যে আমার অপেক্ষা অপবিত্র আর কিছুই বিবেচনা করি নাই। তাই সাবধানে নিজেকে দূরে রাখিয়াছি।

এর চেয়ে তরিকত নাই ফকিরের,
ভাবা সদা নিরুপায় অবস্থা নিজের।
বিনয় উন্নতি-পথে প্রধান সোপান,
বিনয়ে মানব হয় মহা মহিয়ান। (২)

(১) বলন্দী বদাঁ ইয়াফ্‌ত্‌ কো পছ্‌ত্‌ শোদ্‌,
দরে নিস্তি কোফ্‌ত্‌ তা হস্ত্‌ শোদ্‌।
(২) তরিকত্‌ জুজ্‌ ঈ নিস্ত্‌ দোরবেশ্‌ রা
কে আফ্‌গান্দা দারদ্‌ তনে খেশ্‌ রা।
বলন্দিয়াত্‌ বায়াদ্‌ তওয়াজো গুজিঁ
কে ঈ বাম্‌ রা নিস্ত্‌ ছোল্লম্‌ জুজ্‌ ঈ!

৯৬

কথিত আছে, অলিকুলশিরোমণি মহাত্মা হজরত বায়েজীদ বোস্তামী একদিন ঈদের প্রভাতে স্নানান্তে পথদিয়া গমন করিতেছিলেন। সহসা কোন একটি গৃহের উপরতল হইতে একব্যক্তি অসাবধানতাসহকারে একরাশি ছাই তাঁহার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করে। ইহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ও পোষাক-পরিচ্ছদ ছাই মাখিয়া একান্ত কলুষিত হইয়া যায়। তিনি তখন প্রশান্তভাবে মস্তকের পাগড়ী এবং শরীর হইতে ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিয়াছিলেন,—হে বায়েজীদ, তুমি যেরূপ পাপী, তাহাতে তোমার মাথায় অগ্নিবৃষ্টি হওয়া অনুপযুক্ত ছিল না; অগ্নির পরিবর্ত্তে এই ছাইবর্ষণে তোমার ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হওয়া উচিত নহে।

মহতে নিজের দিকে দেয় না নজর,
তত্ত্বজ্ঞানী কখনই নহে স্বার্থপর!
বোজর্গী কখন নাই সম্মানে, কথায় *
আচরণে মহৎ যে, চিনিবে তাঁহায়!

তত্ত্বজ্ঞানী যাঁরা, কিন্তু অহঙ্কারী নয়,
আখেরে বেহেশ্‌ত্‌ হবে তাঁ'দেরি নিলয়।

* বোজর্গী—মহত্ত্ব।

অহঙ্কারী উদ্ধত যে, পড়িবে মাটীতে,
বিনীত যে, উপরে সে পারিবে উঠিতে! (১)

৯৭

সংসারে অহঙ্কারে প্রমত্ত থাকিয়া ধর্ম্মার্জ্জন সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজের ভিতরেই আবদ্ধ, সে কদাচ খোদাদর্শন লাভ করিতে পারিবে না। যদি প্রকৃত গৌরব লাভ করিতে চাও, সাবধান, উপেক্ষার সহিত কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। (২)

লোকে যদি ভাল বলে স্বভাব তোমার,
এ চেয়ে সৌভাগ্য কিছু নাহি তব আর।
কেহ যদি তব কাছে করে অহঙ্কার,
কত ঘৃণ্য হয় সে যে নিকটে তোমার।
তব অহঙ্কার যদি দেখে অন্যজনে,
তেমনি করিবে ঘৃণা তোমা মনে মনে।

---

(১) কেয়ামত্ কছে বিনী আন্দর্ বেহেশ্ত্
কে মানী তলব্ কর্দ্দ্ ও দাবী বেহেশ্ত্।
তওয়াজো ছরে রফয়ত্ আফ্ রাজদত্
তকব্বোর্ বখাক্ আন্দর্ আন্দাজাদত্।

(২) গারত্ জাহ্ বায়দ্ মকুন্ চু খছাঁ
বচশ্মে হেকারত্ নেগাহ্ দর্ কছাঁ

তুমি যদি উচ্চস্থানে থাক দাঁড়াইয়া,
হাসিও না পতিত যে তাহারে দেখিয়া।
কত শত মহতের হয়েছে পতন,
পতিত তাঁহার স্থান করেছে গ্রহণ। (২)

মাতাল পতিত যে রে পথের ধূলায়,
হয় ত পেয়ারা * খোদা করিবেন তায়
সাধু যাঁরে দেখিতেছ শ্রদ্ধেয় সবার,
কে জানে হইবে কিবা পরিণাম তাঁর ?
তাই ভাই, করিওনা ঘৃণা কোন জনে,
সবারে সম্মান কর, ভালবাস মনে।

৯৮

কথিত আছে, হজ্‌রত ইসা আলায়হে ছালামের সময় এক-জন নামজাদা পাপিষ্ঠ ছিল। তাহার হৃদয় যেরূপ কঠোর, মস্তিষ্কও সেইরূপ জ্ঞানবুদ্ধিশূন্য। জীবনে সে কাহাকেও একবিন্দু আনন্দ দান করে নাই। নানা ব্যাভিচারে, অত্যাচারে

(২) চু ইস্তাদায়ী বর্‌ মোকামে বলন্দ্‌
বর্‌ ওফ্‌তাদাহ্‌ গার্‌ হোশ্‌মন্দী মখন্দ.
বছা ইস্তাদাহ্‌ দর্‌ আমাদ্‌ জে পায়ে
কে ওফ্‌তাদ্‌গানশ্‌ গেরেফ্‌তন্দ্‌ জায়ে !

* পেয়ারা—প্রিয়।

তাহার সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সৎপথ সে কখনো চক্ষে দেখে নাই। এক কণা পরিমাণ পুণ্যকার্য্যও সে জীবনে করে নাই। তাহার আমলনামায় এত পাপের বিবরণ ফেরেশ্‌তাগণ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল যে, তাহাতে আর লিখিবার স্থান ছিল না। সর্ব্বদা মদ্যে ও অন্য নানা দুষ্কার্য্যে সে রত থাকিত।

একদিন হজরত ইসা আ'লায়হেসালাম জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একজন বিখ্যাত দরবেশের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উপরোক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ইসা আলায়হেসালামের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে, অনলের আকর্ষণে পতঙ্গের মত তাহার প্রাসাদ ত্যাগ করতঃ উক্ত দরবেশের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হজরতকে দেখিবামাত্র তাহার সমস্ত হৃদয় নূতন স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া গেল। অনুতাপের বিদ্যুৎ-বহ্নিতে যেন তাহার সমস্ত হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। সে ইসা আলায়হেসালামের চরণের উপর পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—

আক্ষেপ! জীবন মম হয়েছে বিগত!
কোন কাজ করি নাই পাগলের মত!
ফুরাইয়া গেছে টাকা অসার খেলায়,
কিনিবার যাহা কিছু কিনিনি যে হায়!

প্রবীণের পাপ-ভারে অবনত শির,
অনুতাপে বহমান নয়নের নীর,

তার চেয়ে ভাল যে রে শৈশবে মরণ,
সহে না যে অনুতাপ--বিষম জ্বলন!
কেমনে বদন মম দেখাব শরমে,
তাই যে অশনি আজি বাজিছে মরমে! (১)

পাপ মোর ক্ষমা কর, জগতের পতি,
পতিতের ধর হাত, অগতির গতি!
শুনহ বৃদ্ধের এই আকুল ক্রন্দন,
কেহ আর নাই তার বলিতে আপন!

সমস্ত রাত্রি সেই পাপাচারী বৃদ্ধ এই ভাবে খোদার দরবারে মোনাজাতে তন্ময় ছিল। উক্ত দরবেশ তাহার দিকে কটাক্ষ করিয়া হজরত ইসা আলায়হেসালামকে বলিলেন,—হুজুর, এই বৃদ্ধের মত পাপিষ্ঠ জগতে দ্বিতীয় আর একটিও পাওয়া কঠিন। এরূপ ভয়ানক লোকের সহিত আমাদের একত্র বসাই সঙ্গত নহে। সমস্ত দেশের কাহারো অজ্ঞাত নাই যে, সে কেমন পাপাচারী! আপনার আমার মত লোকের সহিত তাহার কোন সংস্রবই থাকিতে পারে না। এরূপ ব্যক্তির জন্য পরলোকে দোজখ নিশ্চয়ই অবধারিত আছে। আমার ভয়

(১) বো রোস্ত্ আঁ কে দর্ অহ্দে তফ্লি বোমোর্দ্দ্
কে পিরানা ছর্ শরম্ ছারী নাবোর্দ্দ্!
গোনাহম্ বে বখ্শ্ আয় জাহাঁ আফ্রিন্
কে গার্ বা মন্ আয়াদ্ ফা বায়ছাল্ করিন্।
দরিঁ গোশা নালা গোনাগার্ পীর্
কে ফরিয়াদে হালম্ রছ্ আয় দস্তগীর্।

হইতেছে, তাহার নিকটে বসিলেও খোদার গজব * আমাদের উপর অবতীর্ণ হইতে পারে। হে খোদা, সেই মহা হাশরের দিনে যেন আমার এই বৃদ্ধের সহিত একত্র স্থান না হয়।

দরবেশটি এইরূপ বলিতেছিলেন, সহসা ইসা আলায়হে-সালামের নিকট খোদাতালার তরফ হইতে অহি আসিল,—হে ইসা, ইহাদের একজন আলেম ও শুদ্ধাচারী, পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি মূর্খ ও পাপিষ্ঠ। আমি এই উভয়ের প্রার্থনাই পূর্ণ করিলাম। যে বৃদ্ধ সমস্ত জীবন নষ্ট করিয়া আমার নিকট একান্ত কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, তাহাকে বলিয়া দাও, তাহার দোয়া আমি কবুল করিলাম—আমার অনুগ্রহের দরজা হইতে তাহাকে বিতাড়িত করা হইবে না। পরজীবনে তাহার প্রার্থনা অনুসারে তাহার স্থান বেহেশ্‌তেই নির্দ্দিষ্ট হইল। পরন্তু, ঐ উপাসনার পূজারী দরবেশকে বলিয়া দাও, সে যখন ঐ পাপাচারী বৃদ্ধের সহিত একত্র অবস্থিতি লজ্জাজনক মনে করিতেছে, যখন সে তাহার সহিত একস্থানে থাকিতে ইচ্ছুক নহে, তখন বেহেশ্‌তে উহার স্থান হইবে না। উহাকে উহার আত্মম্ভরিতার পুরস্কারস্বরূপ নরকেই বাস করিতে হইবে। বৃদ্ধ অনুতাপ ও পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত আমার ক্ষমার প্রার্থী হইয়াছে, পক্ষান্তরে দরবেশ দাম্ভিকতার সহিত নিজ এবাদতের উপর নির্ভর করিয়াছে। ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কার অপেক্ষা বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

* গজব—ভীষণ শাস্তি।

পোষাক সুন্দর যার, আচরণ নয়,
দোজখের যোগ্য সে ত, নাহিক সংশয় !
মনে মনে মহৎ যে ভাবে আপনারে
মহৎ সে কভু নয় জানিও সংসারে ! (১)

আবেদের মনে যদি থাকে অহঙ্কার
এবাদত বরবাদ হইবে তাঁহার ! *

যাও তাঁর দরবারে, হও নতশির,
বিনয়ে হৃদয় দিয়ে ফেল আঁখিনীর ;
তবে ত সাধনা তব হইবে সফল,
মনের কামনা যত পূরিবে সকল।

কথাতেই জ্ঞানিগণ থাকেন স্মরণে,
সা'দীর একটি কথা ভুলনা জীবনে,—
এবাদত করে রে যে, দেখা'তে অপরে,
তার চেয়ে ভাল পাপী, খোদারে যে ডরে। (২)

—০—

(১) কেরা জামা পাকস্ত্ ও ছিরত্ পলিদ্
দরে দোজখশ্ রা না বায়দ্ কিলিদ্।
চু খোদ্‌রা জে নেকাঁ শোমর্দী, বদী
নমি গঞ্জদ্ আন্দর্ খোদায়ী খোদী !

* আবেদ=এবাদত কারী—সাধক। বরবাদ=ধ্বংস।

(২) ছোখন্ মন্দ্ আজ্ আকেলাঁ ইয়াদ্ গার্
জে ছা'দী হামিঁ এক্ ছোখন্ ইয়াদ্‌দার্
গোনাগার্ আন্দেশা নাক্ আজ্ খোদায়ে
বে আজ্ পার্‌ছায়ে এবাদত্ নোমায়ে !

৯৯

কোন একজন প্রসিদ্ধ কাজীর বড় এক দরবার বসিয়াছিল। সেই দরবারে দেশের বড়বড় আলেম, আমীর ওমরা ও বোজর্গ্ লোকেরা সমবেত হইয়াছিলেন। একজন জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত দরিদ্র ফেকাশাস্ত্রবিৎ আলেমও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে কেহই চিনিত না। সুতরাং এই দরিদ্র-বেশপরিহিত, অপরিচিত ব্যক্তিটিকে বিখ্যাত বিখ্যাত লোকদের সমশ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া কাজীসাহেব বিরক্ত হইলেন। তিনি মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার দিকে চাহিয়া তীব্র কটাক্ষ করিলেন। উপস্থিত পুলিশকর্ম্মচারী কাজী-সাহেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া দরিদ্র ভদ্রলোকটার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে উঠাইয়া দিল, এবং তীব্র-ভাষায় তাঁহাকে বলিল,—ওহে, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, এই আসন তোমার উপযুক্ত নয়। যাও, ঐ নিম্নের আসনে গিয়া বস; অথবা একপাশে দাঁড়াইয়া সব দেখ। এখানে দেশের বোজর্গ্ লোকেরা উপস্থিত; ইঁহাদের সম্মুখে উদ্ধতপনা করিও না, অসভ্যের মত ব্যবহার করিও না। প্রত্যেকেই সভার সদরস্থানে বসিবার যোগ্য নহে। গুণানুসারেই, বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারেই লোকের আদর ও কদর হইয়া থাকে। লোকে বুঝিয়া কাজ করিলে আর উপদেশ দিবার দরকার হয় না। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই লোকে লজ্জা এবং কষ্ট পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজের পদমর্য্যাদা বুঝিয়া নিজের

উপযুক্ত আসন গ্রহণ করে, সভার মধ্যে তাহাকে এভাবে লজ্জা পাইতে হয় না। বাপু, রাগ করিও না; ভবিষ্যতে একটু বুদ্ধি খরচ করিয়া কাজ করিও। দরিদ্র দরবেশটি অবনত মস্তকে নিম্নের এক আসন গ্রহণ করিলেন। এই নিদারুণ অপমানে তাঁহার সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন প্রলয়-অগ্নি প্রজ্জলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ধীরভাবে এই অপমান সহ্য করিলেন।

অচিরে কি একটা বিষয় লইয়া কাজীর সভার আলেমদের ভিতর একটা ভীষণ তর্ক আরম্ভ হইল। কেহ এ পক্ষে, কেহ অপরপক্ষে প্রবল বক্তৃতা শুরু করিয়া দিলেন। এমন কি, ক্রমেক্রমে প্রায় সকলেই বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কেহ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন, কেহ বীরত্বের সহিত হুঙ্কার দিতে লাগিলেন, কেহ টেবিল চাপড়াইয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বলিতে কি, মোরগেরা পরস্পরকে চঞ্চু ও নখরাঘাত করিয়া যেমন ভয়ানকভাবে লড়াই করিয়া থাকে, তুমি দেখিলে ইহাদের তখনকার লড়াইকেও ঠিক সেইরূপ একটা কিছু মনে করিতে। বহুক্ষণ এই বাক্যবীরগণের লড়াই চলিল, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। মহাত্মারা তর্কের কোন মীমাংসাতেই পৌঁছিতে পারিলেন না। কেবল পরস্পরকে আক্রমণ করিতে করিতে সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

আমাদের সেই দরিদ্র, অবমানিত, অপরিচিত আলেম ভদ্রলোকটি এতক্ষণ সভার একপার্শ্বে বসিয়া এই সমস্ত ব্যাপার

অতীব কৌতুকের সহিত দেখিতেছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, তর্ক-সমর-নিরত বীরগণ সকলেই একরূপ অবসন্ন, তখন তিনি সভার একপ্রান্ত হইতে সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—আপনারা যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে এ অধীনেরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে ; অনুমতি হইলে বলিতে পারি। সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য বলিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন,—ভদ্রমহোদয়গণ, ধীরভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও সাধারণ যুক্তি দ্বারাই তর্কের মীমাংসা করিতে হয়। শারীরিক-শক্তিতে এবং উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় তর্কের মীমাংসা হইতে পারে না।

মীমাংসার তরে যুক্তি দলিল যে চাই,
রাগে ঘাড় ফুলাইলে কোন লাভ নাই। (১)

অতঃপর তিনি যথেষ্ট প্রমাণপূর্ণ ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এমন সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, সভার চারিদিক হইতে সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। বিষয়টির মধ্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত ছিল, দার্শনিক-ভাবে তৎসমুদয়ের আলোচনা দ্বারা তিনি স্বকীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিলেন। তাঁহার বক্তৃতার অশ্ব এমন বিচিত্র কৌশলের সহিত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল

---

(১) কে বোর্‌হান্ কবী বায়দ্ ও মা'নভী
না রগ্‌হায়ে গর্দ্দন্ বহোজ্জত্ কভী

যে, কাজী নিজেই কর্দ্দম-নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় থমক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি স্বকীয় পরিচ্ছদ ও পাগড়ী খুলিয়া অতীব সম্মানের সহিত দরিদ্র আলেমটির সম্মুখে তাহা উপস্থিত করিয়া বলিলেন—

আক্ষেপ ! কদর তব পারিনি' বুঝিতে,
পারি নাই এ অমূল্য রতন চিনিতে ! (১)
কত ভাগ্যবান আমি তব আগমনে,
বুঝিনি নির্ব্বোধ আমি তাহা এতক্ষণে !
এই দীন বেশে তুমি ছলিলে আমায় ;
ক্ষমা কর গোনাগার এই অভাগায়।

অ।বলম্বে পুলিশের বড়কর্ত্তা পরম আদরের সহিত তাঁহার মস্তকে কাজীর বহুমূল্য উষ্ণীষ পরাইয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি উপেক্ষার সহিত বলিলেন,—না, এই পাগড়ির আমার কোনই প্রয়োজন নাই।

শতহাত দীর্ঘ এই পাগড়ি কাজীর
পরিলে নিশ্চয় মোর বিগাড়িবে শির !
আমিও তাহ'লে কাল দেখি' দীন জনে
অপমান উপেক্ষায় ব্যথা দিব মনে !
নরের মাথায় চাই বুদ্ধি আর জ্ঞান,
তাহাতেই মানবের গৌরব সম্মান।

---

(১) কে হায়হাত্ কদ্‌রে তু না শেনা খ্‌তম্
বশোক্‌রে কতুমত্ না পর্ দাখ্‌তম !

তাজ আর পাগড়িতে কি কাজ আমার ?
বাড়ায় ইহাতে মনে শুধু অহঙ্কার ! (১)

নির্ব্বোধ, ভিতরে যার নাই কোন সার,
বাহির-বাহারে শুধু কি হ'বে তাহার ?
সুন্দর পাগড়ি আর ঝাঁকাল দাঁড়িতে,
বোকার কদর কভু পারেনা বাড়িতে !
ধায় যদি শত দাস তার পিছু পিছু
তবুও সম্মান তার বাড়িবেনা কিছু ! (২)

পাইল নির্ব্বোধ এক কুড়াইয়া কড়ি,
অমূল্য ভাবিয়া বুকে রাখিল আকড়ি'।
কড়ি কহে,—কেন মোরে করিছ আদর ?
ঢাকিতেছ কেন দিয়ে রেশমী চাদর ? [৩]
জরীর পোষাকে যদি সাজাও আমারে
তবু কোন মূল্য নাহি হ'বে কারো ধারে !

---

(১) খেরদ্ বায়দ্ অন্দর্ ছরে মর্দ্দ্ ও মগ্‌জ্
না বায়দ্ মরা চুঁ তু দস্তারে নগ্‌জ্

(২) বর্দি আকল্ ও হেম্মত্ না খাহম্ কছত্
অগর্ মি রওয়াদ্ ছদ্ গোলাম্ আজ্ পছত

(৩) চে খোশ্ গোফ্‌ত্ খর্ মোহ্‌রায়ে দর্ গেলে
চু বর্ দাশ্‌তশ্ পোর্ তামা' জাহেলে,—
মরা কছ্ না খাহদ্ খরিদন্ বহিচ্
ব দেওয়াঙ্গী দর্ হরীরম্ মপিচ্ ।

বড় কেহ নাহি হয় টাকার কারণে,
বড় তাঁরে বলি, গুণ আছে যাঁর মনে !
গাধারে সাজাও যদি গরদ তসরে,
তবু গাধা ক'বে তারে জগতের নরে ! (১)

দরিদ্র আলেমটি এইরূপ তীব্র ভাষায় উপদেশ দিয়া তাঁহার পূর্ব্বঅপমানের প্রতিশোধ লইতে লাগিলেন। মনে যাহার বেদনা লাগে, তাহার ভাষা স্বভাবতঃই রূঢ় হইয়া থাকে ; তাহা সঙ্গতও বটে। যখন তোমার বিরুদ্ধাচারী তোমার নিকট অবনমিত ও নিরুপায় হইয়া পড়ে, সেই সুবর্ণ-সুযোগে তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ইহাতে তোমার মনের বেদনা কতকটা প্রশমিত হইতে পারে। দরিদ্রবেশী আলেমের তীব্র বক্তৃতায় কাজী একান্ত নিরুপায় হইয়া "নফ্ছী নফ্ছী" (২) করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, তেমন বিপদ বুঝি তাঁহার জীবনে আর কখনো হয় নাই। সভাস্থ সমুদয় গুণগরিমাময় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও হতভম্বের মত অবাক হইয়া বসিয়া বসিয়া বিস্ময়ের ও আক্ষেপের সহিত স্বীয় স্বীয় অঙ্গুলি দংশন করিতে লাগিলেন। অপরিচিতের এই সমস্ত তীব্র উক্তির প্রতিবাদের সাহস ও সামর্থ্য কাহারো হইল না।

---

(১) না মোনয়েম্ বমাল্ আজ্ কছে বেহ্ তরস্ত্
খর্ আর্ জোল্লে আত্লছ্ বোপুশদ্ খর্স্ত্

(২) নফ্ছি নফ্ছি=বিপদসূচক কাতর উক্তি—ইহার শব্দগত অর্থ,—আমার কি হইবে? বাঙ্গালায় ত্রাহীত্রাহী শব্দটি অনেকটা এই শব্দের ভাব ব্যক্ত করে!

অপরিচিতের বক্তৃতার উপসংহারে যখন সভাস্থ সকলেই বিস্ময়বিমূঢ়, তখন তিনি সহসা সভা ত্যাগ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কাজীর আদেশে বহুলোক তাঁহার সন্ধানে চতুর্দ্দিকে ছুটিল; কিন্তু কেহই আর তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। দরবারের লোকেরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন,—আচ্ছা, বলুন ত, এমন বেপরোয়া, এমন তেজস্বী, এমন জ্ঞানী লোকটী হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কেহই কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। অবশেষে জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিলেন,—ঠিক কথা, এইবার বুঝিতে পারিয়াছি। প্রসিদ্ধ কবি শেখ সা'দী ব্যতীত এমন মধুর সুবক্তা, এমন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী এদেশে আর কেহই নাই। ইনি নিশ্চয়ই সেই প্রসিদ্ধ মহাকবি শেখ সা'দী! তিনি ধন্য, শত ধন্য! কথাগুলি তিক্ত হইলেও কি সুন্দর মধুর ভাষায় তিনি ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

১০০

গঞ্জা প্রদেশের এক বাদশা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী ছিলেন। একদিন তিনি প্রমত্ত অবস্থায় মদ খাইতে খাইতে সঙ্গিদলের সহিত এক মস্‌জেদে প্রবেশ করিলেন। তখনো তাঁহার নিকটে মদের পাত্র ও পেয়ালা ছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া স্থানীয় মুসলমানগণ একান্ত ব্যথিত হইল; কিন্তু

বাদশার নিকট তাঁহার এই অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কাহারো সাহসে কুলাইল না। নিকটেই একজন স্থফী দরবেশ বাস করিতেন। ইস্‌লামের এই বিষম অবমাননার সময় সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মনের দুঃখ নিবেদন করিল। অনেক সময়েই সাধারণ লোকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিত; সময় অসময়ে নানারূপ পরামর্শ লইত; যেমন কথিত আছে,—

আলেম আপনি তুমি নাহি হও যদি,
আলেমের উপদেশ শুন নিরবধি।

সমাগত লোকগুলি দরবেশকে অনুরোধ করিল,—হুজুর, এমন দোয়া করুন, যাহাতে এই দাম্ভিক বাদশার দর্প চূর্ণ হয়। কি আশ্চর্য্য! নিজে মুসলমান হইয়া পবিত্র খোদার ঘরে মাতাল অবস্থায় সদলে প্রবেশ করিল! মদ্যপানে সেই স্থান অপবিত্র করিল! আমাদের সাধ্য নাই যে, ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করি।

অভিশাপ নিপীড়িত ব্যথিত জনের
শক্তি ধরে অস্ত্রধারী শত সিপাইএর।

দরবেশ সমস্ত শুনিয়া খোদার দরগায় হাত তুলিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন,—

স্থখের সময় তাঁর এখন যেমন,
চিরকাল, খোদা, তাঁরে রাখিও তেমন।

সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বলিল,—হুজুর, এ কিরূপ বদদোয়া করা হইল ? * তাহার দুষ্কার্য্যের জন্য আপনি ত তাহাকে আশীর্ব্বাদই করিলেন। দরবেশ উত্তর দিলেন,—সে ভাল হইলেই দেশের কল্যাণ; সুতরাং আমার এই প্রার্থনা অন্যায় হয় নাই।

ফকিরের এইরূপ দোয়াপ্রার্থনার কথা বাদশার কর্ণগোচর হইল। তিনি সমস্ত শুনিয়া একান্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। ফকিরের মহত্ত্বে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল ; নিজ দুষ্কার্য্যের জন্য তিনি বড়ই লজ্জিত হইলেন। তাঁহার মন ফিরিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন,—আর নয় ; এমন উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে আর জীবন অতিবাহিত করা হইবে না। অবিলম্বে তওবা করিয়া সুপথে আসিতে হইবে। তিনি দরবেশকে সত্বরই একদিন দরবারে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর তাঁহার নিকটে তওবা করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। শুদ্ধাচারী সুফীর ন্যায় তিনি নির্জ্জন-জীবন যাপন করিয়া কঠোর যোগ-সাধনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বাদ্‌শার বৃদ্ধ পিতা তাঁহার সংশোধনের জন্য বহু চেষ্টা এবং বহু শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। দরবেশের উদার এবং স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে তিনি খোদার অনুগ্রহে অতি সহজেই সুপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

* বদদোয়া=অভিশাপ

কোমলতা কর যদি, বন্ধু হবে সবে ;
রূঢ়তায় বন্ধুগণ শত্রু তব হবে। (১)

কঠোরতা করিও না বড়লোক সনে,
কোমলতা কর তাঁর রূঢ় আচরণে।
যে যেমন লোক তার সহিত তেমন
করিবেক ব্যবহার বিচক্ষণ জন। (২)

মধুর ভাষায় কাজ হইবে সফল ;
তিক্তভাষী পা'বে মনে বেদনা কেবল।
মধুর বচন শিখ নিকটে সা'দীর,
ভালবাসা পা'বে তবে সারা পৃথিবীর।
কটুভাষী, সদা যার রূঢ় ব্যবহার,
এখনি মরণ হ'ক সেই অভাগার ! (৩)

মানিলাম তব কাছে টাকা কড়ি নাই,
দুনিয়ায় দীন তুমি, অভাবে সদাই,

---

(১) ব নর্মী জে দোশ্মন্ তওয়াঁ কর্দ্ দোস্ত্
চু বা দোস্ত্ ছখ্তী কুনী দুশ্মনোস্ত্

(২) বগোফ্তন্ দোরোশ্তী মকুন্ বা আমীর্
চু বিনী কে ছখ্তী কুনাদ্ ছোস্ত্ গীর্।

(৩) ব শিরিঁ জবানী তওয়াঁ বোর্দ্ গোয়ে
কে পয়ওস্তা তল্খী বরদ্ তন্দ্ খোয়ে !
তু শিরিঁ জবানী জে সা'দী বেগীর্
তোর্শ্ রোয়ে রা গো বা তল্খী বেমীর্ !

সা'দীর মতন মুখে মধুর বচন
থাকিতে কেহ ত নাহি করে নিবারণ। (১)

১০১

একজন জ্ঞানী ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অহেতু একটি মাতাল ঘাড় ধরিয়া অপমান করিয়াছিল। তিনি নীরবে ধীরভাবে এই অপমান সহ্য করিয়াছিলেন। ইহার কোনরূপ প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হন নাই। এই ব্যাপার তাঁহার জনৈক বন্ধু অবগত হইয়া তাঁহাকে অনুযোগের স্বরে বলিলেন,—

ক্ষমা করা নাহি চাই হেন বেতমিজে,
বল যদি, শিক্ষা তারে দেই আমি নিজে।

ধার্ম্মিক ব্যক্তিটি তাহার উত্তরে বলিলেন,—আমার সম্মুখে এমন কথা বলিও না। সামান্য একটি মাতাল মত্ত অবস্থায় যাহা করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লওয়া আমার উপযুক্ত কার্য্য নহে। বীরগণ ব্যাঘ্রের সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকেন, শৃগালের সহিত নয়।

জ্ঞানিগণ নীরবে সহেন অত্যাচার,
প্রতিদানে কল্যাণ করেন আরো তার! (২)

(১) গেরেফ্‌তম্ কে ছিম্ ও জরত্‌ চিজ্‌ নিস্ত্‌
চু সা'দী জবানে খোশত্‌ নিজ্‌ নিস্ত্‌।
(২) হুনর্ ওয়ার্‌ চুনিঁ জেন্দেগানী কুনাদ্,
জফা বিনদ্ ও মেহের্ বানী কুনাদ্‌!

১০২

অরণ্যবাসী জনৈক দরবেশকে একটি কুকুর ভীষণভাবে দংশন করিয়াছিল। তাহার বিষের যন্ত্রণায় তিনি সমস্ত রাত্রি মোটেই ঘুমাইতে পারেন নাই। তাঁহার একটি ছোট কন্যা ছিল। প্রাতে সে সমস্ত কথা শুনিয়া পিতাকে বলিল,—

কুকুরে তোমায় পিতঃ, করেছে দংশন ;
তোমার কাছে কি দাঁত ছিল না তখন ? (১)
তুমিও দংশন কেন করিলে না তারে ?
তোমার সহিত জোরে কভু কি সে পারে ?

এই শিশু-সুলভ সরল পরামর্শ শুনিয়া পিতা হাস্য করিয়া বলিলেন,—

তার চেয়ে বেশী জোর আছে মোর গায়,
ঘৃণা করি কিন্তু যে মা, কামড়িতে তায়।
মারে যদি শিরে মোর কেহ তরবারি,
কুকুরেরে কামড়িতে তবু নাহি পারি!
ছোটলোক কুকুরের মত করে কাজ
মানুষ যে, শোধ তার নিতে পাবে লাজ। (২)

(১) পেদর্ রা জফা কর্দ্ ও তন্দী নমুদ,
কে আখের তুরা নিজ্ দান্দাঁ নাবুদ্ ?
(২) মরা গর্ চে হম্ সুল্তনত্ বুদ্ বেশ্
দেরেগ্ আমাদম্ কামে দান্দানে খেশ্ !

১০৩

একজন বিখ্যাত বোজর্গ্ ব্যক্তির একটি দাস ছিল। তাহার মত অসৎ ও দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তাহার ব্যবহারে গ্রামের সকলেই একান্ত বিরক্ত। একদিন জনৈক ব্যক্তি উক্ত দরবেশকে বলিলেন,—আচ্ছা, বলুন ত, এমন চাকর আপনার কি কাজে লাগে? তাহার না আছে আদব তমিজ, না আছে কোন কার্য্যদক্ষতা। অসতের চূড়ান্ত, অভদ্রের শিরোমণি। এমন দাস আপনি কেন রাখিয়াছেন? কেন ইহাকে বিক্রয় করেন না? আমার মতে এক পয়সা মূল্য হইলেও এমন দাস এই মুহূর্ত্তেই বিক্রয় করা উচিত।

এই কথার উত্তরে বোজর্গ্ ব্যক্তিটি বলিলেন,—আপনি আমার দাসের যে সমস্ত গুণের বর্ণনা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছি। তথাপি ইহা দ্বারা আমার একটি বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অন্ততঃ সেইজন্য আমি ইহাকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহি। এ আমাকে ক্ষমা ও ধৈর্য্যগুণ শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহার অত্যাচার সহ্য করিতে করিতে আমার এমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, অন্যের

মহালস্ত্ আগার্ তেগ্ বর্ ছর্ খোরম্
কে দন্দান্ ব পায়ে ছগ্ আন্দর্ বরম্!
তওয়াঁ কর্দ্দ্ বা না কছাঁ বদ্ রগী
অলেকন্ না আয়াদ্ জে মর্দ্দম্ ছগী!

অত্যাচারও আমি হাসিমুখে সহ্য করিতে পারি। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে দাসকে আমি অসহ্য মনে করিতেছি, অন্যের নিকটে তাহাকে বিক্রয় করা, অর্থাৎ অন্যের স্কন্ধে এই অত্যাচারের বোঝা স্বেচ্ছায় চাপাইয়া দেওয়া মনুষ্যত্ব মনে করি না।

পছন্দ কর না যাহা তুমি নিজ তরে,
দিওনা দিওনা তাহা কখন অপরে।
ছবর বিষের মত আগে মনে হয়,
পরে কিন্তু তার ফল মধুরতাময়। (১)

১০৪

মা'রুফ কর্‌খী অতীব সদাশয় লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। একদিন তাঁহার বাটীতে একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীষণ পীড়ায় তাহার তখন মৃত্যু আসন্নপ্রায়। সে আসিয়াই শুইয়া পড়িল। তাহার কাতর-চীৎকারে চতুঃস্পার্শ্বস্থ লোকের বসতি করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। কেহই রাত্রিতে একবিন্দুও ঘুমাইতে পারিল না। কয়েকদিন চলিয়া গেল; ইহার মধ্যে সে নিজে না মরিলেও আর সকলকে বকিয়া-ঝকিয়া, নানারূপে বিরক্ত করিয়া খুন করিতে লাগিল। একমাত্র

(১) চু খোদ্ রা পছন্দি কছেরা পছন্দ্
তু দর্:জহ্‌মতি দিগরে রা মবন্দ্!
তহম্মল্ চু জহরত্ নোমায়াদ্ নোখোস্ত্
অলে শহদ্ গর্দ্দদ্ চু দর্ তবে' রোস্ত্

মা'রুফ্ কর্খী ব্যতীত আর কেহই তাহার নিকটে আসিত না। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া একাকী তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মানুষ এভাবে কয়দিন না ঘুমাইয়া পারে? একদিন রাত্রিতে তিনি অজ্ঞাতসারে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় সেই রোগীটি জাগ্রত হইয়া তাঁহার কোন সাড়া না পাইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে এবং মা'রুফ্ কর্খীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল। সে বলিল,—এমন ভণ্ড দুনিয়ায় আর একটীও নাই! সে ছদ্মবেশী বিড়াল-তপস্বী। যাঁহার নিকট সে এত সেবা ও আদর পাইতেছে, তাঁহার এক মুহূর্ত্তের নিদ্রাও সে সহ্য করিতে পারিল না।

মা'রুফ্ কর্খী জাগ্রত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে উক্ত অশিষ্ট লোকটির সমস্ত গালাগালির কথা শুনিলেন; এবং শুনিয়া সব নীরবে হজম করিলেন। একটি কথাও কহিলেন না; অতিথির প্রতি একটুও বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলেন না। বাটীর স্ত্রীলোকেরাও এই গালাগালির বিষয় শুনিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন মা'রুফ্‌কে বলিলেন, তোমার এ কেমন ব্যবহার? কোথাকার কে, জানা নাই, চেনা নাই! তাহারই জন্য এত কষ্ট করিবার কি দরকার? বিশেষতঃ সে যখন একান্ত অসঙ্গতভাবে তোমাকে এরূপ গালাগালি করিয়াছে, তখন তাহাকে আর এক মুহূর্ত্তও এ বাটীতে থাকিতে দিওনা, এখনি তাহাকে তাড়াইয়া দাও। যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে গিয়া হতভাগাটা

মরুক ! কোথাকার কে ? তার জন্য এত ঝামেলায় আমাদের প্রয়োজন কি ?

অসতের সাথে সৎ করা আচরণ,
উষর ভূমিতে যেন পাদপ রোপণ।
সুফল তাহাতে কিছু কভু নাহি হয় ;
অহেতু সময় তব করিওনা ক্ষয়।
অকৃতজ্ঞ নর চেয়ে কুকুর নিশ্চয়
শতগুণে ভাল, তা'তে নাহিক সংশয় ! (১)

এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া মা'রুফ্ কর্খী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এই হতভাগ্যব্যক্তি রোগে জ্ঞানহারা হইয়া প্রলাপের মত যাহা বলিয়াছে, তজ্জন্য তাহার উপর রাগ করিও না। সে আমার প্রতি অহেতু অসন্তুস্ট হইয়াছে। তাহার এই অনর্থ বকুনী সম্পূর্ণ অশোভন হইলেও আমি ইহাতে কৌতুক অনুভব করিয়াছি। যে দুঃখবেদনায় অধীর হইয়া কটু-কথা বলে, তাহার সে কথায় কান দিতে নাই। (২)

নিজে তুমি শক্তিশালী, সে কৃতজ্ঞতায়,
বহ দুর্ব্বলের বোঝা নিজের মাথায়। (৩)

---

(১) গার্ ইন্ছাফ্ খাহী ছগে হক্‌শেনাছ্
ব ছিরত্ বেহ্ আজ্ মর্দ্দমে না ছপাছ্ !

(২) জফায়ে চুনি কছ্ না বায়াদ্ শনুদ্
কে না তওয়ানদ্ আজ্ বেকরারী গনুদ্।

(৩) চু খোদ্‌রা কভী হাল্ বিনি ও খোশ্
ব শোক্‌রানা বারে জয়িফা বোকোশ্।

গৌরব-আকাঙ্ক্ষী জনে করে অহঙ্কার,
বুঝে না হীনতা এতে বাড়ে যে তাহার।
অপরের অত্যাচার সহনের মাঝে,
সৌভাগ্য উন্নতি ভবে সতত বিরাজে।

১০৫

জনৈক হীনচেতাব্যক্তি এক মহানপ্রকৃতির সুফী ভদ্রলোকের নিকটে গিয়া কিছু টাকা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটির হাতে তখন টাকা ছিল না; সুতরাং তিনি তাহাকে কিছুই দিতে পারিলেন না। ইহাতে অসৎ লোকটি পথেঘাটে, হাটেমাঠে, যেখানে সেখানে অকথ্য ভাষায় উক্ত ভদ্রলোকের নিন্দা ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে এমন কি, এরূপও প্রচার করিল,—

বিড়াল-তপস্বী বেটা থাকে চুপচাপ,
শিকার দেখিলে ধরে মারি' এক লাফ!
সাধু সাজে খের্‌কায় ঢাকিয়া শরীর;
জুয়াচোর ধড়িবাজ সাজিয়াছে পীর!

মস্‌জেদে বসিলে পা'বে শিকার প্রচুর,
তাই রোজ বসে আসি,' এমনি চতুর!

সকালে আহার, আর দু'পরে শয়ন,
এ দু'টি সুন্নত শুধু করে সে পালন। (১)

উক্ত দরবেশ সাহেবের জনৈক মুরিদ কমিনা লোকটির এইরূপভাবে প্রকাশ্যে অপবাদ প্রচারের কথা তাঁহাকে সবিস্তারে জানাইল। তাহার এইরূপ জানান কখনই সঙ্গত হয় নাই। পীরসাহেব ইহা শুনিয়া মুরিদকে বলিলেন,—দেখুন, যে আমার অসাক্ষাতে আমার নিন্দা প্রচার করিয়া বেড়ায়, তাহার অপেক্ষা সেই ব্যক্তিই অধিকতর হীন, যে সেই নিন্দার কথা আমার নিকটে আসিয়া বলে।

নিন্দুক মারি'ছে তীর মোরে লক্ষ্য করি',
পড়িছে সে তীর কিন্তু পথের উপরই!
সে কথা যে কহিতেছে আসি' মোর কানে,
সে তীর কুড়ায়ে যেন মোর পাশে আনে;

---

(১) কে চুঁ গোর্‌বা জানু বদিল্ বর নেহান্দ্
অগর্ ছয়েদে ওফ্‌তদ্ চু ছগ্ বর্ জাহান্দ্।
ছুয়ে মছ্‌জিদ্ আওয়ার্দ্দা দোকানে শয়েদ্
কে দর্ খানা কম্‌তর্ তওয়াঁ ইয়াফ্‌ত্ ছয়েদ্।
না পর্‌হেজগ্গার, না দানেশ্‌ওয়ারন্দ্
হমি বছ্ কে দুনিয়া বদীন মি খোরান্দ্!
জে ছুন্নত্ না বিনী দর্ ইশাঁ আছ্‌র
মাগার্ খাবে পেশিন্ ও নানে ছহর্!

তার পর বিধাঁয় তা' শরীরে আমার,
নিন্দুকের চেয়ে বেশী অপরাধ তা'র। (১)
শুনিনি' যে কথা আমি, পাইনি' বেদনা,
বলি' তাহা দুঃখ মোরে দিওনা দিওনা।

অতঃপর পীরসাহেব সেই নিন্দার প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেনঃ—

বলিছে সে দোষ মোর, দোষী আমি ঠিক ;
বরং বলেছে যাহা, তা' চেয়ে অধিক।
আমি জানি দোষ মোর সারা জীবনের,
জানা তা' সম্ভব নয় কভু অপরের। (২)

:•৬

ছালেহ্ নামক শিরিয়া দেশের জনৈক বাদশা অতিশয় ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তিনি প্রতিদিন ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণে বাহির হইয়া গোপনে সন্ধান লইতেন, তাঁহার প্রজাগণ কি

(১) একে তীরে আফ্গান্দ্ ও দর্ রাহ্ ফেতাদ্,
ওজুদম্ নয়াজার্দ্দি ও রঞ্জম্ না দাদ্
তু বর্দাশ্তী ও আমাদী ছুয়ে মন্,
হমি দর্ ছপুজী ব পহ্লুয়ে মন্।

(২) হনুজ আঁচে গোফ্ত্ আজ্ বদম আন্দকিস্ত্,
আজ্ আঁহা কেমন্ দানম্ আজ্ ছদ্ একিস্ত্

অবস্থায় দিনযাপন করিতেছে। একদিন তিনি অতি প্রত্যূষে দেখিলেন, দুই জন দরিদ্র ফকির কোন এক মস্‌জেদে শুইয়া আছে। রাত্রিতে নিদারুণ শীতে তাহারা মোটেই ঘুমাইতে পারে নাই; কারণ, তাহাদের নিকট প্রয়োজনানুরূপ কম্বল-আদি ছিল না। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ফকিরদের একজন অপরকে বলিতেছিল,—আমাদের বাদশা ছালেহ্‌ নানা আমোদপ্রমোদে, হাসিখেলায় দিন কাটাইয়া থাকেন; তাঁহার দরিদ্র প্রজাদের কোন সংবাদই তিনি রাখেন না। দেখ, নিশ্চয় জানিও, পরকালে এমন লোক কখনই বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। বেহেশ্‌ত্‌ আমাদের ন্যায় ফকিরদের জন্য। দেখ ত ভাই, সমস্ত জীবনটা আমরা কি কষ্টই না সহ্য করিতেছি! পরকালে আমরা অবার কষ্ট সহ্য করিব, ইহা হইতেই পারে না। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, পরকালে আমাদের স্থান বেহেশ্‌তে হইবে। তখন আমাদের এই হতভাগা বাদ্‌শা যদি বেহেশ্‌তের প্রাচীরের নিকটেও আসে, তাহা হইলে জুতা মারিয়া তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিব। (১) তাহার এইরূপ ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতি-শোধ তখন কিন্তু আমি না লইয়া কিছুতেই ছাড়িতেছি না।

লোক দু'টি বাদশার বিরুদ্ধে এইরূপ তীব্র আলোচনা করিতেছিল। বাদশা মালেক ছালেহ্‌ ছদ্মবেশে নিকটে বসিয়াই সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাঁহার মাথা ভাঙ্গিবার সংকল্পের কথা

---

(১) আগার ছালেহ্‌ আঁজা বদেওয়ারে বাগ্‌
দর আয়াদ্‌ বকফ্‌শশ্‌ বদরম্‌ দেমাগ্‌!

পরিব্যক্ত হইবার পর তিনি আর সেখানে বিলম্ব করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি চলিয়া গেলেন। ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। বিশ্বসংসার জাগরিত হইল। বাদশা যথারীতি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সেই দুই ফকিরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা ভয়েভয়ে দরবারে হাজির হইয়া সিংহাসনের পার্শ্বে কম্পিত হইতে লাগিল। বাদশা তাহাদিগকে গৌরবজনক আসনে বসাইলেন। অতঃপর তাহাদিগকে সুভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া বহু অর্থ ও সুগন্ধিসিক্ত পরিচ্ছদাদি উপহার প্রদান করা হইল। অনুগ্রহ-বৃষ্টির দ্বারা বাদশা তাহাদের হৃদয়ের বহু দিনের সঞ্চিত ধূলিকালিমা ধুইয়া মুছিয়া দিলেন।

বাদশার এইরূপ অভাবনীয় অনুগ্রহে ফকিরদ্বয় একান্ত বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। তখন তাহাদের একজন করজোড়ে বাদশাকে বলিল,—হুজুর জাহাঁপানা, আমাদের প্রতি সহসা এইরূপ অনুগ্রহবর্ষণের কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

পুরস্কার পায় যারা ভাল কাজ করে,
কি দেখিলে ভাল কাজ মোদের ভিতরে? (১)

বাদশা ফকিরের এই কথা শুনিয়া প্রফুল্ল গোলাপ ফুলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমি তেমন লোক নই যে রাজত্ব-গৌরবে মত্ত হইয়া দরিদ্র নিরুপায় ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে

(১) পছন্দিদ্‌গাঁ দর্‌ বোজর্গী রছন্দ্‌
জে মা বন্দ্‌গানত্‌ চে আমাদ্‌ পছন্দ্‌?

উদাসীন থাকিব। সেইজন্যই তোমাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিলাম। এখন আমার আশা এই যে, তোমরা দুই জনে বেহেশ্‌তে গিয়া আমার উপর তোমাদের যে শত্রুভাব আছে, মাথার মধ্যে তাহা আর রাখিবে না। আমি আজ তোমাদের সহিত বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করিয়া রাখিলাম। তোমরা বেহেশ্‌তে গিয়া সে কথা ভুলিয়া যাইও না; আমাকে শত্রু মনে না করিয়া বন্ধু মনে করিও। তোমাদের অধিকৃত বেহেশ্‌তের প্রাচীরের পার্শ্বে গেলেও তোমরা আমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে, অদ্য প্রত্যুষে তোমরা এইরূপ পরামর্শ করিয়া ছিলে; সে মতলবটা এখন ত্যাগ করিতে পারিবে কি? এ কথায় ফকিরদ্বয় একান্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া বাদশার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

যদি মহত্ত্ব চাও, এইরূপ পথ অবলম্বন কর। নিরুপায় দুস্থগণের শত দোষত্রুটী বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগের হস্ত ধারণ কর, তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর কর।

নিজেরে নিঃশেষে ভাই, করিয়া বিলীন,
অপরের উপকার কর নিশিদিন।
আপনি জ্বলিয়া বাতী করে আলো দান,
অপরের তরে জ্বলে মহতের প্রাণ!
তাই সদা মহতের এতই আদর,
খ্যাতির জ্যোতিতে তাঁর পূর্ণ চরাচর। (১)

(১ক) ওজুদে দেহদ্‌ রোশনায়ী বজমা'
কে ছুজিয়াশ্‌ দর্‌ ছিনা বাশদ্‌ চু শমা'

আপনারে পূর্ণজ্ঞানী ভাব তুমি মনে,
তবে আর জ্ঞান তুমি লভিবে কেমনে ?
পূর্ণ যাহা আবার তা' পারে কি পূরিতে ? (১)
অহমিকা সাবধানে হইবে দূরিতে।

আপনারে জ্ঞানহীন ভাবি' হও নত,
প্রকৃত জ্ঞানে ত তবে হবে সমুন্নত !
সা'দীর মতন যদি ত্যজ অহঙ্কার,
জ্ঞানে পরিপূর্ণ হবে হৃদয় তোমার ! (২)

১০৭

জনৈক রাজার একটি ভৃত্য পলায়ন করিয়াছিল। রাজার হুকুমে যখন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল, তখন তিনি তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ জল্লাদ তাহাকে হত্যা করিবার জন্য তরবারি উত্তোলিত করিল। এই বিষম বিপদের সময় নিরাশা-ব্যথিত স্বরে হতভাগ্য দাসটী খোদা-তা'লার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল যে,—হে খোদা, আমাকে অহেতু হত্যা করিবার এই অপরাধ আমি ক্ষমা

(১) তু খোদ্‌রা গোমাঁ। বোর্দ্দায়ী পোর্ খেরদ্
আনায়ী কে পোর্ শোদ্ দিগর্ চু পোরদ্ ?
(২) জে হাস্তি দর্ আফাক্ সা'দী ছেফত্
তিহি গর্দ্দ্ ও বাজ্ আয় পোর্ মা'রেফত্ !

করিলাম; তুমিও ক্ষমা করিও। চিরজীবন বাদশার দানেই আমি প্রতিপালিত হইয়াছি; তাই, হে খোদা, তোমার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা,—তুমি তাঁহার পাপ ক্ষমা কর; যেন তিনি হাশরের দিনে শত্রুদলের সম্মুখে লজ্জিত না হন।

বাদশা নিকটেই ছিলেন; গোলামের মৃত্যুকালীন প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল, তাঁহার সমস্ত রাগ পানি হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গোলামকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অতঃপর তাহাকে পার্শ্বে ডাকিয়া স্নেহের সহিত তাহার মস্তকে ও চক্ষে অসংখ্য চুম্বন করিলেন। গোলাম অচিরে বাদশাহী বাদ্যবাদকদলের পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত হইল; তাহার ক্ষমতা গৌরব যথেষ্ট বাড়িয়া গেল। দেখ, এইরূপ বিষম বিপদের সময়ও শুধু কোমলতা দ্বারা গোলামটি কিভাবে রক্ষা পাইল!

জ্বলে যদি কারো মনে ক্রোধ-হুতাশন,
বিনয়-সলিল তাতে করিও সিঞ্চন!
হয় ত সে রাগ তার রহিবেনা আর
মধুর সম্বন্ধ হবে স্থাপিত আবার!

১০৮

কথিত আছে, প্রসিদ্ধ জ্ঞানী হজরত লোকমান সুশ্রী পুরুষ ছিলেন না। তাঁহার শরীরও অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। বাগ্‌দাদ

সহরের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাকে ভ্রমক্রমে নিজের দাস মনে করিয়া মাটি কাটিবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। একবৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর উক্ত ব্যক্তির নূতন গৃহ নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইল। এ পর্য্যন্তও ধনী লোকটি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন নাই। হজরত লোক্‌মান্‌ও কোন প্রতিবাদ উত্থাপিত করেন নাই। সহসা একদিন যে দাসটি ভ্রমে লোক্‌মানকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল। এখন মনিব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লোকমান হাকিমের নিকট একান্ত বিনীত-ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। লোকমান হাসিয়া বলিলেন,—ক্ষমা চাহিবার কোনই প্রয়োজন নাই। সুদীর্ঘ একটি বৎসর আমি আপনার জুলুমে হৃদয়ের রক্ত জল করিয়াছি; আজ এক মুহূর্ত্তেই তৎসমুদয় কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইব? তথাপি হে সৎব্যক্তি, আমি আপনাকে ক্ষমা করিব; কারণ, আমার এই অহেতু পরিশ্রম ও অত্যাচার সহ্যকরণ দ্বারা আপনার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার কোনই ক্ষতি হয় নাই। আপনার বাটী তৈয়ার হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেক বাড়িয়াছে। আমার বাটীতেও গোলাম আছে; আমি অনেক সময় তাহাকে কঠোর কঠোর কার্য্যে নিয়োজিত করিতাম। আপনার বাটীতে আমি যে কঠোরতা সহ্য করিয়াছি, ইহা যখনই আমার মনে হইবে, তখন আর তাহাকে তেমন কঠোর কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিব না, তাহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে পারিব না।

অপরের অত্যাচার সহেনি যে জন,
বুঝেনা সে নির্য্যাতিত জনের বেদন!
পছন্দ করনা তুমি রূঢ় ব্যবহার,
রূঢ়তা করোনা তাই উপরে কাহার! (১)

১০৯

প্রসিদ্ধ অলী হজরত জনিদ বাগদাদী একটি কুকুরকে ছানয়ার জঙ্গলে দেখিয়াছিলেন; তাহার দন্তগুলি উৎপাটিত ছিল। সুতরাং শিকার ধরিবার কোন সাধ্য তাহার ছিল না। হজরত সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া তাহাকে নিজখাদ্যের অর্দ্ধেক দান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে,—বাহ্যদৃষ্টিতে আজ আমি কুকুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার অদৃষ্টে কি আছে, তাহা কে বলিতে পারে? যদি আমার ইমান ও ধর্ম্মজীবন রক্ষিত হয়, তবে হয় ত খোদা আমাকে ক্ষমা করিবেন। নতুবা নরকেই আমার স্থান হইবে। কোন কুকুর কিন্তু কখনো নরকে যাইবে না।

---

(১) হর্ আঁ কছ্ কে জওরে বোজর্গাঁ না বোর্দ্দ্
না ছুজশ্ দিলশ্ বর্ জয়িফানে খোর্দ্দ্।
গার্ আজ্ হাকেমাঁ ছখ্‌ত্ আয়াদ্ ছোখন্
তু বর্ জের্ দস্তাঁ দোরোশ্‌তী মকোন্।

ওহে সা'দী, এই পথ মহা পুরুষের,
গুরুত্ব কিছুই তিনি দেন না নিজের।
নিজেরে ভাবেন হীন কুকুর হইতে
গৌরব তাঁহার তাই ফেরেশ্‌তা চাইতে। (১)

১১০

একজন মাতাল একদিন রাত্রিতে বেহালা লইয়া যাইতেছিল। পথে একজন দরবেশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। মাতাল অহেতু দরবেশের মস্তকে মত্ত অবস্থায় এমন ভীষণ প্রহার করে যে, তাহার ফলে বেহালাটি ভাঙ্গিয়া যায়। দরবেশও মস্তকে ভীষণ বেদনা প্রাপ্ত হন, এবং শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে থাকে। পরদিন প্রাতে ধীরস্বভাব দরবেশ কয়েকটি মুদ্রা মাতালের নিকট প্রেরণ করেন; এবং এই কথা বলিতে বলিয়াদেন যে, কল্য তুমি মত্ত অবস্থায় আমার মাথাটিও ভাঙ্গিয়াছ, নিজের বেহালাটিও ভাঙ্গিয়াছ। আমার মাথার জন্য চিন্তা নাই; উহা বিনা খরচেই শীঘ্র সারিয়া যাইবে; কিন্তু টাকা না হইলে তোমার বেহালাটি সারা হইবে না। সেইজন্য টাকা কয়টি পাঠাইলাম, গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

(১) রাহ্‌ ইনস্ত্‌ সা'দী কে মর্দ্দানে রাহ্‌
ব এজ্জত্‌ না কর্দ্দন্দ্‌ দর্‌ খোদ্‌ নেগাহ্‌,
আজি বর্‌ মালায়েক্‌ শরফ্‌ দাশ্‌তন্দ্‌
কে খোদ্‌রা বে আজ্‌ ছগ্‌ না পিন্দাশ্‌তন্দ্‌।

সহেন মাথার' পরে বহু অত্যাচার
মহানপ্রকৃতি যাঁরা, প্রিয় সে খোদার,
আসন তাঁদের তাই সবার মাথায়,
অতুল গৌরব লভে সারা দুনিয়ায়। (২)

—০—

১১১

একজন বড়লোক সংসারের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া নির্জ্জন-সাধনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। কিন্তু একজন কবি তাঁহার ভীষণ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিয়া গেলেন। তিনি লিখিলেন,—

সাবধান, কেহ যেন না যায় ওখানে;
কি মতলব আঁটিয়াছে মনে, তা কে জানে?
সোলেমান নবীজীর সিংহাসনে যেন
কুটিল-প্রকৃতি দেও সম ওরে জেনো!
বিড়ালের মত দেহ সদা পরিষ্কার,
শিকারের দিকে সদা খেয়াল তাহার!
দেখায় "তাকোয়া" শুধু নামের কারণে *
ঢোলের আওয়াজ যথা শোনে সর্ব্বজনে!
ভিতর ফাঁকা যে তা'র, জানে তা' সবাই,
কিছুই যে নাই তা'তে, কিছুই যে নাই!

---

(২) আজহাঁ দোস্তানে খোদা বর্ ছরন্দ
কে আজ খল্ক্ বিছিয়ার্ বর্ ছর্ খোরন্দ

* তাকোয়া—ধর্ম্মভীরুতা।

দরবেশ তাঁহার এই নিন্দার কথা শুনিয়া খোদাতা'লার নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলেন,—হে খোদা, এই ব্যক্তির গোণা মাফ কর; তাহাকে তওবা করিবার শক্তি ও মতি দাও। আর আমার যে সমস্ত দোষ আছে, তাহাও তুমি ক্ষমা কর। আমাকে সুপথে পরিচালিত কর।

কস্তুরী দেখিয়া মূর্খ যদি নাক ঢাকে,
দুর্গন্ধ বলিয়া শত নিন্দা করে তা'কে,
কস্তুরীর অপযশ তা'তে নাহি হয়,
মূর্খরে পাগল কিন্তু সকলেই কয়! (১)

১১২

এক ব্যক্তি হজরত আলীর (আঃ) নিকট একটি সমস্যা আনিয়া তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করিয়াছিল। হজরত আলী তখন একটি সভার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমস্যাটির যুক্তিতর্কপূর্ণ সুন্দর উত্তর প্রদান করিলেন। সেই সভাস্থ একজন হজরত আলীর উত্তরের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—হে আমিরুল্ মুমেনীন, আপনি যাহা বলিলেন, আমার নিকটে তাহা সঙ্গত মনে হইতেছে না। তাঁহার এইরূপ প্রতিবাদে হজরত

(১) আগার্ আব্লহে মোশ্ক্রা গান্দা গোফ্ত্
তু মজমু' শও কো পারা গান্দা গোফ্ত্।

একটুও বিরক্ত হইলেন না ; বরং তাঁহাকে কোমল ভাষায় বলিলেন,—বেশ, তুমি যদি ব্যাপারটির ইহা অপেক্ষা ভাল মীমাংসা করিতে পার, তবে তোমার বক্তব্য কি, বল। তিনি যাহা জানিতেন, সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার উত্তরে খলিফা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং বলিলেন, আপনি ঠিক বলিয়াছেন ; আমারই ভুল হইয়াছিল।

তখনকার দিনে হজরত আলী অপেক্ষা আলেম ও জ্ঞানী অন্য কেহই ছিলেন না ; পক্ষান্তরে তিনিই তখন বিশাল মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের খলিফা বা অধিনায়ক। তাহা সত্ত্বেও একজন সাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ্যভাবে তিনি নিজের ত্রুটী স্বীকার করিলেন ; নিজের সিদ্ধান্তের উপরে তাঁহার সিদ্ধান্তকে স্থান-দান করিলেন। এইরূপ উদাহরণ বর্ত্তমান যুগে পাওয়া একরূপ অসম্ভব। এখনকার কোন আমিরের সহিত কেহ ঐরূপ ব্যবহার করিলে দারবান তাহাকে মারিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া সভা হইতে দূর করিয়া দিত ; তাহার কথায় কান দেওয়া ত বহুৎ দূরের কথা। (১) তিনি বলিয়া উঠিতেন,—

বোজর্গ্‌ লোকের পরে কথা যা'রা কয়,
বেয়াদবী, বোকামীর দেয় পরিচয়।

---

(১) মূল গ্রন্থকার শেখ সা'দী এখানে তাঁহার সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানের অবস্থা ইহা অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, অহমিকাতে জগত ভরিয়া গিয়াছে।

কহিও না নিজমুখে তুমি নিজ গুণ,
সাধারণে তাহা হ'লে কহিবে দ্বিগুণ।
তুমি যদি নিজমুখে নিজগুণ গাও,
অপরে ক'বেনা কিছু, মনে রেখ তা'ও। (১)

১১৩

একদিন হজরত ওমর একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। লোকের অত্যন্ত ভীড় ছিল, তিনি অসাবধানতা বশতঃ একজন ফকিরের পা মাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ফকিরটি তাঁহাকে চিনিত না; সুতরাং সে রাগান্বিত হইয়া হজরত ওমরকে বলিল,—

কপালে কি চোখ নাই, পারনা দেখিতে?
হুঁশিয়ার হ'য়ে পথ হয় যে চলিতে!

হজরত অপ্রস্তুত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—

চোখ আছে, কিন্তু ভাই, করেছি অন্যায়;
ক্ষমা কর— কিবা আর বলিব তোমায়।

তখনকার দিনে বোজর্গ্ লোকেরা, খলিফা আমিরেরা এইরূপই ছিলেন। অধীনস্থ লোকদিগের প্রতি তাঁহারা একবিন্দু অত্যাচারও করিতেন না।

---

(১) মগো তা বোগোয়ান্দ্ শোক্‌রত্ হাজার্
চু খোদ্ গুফ্‌তী আজ্ কছ্ তওয়াক্কো মদার্।

মহৎ জ্ঞানীর মাথা বিনীত সতত ;
ফলভরে শাখা যথা থাকে অবনত !
ভয় যদি কর ভাই, সে রোজ হাশরে,
ক্ষমা কর, যা'রা সবে তোমা ভয় করে। (১)
অধীনের মনে কভু দিওনা বেদনা ;
তব চেয়ে বলবান আছে কত জনা !

১১৪

এক ব্যক্তির স্বভাব অতি সুন্দর ছিল। তিনি কাহারো নিন্দা করিতেন না। এমন কি, দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণেরও প্রশংসা করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর একজন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিল, তিনি ফুলের মত মধুরভাবে হাসিতে হাসিতে বুল্‌বুলের মত কম-কণ্ঠে বলিতেছেন,—

মানবের পরে নাহি ছিলাম কঠোর,
কঠোরতা হয় নাই তাই পরে মোর !

(১) ফেরো তর্ বুয়াদ্ হোশ্‌মন্দে গজীন্,
নেহাদ্ শাখে পোর্‌মেওয়া ছর্‌বর্‌জমীন্।
আগার্‌মি বেতর্‌ছী জে রোজে শোমার্
আজ্‌আঁ কেজ্‌তু তর্‌ছদ্ খাতা দর্‌গোজার্।

১১৫

একবার মিসর দেশে বহুদিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। প্রসিদ্ধ নীলনদী তাহার ফলে প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল। লোকের ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল; দেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। দেশের বহুলোক পাহাড়ের নিকট-বর্ত্তী ময়দানে একত্রিত হইয়া পানির জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছিল। (১) তাহাদের চোখের জলে সেই স্থান ভিজিয়া গেল; আশা, তাহার ফলে যদি আকাশ হইতে বারি বর্ষিত হয়।

সেই স্থানের নিকটে জগৎবিখ্যাত অলী জোন্নুন্ মিছ্রী বাস করিতেন। কেহ কেহ তাঁহার নিকট এই সংবাদ জানাইয়া বলিল,—হুজুর, আপনিও খোদার নিকট পানির জন্য দোয়া করুন। আপনার দোয়া নিশ্চয়ই কবুল হইবে। (২) কারণ, খোদাপ্রিয় ব্যক্তির প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না। জোন্নুন এই কথা শুনিবার পর তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে বহুদূরে মদিল নামক স্থানে চলিয়া যান। ইহার পর যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছিল।

---

(১) বৃষ্টির জন্য বহুগ্রামের লোক একত্রিত হইয়া মাঠের মধ্যে নামাজ পড়ার ও খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা করার প্রথা এদেশে এখনো প্রচলিত আছে। উক্ত নামাজকে এস্তেস্কার নামাজ বলে। এই নামাজের উদ্দেশ্য প্রায়ই সফল হইয়া থাকে। অনুবাদক একবার স্বয়ং উক্ত নামাজের শরীক হইয়াছিলেন।

(২) ফেরো মন্দাগাঁ রা দোয়ায়ে বোকোন্
কে মক্‌বুল্ রা রদ্ না বাশদ্ ছোখন্।

জোন্নুনের জনৈক ঘনিষ্ট বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হুজুর, আপনি সহসা ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন কেন? ইহার উত্তরে হজরত জোন্নুন (আঃ) বলিয়াছিলেন,—

শুনিয়াছি পাপীদের পাপের কারণে
কষ্ট পায় পশুপক্ষী আদি জীবগণে! (১)

আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, আমারই পাপের ফলে হয় ত এ অঞ্চলে বারিবর্ষণ বন্ধ আছে, এবং সহস্র সহস্র মানব ও অন্যান্য প্রাণী কষ্ট পাইতেছে। অতএব, যখন সকলে পানির জন্য খোদার দর্গায় প্রার্থনা করিতেছিল, তখন তাহার নিকটে আমার অবস্থিতি সঙ্গত মনে করি নাই। কারণ, হয় ত আমার পাপের জন্য খোদাতা'লা অন্য সকলের প্রার্থনাও কবুল করিবেন না।

মহৎ যে, আপনারে ছোট ভাবে মনে.
প্রকৃত মহত্ত্ব তাঁ'রি উভয় ভুবনে। (২)
হইতে যদ্যপি চাও সকলের প্রিয়,
আপনারে মূল্যবান কভু না ভাবিও!
সা'দী ত বিনত সদা মাটির মতন,
মরণের আগে তাঁ'র হয়েছে মরণ!

---

(১) শনিদম কে বর্ মোর্গ্ ও মুর্ ও দদাঁ
শওয়াদ্ তঙ্গ্রুজী ব ফে'লে বদাঁ!

(২) বোজর্গে কে খোদ্রা ব খোর্দ্দী শোমর্দ্,
বদনিয়া ও ওক্‌বা বোজর্গী বেবোর্দ্!

কবিতা-কাননে সা'দী সুকণ্ঠ বুল্‌বুল্,
সঙ্গীত-মাধুরী তাঁ'র জগতে অতুল।
যেদিন তাঁহার হাড় হয়ে যাবে মাটি,
জন্মিবে কুসুম কত ইহা হ'তে খাঁটি! (১)

১) কে গার্ খাক্ শোদ্ সা'দী উরা চে গোম্'
কে দর্ জেন্দগী খাক্ বুদস্ত্ ও হম্!
নেগর্ তা গুলিস্তানে মা'নী শেগোফ্‌ত্
বরো হিচ্ বুল্‌বুল্ চুনিঁ খোশ্ নাগোফ্‌ত্।
আজব্ গার্ বেমীরদ্ চুনি বুল্‌বুলে,
কে বর্ ওস্ত্‌খানশ্ না রোয়াদ্ গুলে!

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

পঞ্চম অধ্যায়

রেজা

(খোদাতা'লায় আত্মসমার্পণ)

১১৬

একদিন রাত্রে গভীর ভাবুকতার সহিত চমকপ্রদ ভাষায় একটি সুন্দর বিষয় লিখিতেছিলাম ; যেন সমস্ত গৃহ জ্ঞান-প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় একজন ক্ষুদ্রচেতা বাচাল আমার নিকটে আসিয়া আমার লেখাটি একবার পড়িল ; তারপর বলিল,—"বেশ"। আমি কিন্তু বুঝিলাম, সে মোটেই সন্তুষ্ট হয় নাই। অতঃপর সে মন্তব্য করিতে লাগিল,—ওহে, তোমার লেখা ত দেখিতেছি, কেবলই ধর্ম্মোপদেশ এবং তত্ত্বকথায় পূর্ণ। যুদ্ধ বিগ্রহের বীররসপূর্ণ ঘটনা লিখ না কেন ? এ সব না হইলে কি স্ফূর্ত্তি হয় ? তোমার লেখার মধ্যে তরবারির আস্ফালন, ধনুকের টঙ্কার, বীরগণের হুঙ্কার—এসব কোথায় ? ফেরদৌসী, নিজামী ইত্যাদি এই সমস্ত বীররসের চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। তোমা দ্বারা তেমন কিছুই হইল না !

আমি তাহার কথার সমুচিত উত্তর দিতে পারি নাই; কারণ, তখন আমার যুদ্ধ করিবার খেয়াল ছিল না। যদি আমি তর্ক-সমরে প্রবৃত্ত হইতাম, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত যে, আমার স্বপক্ষে যুক্তিও দুর্ব্বল ছিল না।

খুলি যদি আমি মম রসনার অসি,
জগতের আঁখি তা'তে যাইবে ঝলসি'!
অসির হইতে বেশী ধারাল লেখনী,
কলমে অধীন তব হইবে ধরণী!
কে আসিবে! এস রণে হও অগ্রসর,
সা'দীর কলম দেখ কত খরতর। (১)

১১৭

সৌভাগ্য খোদার অনুগ্রহেই হইয়া থাকে; শুধু বাহুবলে কখনই হইতে পারে না। নিয়তির জোর না থাকিলে তরবারির শক্তি প্রকাশ পায় না। যখন আকাশের গতির উপর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, তখন অগত্যা খোদার ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করাই কর্ত্তব্য।

---

(১) তওয়ানম্ কে তেগে জবাঁ দর্ কশম্
জাহানে ছোখন্ রা কলম্ দর্ কশম্।
বেয়া তা দরিঁ শেওয়া চালশ্ কুনাম্
ছরে খছ্ম্ রা ছঙ্গে বালশ্ কুনাম্?

ভাগ্যে যদি থাকে তব সুদীর্ঘ জীবন,
সাপের, বাঘের মুখে হবেনা মরণ।
আয়ু যদি নাহি রয়, মধুর পানীয়
খেয়েও মরিবে তুমি, নিশ্চয় জানিও। (১)

—০—

১১৮

জনৈক গ্রাম্যলোকের একটি গর্দ্দভ মরিয়া গিয়াছিল। সে গাধাটির মস্তক তাহার শস্যক্ষেত্রে টাঙ্গাইয়া রাখিল; কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহাতে তাহার শস্যের উপর কুলোকের বদনজর লাগিবে না। একজন জ্ঞানীলোক এই ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেচারা গাধাটি জীবিত অবস্থায় লাঠি খাইয়া খাইয়া নাজেহাল হইয়াছে, এক দিনও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে নাই। এখন মরিয়া গিয়া সে কেমন করিয়া লোকের কুদৃষ্টির হাত হইতে ভুঁই খানাকে রক্ষা করিবে। (২)

---

(১) গারত্ জেন্দ্গানী নভেশ্তা স্ত্ দের্
না মারত্ গজায়াদ্ না শোম্শের্ ও শের্।
আগর্ দর্ হায়াতত্ না মান্দস্ত্ বহ্র্
চুনানত্ কোশদ্ নোশ্দারু কে জহর্। *

(২) জনসাধারণের ভিতর এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, কোন ভালদ্রব্যের উপর কুলোকে হিংসার সহিত দৃষ্টি করিলে ঐ দ্রব্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। এই ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে কাল হাঁড়ির তলায় চুণের দাগ দিয়া শস্যক্ষেত্রে অনেক সময় রাখিয়া দেয়। এইরূপ অন্যে অনেক কাজ করিতে অনেক সময় দেখা যায়।

হাকিম নিজেই মরে ব্যাধির পীড়নে,
অপরের ব্যাধি সে গো সারিবে কেমনে ?
সারে বটে রোগ, সে ত খোদার কৃপায়,
ঔষধের সাধ্য নাই, রোগীরে বাঁচায় !

১১৯

অপরে আঘাত যদি করে কেহ মোরে,
আশ্রয় তোমার কাছে চাহি আমি তো রে।
তুমি যদি মার, চা'ব কাহার আশ্রয় ?
অধীন জনের পরে হও হে সদয় !

জ্ঞানী যে খোদার কাছে প্রাণের ভাষায়
ক্ষমা আর স্নেহদান সততই চায়।
বেদনা পাইলে কোন খোদার বিধানে,
সে কথা বলে না কারে কভু কোন খানে। (১)

১২০

কেশ নামক প্রদেশের জনৈক দরবেশ তাঁহার সহধ। [illegible] কি সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন! তিনি বলিলেন,—হে

---

(১) বদাওয়ার্ খোরোশদ্ খোদা অন্দে হোশ্
না আজ্ দস্তে দাওয়ার্ বর্ আরদ্ খোরশ্।

প্রিয়তমে, যদি খোদা তোমার বদনের সৌন্দর্য্য কিছু কমই দিয়া থাকেন, তবে রঙ্ মাখাইয়া তাহা বাড়াইবার চেষ্টা করিও না। কারণ, স্বাভাবিকভাবে যাহা নাই, কৃত্রিম ভাবে তাহা করা যাইতে পারে না। করিলেও তাহা কল্যাণকর হয় না।

জোর করি' ভাগ্যবান কেহ নাহি হয়,
ছোর্মায় অন্ধ চোখ সারে না নিশ্চয়।
শিরায় শিরায় বদ রহিয়াছে যার,
পারে কি সে ভাল কাজ কভু করিবার ?

কুকুরে ছিঁড়েই শুধু পথিকের বাস,
সিলাই করেছে, হেন নাহি ত প্রকাশ।
বড় বড় দার্শনিক মিলিয়া সকলে,
অমৃত করিতে কভু পারে না গরলে। (১)

চেষ্টায় হয় না কভু ডুমুরের ফুল,
স্বভাবের বিপরীত আশা করা ভুল।

---

(১) কে হাছেল্ কুনাদ্ নেক্বখ্তী বজোর্ ?
ব ছোর্মা কে বিনা কুনাদ্ চশ্মে কোর্ ?
না আয়াদ্ নেকো কারী আজ্ বদ্রগাঁ
মহালস্ত্ দোজন্দগী আজ্ ছগাঁ
হামা ফিল্ ছুফানে ইউনান্ ও রূম্
না দানন্দ্ কর্দ্দ্ আঙ্গ্বিন আজ্ জকুম্
ফিল্ ছুফান=দার্শনিক ;
ইউনান—গ্রীক ?

অসভ্য কাফ্‌রী কোন অসিত বরণ,
হাম্মামে লইয়া তা'রে করিয়া যতন
সাবান মাখাও খুব, ধোও শতবার,
তবু সে হবে না সাদা চেষ্টায় তোমার! (১)
খোদার বিধান যদি বদলে না ভাই,
খুশী হ'য়ে তাহাতেই রাজী থাকা চাই।

—o—

১২১

একদিন একটি গৃধিণী তাহার বন্ধু চিলকে বলিল,—ওহে, আমি কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহা কি তুমি অবগত আছ? আমার মত দূরদৃষ্টি এই জগতের উপর কাহারো নাই। চিল বলিল,—তাহা হইতে পারে। কিন্তু শুধু কথার কোনই মূল্য নাই। তুমি দূরের জিনিস কেমন দেখিতে পার, তাহার একটি পরীক্ষা দাও। ঐ যে বহুদূরে জঙ্গল দেখা যাইতেছে, উহার পার্শ্বে কি কি আছে, বলত? শুনিয়াছি, প্রায় একদিনের পথ দূরে বসিয়া তাহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল। শকুনটি সেই স্থান হইতেই বনের পার্শ্বে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—ভাই, যদি তুমি বিশ্বাস কর, তবে শুন,—বনের পার্শ্বে ঠিক ঐ

(১) ব কোশেশ্‌ না রোয়াদ্‌ গুল্‌ আজ্‌ শাখে বেদ্‌
না জঙ্গী ব গরমাবা গর্দ্দদ্‌ ছোফেদ্‌!
চু রদ্‌ মি না গর্দ্দদ্‌ খোদঙ্গে কাজা
ছপর্‌ নিস্ত্‌ মর্‌ বান্দারা জুজ্‌ রেজা।

স্থানটিতে একটি গমের দানা দেখা যাইতেছে। চিল এই কথায় একান্তই বিস্মিত হইল। সে ত কিছুই দেখিতে পাইল না, এবং বিশ্বাসই করিতে পারিল না যে, এতদূর হইতে একটি গমের দানা দেখা যাইতে পারে। তখন শকুনের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য উভয়ে একসঙ্গে নিম্নাভিমুখী হইয়া সেই বনের দিকে উড়িতে লাগিল। বনের সন্নিকটে আসিয়াই শকুনটি বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া যখনই সেই গমটা আনিতে অগ্রসর হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার পায়ে শিকারী-রক্ষিত ফাঁদ আটকিয়া গেল। বহু চেষ্টা করিয়াও সে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। দানাটি ভক্ষণ তাহার অদৃষ্টে ত জুটিলই না, বরং এই টানাটানির ফলে তাহার ঘাড়ে এই বন্ধন দৃঢ়ভাবে আটিয়া গল।

সঙ্গীর এই বিপদে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া চিল বলিল,— ভাই, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, অত দূর হইতেও তুমি সামান্য গম্‌টি দেখিতে পাইলে, আর এত নিকটে আসিয়াও এই বৃহৎ ফাঁদের বন্ধনটি তোমার চক্ষে পড়িল না! তোমার দূরদৃষ্টির পরিণাম এবং ফলাফল যখন এইরূপ, তখন তাহাতে কি লাভ? বিপদের সময় এই দূরদৃষ্টির দ্বারা ত তোমার কোন উপকারই হইল না। শুনিয়াছি, শকুনটি তাহার বন্ধন-অবস্থায় এইরূপ উত্তর দিয়াছিল,—

যা হ'বার হইবেই, জানে জ্ঞানিগণ,
কপালের লেখা কভু হয় না খণ্ডন।

আসে রে ঘনা'য়ে যবে মরণ যাহার,
সূক্ষ্ম বিবেচনা তার নাহি থাকে আর !
অনন্ত সাগর যা'র নাই কোন কূল,
সাঁতারের বাহাদূরী করা তথা ভুল ! (১)

—০—

১২২

একজন সুদক্ষ চিত্রকর হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, জিরাফ, গরুড় ইত্যাদি নানা প্রাণীর সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিতেন। একদিন তিনি বলিতেছিলেন,—খোদা যাহা সৃষ্টি করেন নাই, তাহার ছবি আমি আঁকিতে পারি না ; তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের অনুকরণ করাই শুধু আমা দ্বারা সম্ভবপর—তাহার অধিক একটুও নহে। ঠিক এইরূপ খোদার যাহা বিধান, মানুষ নিজ-ইচ্ছাক্রমে সেইরূপ কার্য্যই করিয়া যায় ; তাঁহার বিধানকে কোনরূপেই সে অতিক্রম করিতে পারে না। *

---

(১) আজল্ চু ব খুনশ্ বর্ আওয়ার্দ্দ্ দস্ত্
কাজা চশ্মে বারিক্ বিনশ্ বে বস্ত্।
দর্ আবে কে পয়দা না দারদ্ কেনার্
গরুরে শেনাওয়ার্ না আয়াদ্ বকার্ !

* জগতে অস্তিত্ব নাই, এমন অনেক কাল্পনিক প্রাণীর ছবি চিত্রকরগণ আঁকিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তাঁহারা সৃষ্ট পদার্থের অনুকরণ না করিয়া পারেন না। কল্পিত প্রাণীটির বিভিন্ন অঙ্গের আদর্শ সৃষ্ট পদার্থ হইতেই গৃহীত। মানব যাহা কখনই দেখে নাই, প্রত্যক্ষ অনুভব করে নাই, তাহার কল্পনা করিতে পারে না। এইজন্যই পরলোকের, স্বর্গ ও নরকের কল্পনা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

করিছে যে কাজ তব চোখের সামনে,
কাজের মালিক সেই, ভাবিও না মনে !
যে জন পিছনে থাকি' করাইছে কাজ,
তাঁরেও বারেক দেখ, হে জ্ঞানী সমাজ !
ফুটিত যদিরে তব অন্তর-নয়ন,
সকল "কাজের কাজী" বুঝিতে সেজন। (১)

[১] খোদার ইচ্ছার বাহিরে কোন কাজই হইতে পারে না, একথা সর্ব্বতোভাবে সত্য। তথাপি মানবের স্বাধীন ইচ্ছার ও স্বাধীন চেষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সত্য আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ। মানব-জীবনে যুগপৎভাবে এই উভয় ইচ্ছাই কার্য্যকরী হইয়া থাকে, ইহা 'শরীয়তের' এবং সাধারণ জ্ঞানিগণের সমবেত সিদ্ধান্ত। এই সমস্ত কবিতায় কবি ভাবপ্রবণতার সহিত মানবের স্বাধীনতা অস্বীকার করিলেও সে কথা তর্কে টিকিতে পারে না। মানবের কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা নীতি-শাস্ত্রের (Ethics) ভিত্তিমূল চূর্ণ হইয়া যাইবে, কেহ কোন কার্য্যের জন্যই দায়ী হইবে না। তবে মানব পরোক্ষভাবে খোদার বিধান অনুসারেই স্বেচ্ছায় পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

খোদার ও মানব-ইচ্ছার সম্বন্ধনির্ণয় দর্শন-শাস্ত্রের একটি জটিলতম সমস্যা। এই তর্কের আবর্ত্তে পড়িয়া মুসলমানদের ভিতর জব্‌রিয়া কাদ্‌রিয়া প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

১২৩

একটি উষ্ট্র-শাবক দীর্ঘপথ পর্য্যটনের পর ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামের সময় তাহার মাতাকে বলিয়াছিল,—হে মাতঃ, যদি আমার অধিকারে আমার লাগাম থাকিত, আমি কখনই এই কাফেলার * সঙ্গে এ ভাবে বোঝা বহন করিতে যাইতাম না। হায়, গতি-বিষয়ে আমার কোনই স্বাধীনতা নাই! আমার পরিচালক অন্য একজন!

মানব, স্বাধীন নও তুমি নিজ কাজে,
স্বাধীনতা যাহা দেখ, কেবলি ধাঁ ধাঁ যে!
যে দিকে চালান তিনি, সেই দিকে চল,
যেরূপ বলান, নিজে সেইরূপই বল!

দুর্দ্দৈব-ঝটিকা যদি বহেরে প্রবল,
কোথায় জাহাজ নিয়ে দেয় রসাতল!
সুদক্ষ নাবিক তথা কি করিবে হায়,
কাতর-চীৎকার তার আকাশে মিলায়! (১)

হে সা'দী, অন্যের পানে চেওনা কখন,
খোদাই জানিও সব কাজের কারণ! (২)

---

* কাফেলা=একসঙ্গে পর্য্যটনকারী পথিক গণ—Caravan

(১) কাজা কিশ্‌তি আঁজা কে খাহদ্ বরদ্
আগার্ নাখোদা জামা বর্ খোদ্ দরদ্

[২] মকুন সা'দিয়া দিদা বর্ দস্তে কছ্
কে বখ্‌শেন্দা পরোয়ার্ দিগরস্ত্ ও বছ্!

ওহে ভাই, সত্য-পথে থাকিতে যে চাও,
তাঁর পদে আপনারে মিলাইয়া দাও!
তাঁর দ্বার:হ'তে দূর করিলে তোমারে,
কোথাও পাবে না স্থান, যাও যা'রি ধারে! (১)

১২৪

উদ্দেশ্য অনুসারেই এবাদতের ফল ফলিয়া থাকে। সারহীন খোশা দ্বারা কোনই উপকার হয় না। তুমি সংসারবিরাগী ফকিরের খের্কাই পরিধান কর, অথবা ইস্লামদ্রোহী ব্যক্তিগণের পুরোহিতের পরিচায়ক উপবীতই ধারণ কর, তাহাতে লাভ বা লোকশান কিছুই নাই, তোমার উদ্দেশ্য-অনুসারেই তোমার কার্য্যের বিচার হইবে। (২)

দেখাও লোকেরে তব যাহা আছে তাই,
লাজের কারণ এতে কিছুই ত নাই।

---

[১] আগার্ হক্ পরস্তী জে দর্হা বছত্
কে গার্ ওয়ে বেরানদ্ না খাহদ্ কছত্।
গর্ উ নেক্ বখ্তত্ কুনাদ্ ছর্ বর্ আর্
অগর্ না, ছরে না ওমেদী বেখার্।

[২] চে জুন্নারে মগ্ বর্ মিয়ানত্ চে দেল্ক্
কে দর্ পূশী আজ্ বহ্রে পিন্দারে খল্ক্

যাহা নাই, তাই যদি চাও দেখাইতে,
অহেতু হইবে তব শরমঃপাইতে। (১)

লাজ নাই, যদি তুমি হও কিছু খাটো,
দুপায়ে বাঁধিয়া কাঠ কেন মিছে হাঁটো?
ইহাতে লম্বতা তব বাড়িবে না কিছু,
ছুটিবে বালক দল তব পিছু পিছু!
হাসিবে সবায় দিয়ে ঘন করতালি ;
লভিবেক উপহাস অপমান খালি!

পয়সার পরে কর সোণার কলাই,
মোহর ভাবিবে তারে, হেন কেহ নাই। (২)
সাবধানে খাঁটি কাজ কর সর্ব্বজন,
প্রতারণা বেশীক্ষণ রহেনা গোপন।

১২৮

পাহাড়ে' বাবা বলিয়া পরিচিত একজন দরবেশ ফকির জনৈক সুযশপ্রার্থী অতিথিকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,—

---

[১] ব আন্দাজায়ে বুদ্ বায়াদ্ নমুদ্,
খেজালত্ না বোর্দ্দ্ আঁকে যে নমুদ বুদ।

[২] মনেহ্ জানেমন্ আবে জর্ বর্ পশিজ্
কে ছর্রাফে দানা নাগিরদ্ বচিজ্।

প্রতারণা করি' যাওয়া যাবে না স্বরগে,
ভাল যদি চাও, যাও, সুকাজ কর গে' ।
হাশরের দিনে সেই চরম বিচারে,
স্বরূপ সবার বা'র হবে একেবারে ।
তখন রবে না বাবা, ঐ আবরণ,
দেখিবে ভিতর তব ঘৃণিত কেমন ! (১)

১২৬

কথিত আছে, একদিন একটি ছোট নাবালক ছেলে রোজা রাখিয়াছিল। চারিদিকে ধন্যধন্য পড়িয়া গেল ; এতটুকু ছেলে রোজা রাখে ! ওস্তাদ্‌জী বলিলেন,—আজ আর খোকার স্কুলে যাইয়া কাজ নাই ! পিতা স্নেহের সহিত তাহার চক্ষু চুম্বন করিলেন, মাতা মস্তক চুম্বন করিলেন। তাহাকে আদরের চূড়ান্ত করা হইতে লাগিল ! সকলেই বলিল, বাহ্‌ বাহ্‌, বেশত ! এতটুকু ছেলে ! তাহাকে নানা পুরস্কার প্রদত্ত হইল।

এদিকে প্রহরেক বেলার সময়ই ছেলেটীর বেশ ক্ষুধা বোধ হইতে লাগিল। সে ভাবিল, আর কতক্ষণ ! এই ত বেলা শেষ

---

[১] না শায়াদ্‌ ব দাস্তান্‌ শোদন্‌ দর্‌ বেহেশ্‌ত্‌
কে.বাজত্‌ রওয়াদ্‌ চাদর্‌ আজ্‌ রুয়ে জেশ্‌ত্‌।

হইয়া আসিল; এক প্রহর বেলা হইয়াছে, আর ত মোটে তিন প্রহর। মধ্যাহ্নকালে তাহার উদরের মধ্যে দস্তুরমত অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়া গেল। সে দেখিল, আর সহ্য করা যায় না। গোপনে যদি কিছু খাই, কে তাহা জানিতে পারিবে? সুতরাং একফাঁকে সকলের অজ্ঞাতসারে সে কিছু খাইয়া ক্ষুধা দূর করিল। সকলেই কিন্তু বলিতে লাগিল, আহা, বাছা রোজা রাখিয়াছে! তাহার গোপনে আহারের কথা কেহই ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না।

হে মানব, যদি তুমি গোপনে পাপ করিয়া বাহিরের সুকার্য্য-দ্বারা লোকের প্রশংসা অর্জ্জনের চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার অবস্থা ঐ বালকের অপেক্ষা একটুও শ্রেষ্ঠ নহে। খোদা সবই দেখিতেছেন, তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? ছেলেটি খোদাকে লক্ষ্য করে নাই, মানবের প্রশংসা লাভই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। তোমার অবস্থাও যে ঠিক সেইরূপই হইল! সে নির্ব্বোধ শিশু, কিন্তু তুমিত বয়স্থ ও বুদ্ধিমান! তুমি কেমন করিয়া ক্ষমার আশা করিতে পার!

বে অজু নামাজ যদি পড় তুমি ভাই,
জানিবে তা,' এজগতে হেন কেহ নাই।
কিন্তু তা' খোদার কাছে রবেনা গোপন,
সাবধান, ভয় তাঁরে কর সর্ব্বক্ষণ! (১)

(১) কে দানদ্ চু দর্‌বন্দে হক্ নিস্তী?
আগার্ বে অজু দর্ নামাজ্ ইস্তী!

সে নামাজ হ'বে তব চাবি দোজখের,
করিবে যা লম্বা তুমি সম্মুখে অন্যের। (১)

সোজাপথে যদি তুমি কর পর্য্যটন,
সত্বর গন্তব্য স্থলে করিবে গমন।
বিপথে ভ্রমণ তুমি করিছ সদাই,
দিনদিন পিছাইয়া পড়িতেছ তাই। (২)

উপদেশ যাহা সা'দী করেন প্রদান,
হে বাছা, যদ্যপি শুন দিয়া মনপ্রাণ,
জনকের উপদেশ শুনহ যেমন,
তা'হ'লে সৌভাগ্য তুমি করিবে অর্জ্জন।
কিন্তু ইথে কান তুমি নাহি দাও যদি,
সহিতে হইবে পরে দুখ নিরবধি। (৩

(১) কিলিদে দরে দোজখস্ত্ আঁ নামাজ্,
কে দর্ চশ্মে মর্দ্দম্ গোজারি দারাজ্।

(২) রাহে রাস্ত্ রও তা বমন্জেল্ রছী
তু বর্ রাহ্ নেয়ী জিঁ কবল্ ওয়াপেছী

(৩) তুরা পন্দে সা'দী বছস্ত্ আয় পেছর্,
আগার্ গোশ্ গিরী চু পন্দে পেদর্!
গর্ এম্রোজ্ গোফ্তারে মা নাশ্নভী
মবাদা কে ফর্দ্দা পেশিমাঁ শভী!

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

ষষ্ঠ অধ্যায়

কানা'য়্যাত

(সন্তোষ—অল্পেতুষ্টি)

১২৭

খোদার প্রদত্ত সম্পদে যে সন্তুষ্ট নহে, সে খোদাতা'লাকে জানে না। যাঁহারা অল্পেতুষ্ট, তাঁহারা দরিদ্র হইলেও সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করেন, সঞ্চয়ী লোভিগণের ইহা অনুধাবন করা উচিত। অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া একস্থানে স্থির-ভাবে সাধনা কর; তাহা হইলে দেখিবে, তোমার ভিতরে অতুলনীয় বিভবসম্পদ বিকশিত হইবে। যে পাথর সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান, তাহার উপর কোন উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না। [১] যাহার মন সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ, তাহার মনের ভিতরেও সদ্ভাবের সৃষ্টি হইতে পারে না।

---

(১) ছকুনী বদস্ত্ আওয়ার্ আয় যে ছবাত্

কে বর্ ছঙ্গে গর্দ্দাঁ। না রোয়াদ্ নবাত্।

ইংরাজীতে এই বচনটি ঠিক ইহার অনুরূপ,—

Rolling stone gathers no moss.

উদর পূরিয়া করে যেজন আহার,
বুদ্ধি জ্ঞান নাই বেশী মগজে তাহার!
লোভীর উদর আর দুইটি নয়ন,
থাকিতে জগত'পরে ভরে না কখন! [১]
হে মন, সামান্য ধনে হও ফুল্লপ্রাণ,
ভিখারী ভূপতি তবে দেখিবে সমান। [২]
হও যদি স্বার্থপর পেটের পূজারী,
পেটের ধাঁধায় ঘোর দুয়ারে সবারি,
কেব্‌লা বানাও তবে ইহারে উহারে,
হীন বেশে ঘোর সদা মানবের দ্বারে। [৩]
পেটুক খাইয়া বেশী সদা কষ্ট পায়,
খাইতে না পেলে মরে ক্ষুধার জ্বালায়।
পেটের কারণে তার কত যে লাঞ্ছনা।
উদরপূজক কেহ হ'ওনা হ'ওনা।

—০—

(১) নাদারন্দ্‌ তন্‌ পর্‌ওর্‌ আগাহী
কে পোর্‌ মে'দা বাশদ্‌ জে হেক্‌মত্‌ তিহি।
দো চশ্‌ম্‌ ও শেকম্‌ পোর্‌ না গর্দ্দদ্‌ বহিচ্‌
তিহি বেহ্‌তর্‌ ই রুদায়ে পিচ্‌ পিচ্‌।
(২) কানা'য়াত্‌ কুন্‌ আয় নফ্‌ছ্‌ বর্‌ আন্দকে
কে সুল্‌তান ও দর্‌বেশ বিনী একে।
(৩) আগর্‌ খোদ্‌ পোরস্তী শেকম্‌ তব্‌লা কুন্‌
দরে খানায়ে ই ও আঁ কেব্‌লা কুন্‌।
কেবলা=যে দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে হয়—কাবা শরিফ।

১২৮

বস্‌রায় একটি অতি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি এবং কয়েকজন দরবেশ একসঙ্গে পথপর্য্যটন করিতেছিলাম। আমাদের ভিতরে একজন লম্বোদর পেটুক ছিলেন; অধিক আহারের জন্য তাঁহার শক্তিসামর্থ্যও একটু কম ছিল। কিছুদূর চলিতে চলিতে তিনি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। আমাদের সঙ্গে আহার্য্য কিছুই ছিল না। সেই নির্জ্জন পথে কিছু সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হইল না। পেটুক ভদ্রলোকটি অগত্যা একটি সুদীর্ঘ খর্জ্জুর বৃক্ষে উঠিয়া খর্জ্জুর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন! তিনি যখন খর্জ্জুরসংগ্রহে তন্ময়, তখন উদরের বিরাট বোঝা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বৃক্ষ হইতে নিম্নে পড়িয়া গুরুতর আঘাত পাইলেন। আমরা তাঁহাকে বাঁচাইতে অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। হতভাগ্য সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনায় আমরা বড়ই দুঃখিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। সেই স্থানের প্রধান শাসনকর্ত্তা এই সংবাদ অবগত হইয়া আমাদের নিকটে আসিলেন, এবং আমরাই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছি, এইরূপ সন্দেহ করিয়া তিনি আমাদের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমরা তাঁহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলাম,—

পেট তারে ফেলিয়াছে পাদপ হইতে,
বেচারা পেটের ভার পারেনি' সইতে!

পেটুক দুর্ব্বল হয়, জানে সর্ব্বজন,
পেটুক দেখিতে কমই পাবে বিচক্ষণ।
উদর পায়ের বেড়ী, হাতের শিকল।
উদর-পূজক পূজে খোদারে বিরল! [১]
কবরের মাটি বিনা পূরেনা উদর।
পবিত্র রাখহ সদা তোমার অন্তর। [২]

সমস্ত শুনিয়া তিনি আমাদিগকে মুক্তিদান করিলেন।

১২৯

এক দরিদ্রব্যক্তির শিশুপুত্রের দাঁত উঠিতেছিল। তাহা দেখিয়া শিশুর পিতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল; কোথা হইতে সে পুত্রকে খাওয়াইবে? ইহাকে ত্যাগ করাও সম্ভবপর নহে! অথচ খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষকরাও তাহার সাধ্যায়ত্ত হইবে না। উপায় কি? সে তাহার এই দুর্ভাবনার কথা তাহার স্ত্রীকে বলায় সে উত্তর করিল,—

আনিওনা এ সকল চিন্তা কভু মনে,
ইব্লিসের কার্য্য ইহা, রাখিও স্মরণে!

---

(১) শেকম্ বন্দে দস্তস্ত্ ও জিঞ্জিরে পায়
শেকম্‌বান্দা নাদের্ পোরস্তদ্ খোদায়।

(২) বেরূও আন্দরুনী বদস্ত্ আর্ পাক্
শেকম্ পোর্ না খাহদ্ শোদ্ ইল্লা বখাক্!

উঠিতেছে দাঁত মুখে যাঁহার কৃপায়,
খাওয়াবার ভার ছাড়ি' দেহ না তাঁহায়। (১)

বিশাল ভাণ্ডারে তাঁর কম কিছু নাই,
ছেড়ে দাও তাঁর হাতে সব ভাবনাই।
তোমার কর্ত্তব্য তুমি করহ নীরবে,
পাগল হ'ও না ভাবি' শেষে যে কি হবে।

দরিদ্র যে ভূপতির সদা পূজা করে,
বল তারে,—সুখী রাজা নহে ধরা-পরে।
তাঁর চেয়ে সুখী কত দীন দুখী জন,
সন্তোষ-সুধায় ভরা যাহাদের মন।
এক টাকা পেলে দুঃখী সন্তুষ্ট যেমতি,
নব-দেশ জয়ে রাজা নহেন তেমতি। (২)

(১) মখোর্ হওলে ইব্লিছ্ তা জাঁ দেহদ্
হার্মাঁ কছ্ কে দান্দাঁ দেহদ্ নাঁ দেহদ্।
তওয়ানাস্ত্ আখের খোদাঅন্দে জোর্
কে রুজী রেছানদ্, তু চান্দিঁ মশোর্।

(২) খবর্ দেহ্ ব দর্‌বেশে সুলতাঁ পোরস্ত্
কে সুলতাঁ জে দরবেশ্ মিস্কীঁ তরস্ত্।
গদা রা কুনাদ্ এক্ দেরম্ ছিম্ ছের্
ফরিদুঁ ব মোল্‌কে আ'জম্ নিম্ ছের্।

১৩০

কমিনা যদিও হয় টাকার কুমীর,
হীনতা যায় না কভু সেই পাতকীর !

যে টাকা আবদ্ধ থাকে সিন্দুকের মাঝে,
কখনই নাহি লাগে কারো কোন কাজে,
সে টাকা দুষিত হয়, যথা বদ্ধ জল,—
খুঁজিলে পবিত্র পা'বে অতীব বিরল।

ছখীদের * টাকা যেন নির্ঝরের নীর,
কত উপকার তা'তে হয় ধরণীর।
অথচ কখন তাহা নাহিক শুকায়,
যত দান করে, খোদা ততই বাড়ায়। (১)

* ছখী=দাতা।

[১] মপেন্দার্ গার্ ছেপ্‌লা কারু শওয়াদ্
কে তবে' লাইমশ্‌ দিগর্‌গু শওয়াদ্।
জে নেয়া'মত্‌ নেহাদন্ বলন্দী মজোয়ে
কে না খোশ্‌ কুনাদ্ আবে ইস্তাদা বুয়ে !
ব বখ্‌শন্দগী কোশ্‌ কাবে রওয়াঁ
ব ছয়লশ্‌ তফক্কদ কুনাদ্ আছমাঁ !

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা—(তরবিয়াত)

১৩১

যে সমস্ত কথাদ্বারা জীবনের কল্যাণ, চরিত্রগঠন, এবং কার্য্যসম্পাদনের সহায়তা হয়, সেই সমস্ত কথাই মূল্যবান। শুধু যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা করা মানবের কল্যাণকর নহে। তুমি যদি আত্মজয় করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি নিজেই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু। অন্যের মাথায় গদা প্রহার করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিতে যাইও না, বালকের ন্যায় আপনাকে বেত্রাঘাত করিয়া সংযত করিতে চেষ্টা কর।

শত্রুর সহিত ঘর তোমার সতত,
তব সর্ব্বনাশ তরে সদা তা'রা রত।
সে দিকে খেয়াল কিছু নাহিক তোমার,
খাটিতেছ দিবানিশি পরের বেগার।

করিতে না পার যদি আপনারে জয়,
সব চেয়ে অরি তুমি তোমারি নিশ্চয়!
নিজেরে বালক সম করহ শাসন,
চাবুক মারহ দেহে সংযম্ কারণ।

তা'তেই বীরত্ব তব, জানিও হে বীর,
লাঠি মারি' অপরের ভাঙ্গিও না শির! (১)

রাজা তুমি, রাজ্য দেহ, জ্ঞান মন্ত্রী তার,
ষড়রিপু দস্যু তা'তে অতীব দুর্ব্বার। (২)
রয়েছে মিশিয়া এরা তোমার শোণিতে,
সর্ব্বনাশ শুধু তব চাহিছে করিতে।

এদের শাসনে আন, রাখহ সংযত,
লভিবে গৌরব তবে ফেরেশ্‌তার মত!
রাজা যে তাহার যদি না থাকে শাসন,
রবে না রাজত্ব, হবে দুর্গতি ভীষণ! (৩)

বেশী কথা বলিবার নাহি প্রয়োজন,
এসারা যথেষ্ট কাজ করে যেই জন! (৪)

[১] তু খোদ্‌রা চু কোদক্‌ আদব্‌ কুন্‌ ব চুব্‌
বগোর্জ্জে গেরাঁ মগ্‌জে মর্দ্দম্‌ মকুব্‌।
[২] ওজুদে তু শহ্‌রেস্ত্‌ পোর্‌ নেক্‌ ও বদ্‌
তু সুল্‌তান্‌ ও দস্তুরে দানা খেরদ্‌।
[৩] রইছে কে দুশ্‌মন্‌ ছিয়াছত না কর্দ্দ্‌
হুম্‌ আজ্‌ দস্তে দুশ্‌মন্‌ রিয়াছত্‌ না কর্দ্দ্‌
[৪] না খাহম্‌ দরিঁ নও গোফ্‌তন্‌ বছে,
কে হর্‌ফে বছ্‌ আর্‌ কার্‌ বন্দদ্‌ কছে।

১৩২

যদি পর্ব্বতও তোমার পদতলে দলিত হয়, যদি তোমার গৌরবের মস্তক আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তাহা হইলেও, হে জ্ঞানী ব্যক্তি, বাক্যকে সংযত কর। শুক্তি দৃঢ়ভাবে তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখে, এইজন্যই তাহার ভিতরে মুক্তার উৎপত্তি হয়।

সদা যারা বেশী কথা কহিবারে চায়,
অপরের কথা তারা শুনিতে না পায়!
বকিয়া তাহারা যায় নিজের খেয়ালে,
কে শোনে, কে না শোনে, না ভাবে কোন কালে। (১)
অপরের বাক্য হ'তে কোন উপকার,
নাহি পায়, বেশী কথা অভ্যাস যাহার।

কথা বটে মানবের গৌরব বাড়ায়,
কথা যেন হেয়, ভাই, করে না তোমায়।
কস্তুরীর সমাদর, হ'ক না তা কম,
অধিক হ'লেও কেহ চাবে না কর্দ্দম। (২)

[১] ফেরাওয়াঁ ছোখন্ বাশদ্ আগন্দা গোশ্,
নছিহত্ না গিরদ্ মাগার্ দর্ খামোশ্।
চু খাহি কে গোয়ী নফছ্ বর্ নফছ
হালাওয়াত্ নয়াবী জে গোফ্তারে কছ।
[২] কামাল্ আস্ত্ দর্ নফ্ছে ইন্ছাঁ ছোখন,
তু খোদ্‌রা ব গোফ্তার নাকেছ্ মকোন্।

কম কথা কও, কিন্তু কও সারবান,
তা'তেই বাড়িবে তব গৌরব সম্মান।

১০৩

একজন বাদশা তাঁহার এক দাসকে একটি অতি গুপ্তকথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাহা কোনক্রমে অন্যত্র প্রকাশিত না হয়। কথা গোপন রাখা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য; অনেকেই তাহা পারে না। প্রায় একবৎসর পর্য্যন্ত কথাটা বাহির হয় নাই। কিন্তু তাহার পর বাদশার সেই অতি গোপন কথাটিও বাজারে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন বাদশা তাঁহার প্রিয় গোলামের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। জল্লাদ তাহাকে হত্যা করিবার জন্য তরবারি উত্তোলন করিয়াছে, ইতিমধ্যে একজন বিচক্ষণ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বাদশাকে বলিলেন,—হুজুর, ইহাকে ক্ষমা করুন। ইহার অপরাধের জন্য আপনিই পরোক্ষভাবে দায়ী। আপনি নিজের কথা নিজেই গোপন রাখিতে পারেন নাই; এই সামান্য গোলামের নিকট কিরূপে তাহা গোপন থাকিবার আশা করেন? নির্ঝরের মুখ বন্ধ করিতে না পারিলে শেষে আর নদীর প্রবাহ বন্ধ করা সম্ভবপর হয় না।

কম্ আওয়াজ্ হরগেজ্ না বিনী খেজ্‌ল
জোয়ে মেশ্‌ক্ বেহ্‌তর্ কে এক্ তুদা গেল্।

নিজের গোপন কথা ব'লোনা অপরে,
প্রকাশ হইয়া যাবে সহরে সহরে!
না বলিলে কথা থাকে তোমার অধীন,
অধীন হইবে তার বলিবে যেদিন। (১)

কয়েদে আবদ্ধ রাখ ভীষণ দানবে,
মুক্তি পেলে আবদ্ধ সে আর নাহি হবে।
বারেক বাহির হ'লে তোমার গোপন,
ভিতরে র'বেনা আর র'বে না কখন!
দানবেরি মত সে যে তখন তোমার,
করিবারে পারে কত শত অপকার।

১৩৪

বাচাল হইতে পশু ভাল শতবার,
না আছে শকতি যার কথা কহিবার।
মানুষের মত কথা সাবধানে কও,
নতুবা পশুর মত চুপ করি' রও।

---

[১] তু পয়দা মকুন্ রাজে দিল্ বর্ কছে,
কে উ খোদ্ বোগোয়াদ্ বর্ হর্ কছে!
ছখোন্ তা না গোয়ী বরো দস্ত্ হস্ত্
চু গোফ্তা শওয়াদ্ ইয়াবদ্ উ বর্ তু দস্ত্।

কথাতে প্রকাশ পায় মানবের জ্ঞান,
জ্ঞানীর মতন কথা কহ হে ধীমান।
না পার নীরব থাক, দোষ নাই তা'তে,
বোকামী দিও না ধরা তোমার কথাতে। (১)

—•—

১৩৫

গুণ যদি থাকে দিবে নিজ-পরিচয়,
তব এত বাচালতা সমুচিত নয়।
কস্তুরীর পরিচয় তাহার সুবাসে,
ভুলিবে না ভুলিবে না কেহ তব ভাষে!
ভাল টাকা বলি' কেন করিছ কছম?
বাজালেই বুঝা যাবে খাঁটি কি রকম। (২)

---

[১] বাহায়েম্ খামুশন্দ্ ও গোয়া বশর্
পারাগান্দা গো আজ্ বাহায়েম্ বতর্।
চু মর্দ্দম্ ছোখন্ গোফ্‌ত্ বায়াদ্ বহোশ্
অগর্ না শোদন্ চু বাহায়েম্ খামোশ্!
বনোৎকস্ত্ আক্‌লে আদ্‌মি জাদা ফাশ্,
চু তুতী ছোখন্ গো ও নাদাঁ মবাশ্!

(২) আগার্ হাস্ত্ মর্দ্দ্ আজ্ হোনর্ বহর্‌ওয়ার্
হুনার্ খোদ্ বোগোয়াদ্ না ছাহেব্ হোনার্!
আগার্ মোশ্‌কে খালেছ্ না দারী মগোয়ে
গরস্ত্ হাস্ত্ খোদ্ ফাশ্ গর্দ্দদ্ ববুয়ে!
বছওগান্দ্ গোফ্‌তন্ কে জর্ মগ্‌রবীস্ত্
চে হাজত? মহক্ খোদ্ বোগোয়াদ্ কে চিস্ত্?

বহু লোক কহিতেছে,—সা'দী অমানুষ,
উত্তর কি আছে মোর ! রয়েছি খামুশ।
তা'রা যে আমার পিঠ করিছে দংশন,
দেখাব কেমনে মোর হৃদয় কেমন ? (১)

১৩৬

চুপ যদি থাক ভাল, কভু কোন জনা
করিবেনা তব সহ কোন আলোচনা।
কিন্তু যদি কথা কও, দাও হে দলিল,
নইলে কথার দাম নাই এক তিল ! (২)
অপরের দোষ কভু করোনা প্রকাশ,
নিজ দোষ শোধনের কর অভিলাষ !
বেহুদা তোমার পাশে বকে যদি কেহ,
অন্যায় করিবে, যদি কান তা'তে দেহ।

(১) বো গোয়ান্দ্ আজিঁ হর্‌ফ্ গিরাঁ হাজার্
কে সা'দী না আহ্‌ল্ আস্ত্ ও আমেজ্‌গার্ !
রওয়া বাশদ্ আর্ পুস্তিনম্ দরন্দ্
কে তাকত্ না দারম্ কে মগ্‌জম্ বরন্দ্ !

(২) না দারদ্ কছে বা তু না গোফ্‌তা কার্
অলেকেন চু গুপ্তি দলিলশ্ বেয়ার্ !

বেআব্‌রু কারেও যদি দেখ কদাচন,
উচিত আব্‌রু তার করিবে তখন। (১)

১৩৭

শুনিয়াছি, কতকগুলি আমোদ-প্রমোদে মত্ত সৈনিক-পুরুষ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসংযোগে গান করিতেছিল। এমন সময় একজন পরহেজগার ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই বে-শরা কার্য্যের জন্য একান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল; এবং এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ভগ্ন করিবার জন্য অগ্রসর হইল। তখন সৈনিকেরা তাহাকে বেদম উত্তমমধ্যম দিয়া সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। সেই রাত্রিতে আঘাতের বেদনায় সে নিদ্রা যাইতে পারে নাই। পরদিন এই ঘটনার কথা তাহার পীর সাহেবের নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন,—

বিনয়ের সাথে বাবা, কাজ যে না করে,
এমনি আঘাত সে যে সহে কলেবরে। (২)

---

(১) মকোন্ আয়বে খল্‌ক্ আয় খেরদ্‌মন্দ্ ফাশ,
ব আয়বে খোদ্ আজ্ খল্‌ক্ মশ্‌গুল্ বাশ্!
চু বাতেল্ ছরায়ান্দ্ মগোমার্ গোশ্,
চু বে ছত্‌র্ বিনী বছিরত্ বোপোশ্।

(২) না খাহী কে বাশী চু দফ্ রুয়ে রেশ,
চু চঙ্গ্ আয় বেরাদর্, ছর্ আন্দাজ্ পেশ!

১৩৮

সুফী বলিয়া পরিচিত একব্যক্তি একদিন মদ খাইয়া মাতাল হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল। তাহার পাগড়ী ও পিরহানে মদ মাখান। বহু কুকুর তাহাকে ঘিরিয়া হল্লা করিতেছিল। দায়ুদ তায়ী নামক জনৈক বিখ্যাত দরবেশের নিকট গিয়া একজন ভদ্রলোক এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি লোকটিকে বলিলেন,—আজই তাহার প্রকৃত বন্ধুর আবশ্যক। যাও, তাহাকে স্কন্ধে করিয়া এই স্থানে লইয়া আইস। একটি মাতালকে স্কন্ধে করিয়া আনা ভদ্রলোকটি একান্ত অপমান-জনক মনে করিলেন; কিন্তু দরবেশের আদেশের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেও সাহসী হইলেন না। অগত্যা বহু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি সেই মাতাল সুফীর নিকট গিয়া কোমর বাঁধিয়া তাহাকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া চলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া বাজারের লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিল :—

দেখ দেখ দরবেশ, দেখনি' যে জন,
তস্‌বি খের্‌কা দেখ মানায় কেমন!
ফকিরী পরহেজ্‌গারী দীন-ইসলাম,
সবি বুঝি একেবারে গেছে জাহান্নাম! (১)

---

(১) একে তা'না মিজদ্‌ কে দরবেশ্‌ বিন্‌
জহে পার্‌ছায়ী ও তাকোয়া ও দীন্‌।
একে ছুফিয়া বিন্‌ কে ময় খোর্দ্দা আন্দ্‌
মরাক্কা বছিকে গেরো কর্দ্দা আন্দ্‌

স্থফীজী মাতাল প'ড়ে পথের ধূলায়,
অপর বেহুদা তারে বহিছে মাথায় !
বুঝেছি হয়েছে ঠিক মাতাল যে এটা ;
বহিছে যে তারে, নাকি পাগল সে বেটা !

তখন তিনি মনেমনে ভাবিতে লাগিলেন,—

জন সাধারণ যদি করে হই চই,
কলঙ্ক রটায়, সেটা অসহ্য বড়ই।
তার চেয়ে ভাল শিরে খাওয়া তরবারি ;
উপহাস কটাক্ষ যে সহিতে না পারি। (১)

সমস্ত রাত্রি চিন্তা ও অপমানের তীব্র নিপীড়নে এই ভদ্রলোকটি ঘুমাইতে পারেন নাই। পরদিন দায়ুদ তায়ী তাঁহাকে কেন এই মাতাল স্থফীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ কৈফিয়ত দিলেন,—

স্থফী ব'লে পরিচিত সেই অভাজন,
লাঞ্ছিত হইতেছিল প্রকাশ্যে যখন,
সম্মান বাচান তার মোদের উচিত,
বেআব্রুর * আবরণ করাই বিহিত !

(১) ব গর্দ্দন্ বর্ আজ্ জওরে দোশ্মন্ হোছাম্
বে আজ্ শনয়তে শহর্ ও জোশে আওয়াম্।

* বেআব্রু = নগ্ন।

১৩৯

ভাল বা মন্দ কোন লোকেরই নিন্দা করিও না। ভাল লোকের নিন্দা করিলে তোমার পাপ হইবে; পক্ষান্তরে মন্দ লোকের নিন্দা করিলে সে তোমার শত্রু হইবে, এবং নানারূপে তোমার অপকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। যে তোমার নিকটে আসিয়া অপরের নিন্দা করে, সে অপরের নিকটে গিয়াও তোমার নিন্দা করিয়া থাকে!

পরদোষ তোমার নিকটে যেই কয়,
বলে সে তোমার দোষ অপরে নিশ্চয়। (১)
বলিও না অপরের দোষ তুমি কভু,
সত্য যদি হয় তাহা, নহে ভাল তবু! (২)

(১) তুরা হর্ কে গোয়াদ্ ফলাঁ। কছ্ বদস্ত্
চুনি দাঁ কে দর্ পুস্তিনে খোদস্ত্

এই অনুবাদটি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার-রচিত বিখ্যাত সদ্ভাবশতক হইতে গৃহীত।

[২] ব বদ্ গোফ্তনে খল্‌ক্ চু দঁম্ জদী
আগার্ রাস্ত্ গোয়ী, ছোখন্ হম্ বদী।

১৪০

এক ব্যক্তি পরিহাসের সহিত বলিতেছিলেন,—পরনিন্দা অপেক্ষা চৌর্য্যবৃত্তি এবং দস্যুবৃত্তি অনেকগুণে ভাল। আমি বিস্ময়ের সহিত তাঁহাকে বলিলাম,—হে বন্ধু, ও কি বলিতেছ? বোধ হয় তোমার মাথার কিঞ্চিৎ গোলমাল হইয়াছে; নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া বলিতেছ? চুরি ডাকাতীর মত পাপ কি আর আছে? তিনি বলিলেন,—না হে, আমার মাথা খারাপ হয় নাই। চুরি ডাকাতী করিতে অনেক কৌশল সাহস এবং বাহুবলের আবশ্যক। সে দিক দিয়া ইহাতে একরূপ বাহাদূরী আছে। কিন্তু নিন্দুকের কাজের ভিতর তেমন কোনই বাহাদূরী নাই। পক্ষান্তরে চুরি ডাকাতী করিয়া লোকে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে, ইহাতে তাহার যথেষ্ট লাভ আছে; কিন্তু নিন্দুকের তেমন কোনই লাভ নাই।

নিন্দুক কোনই লাভ করে না নিন্দায়,
আপনার পাপভার অহেতু বাড়ায়।

—০—

১৪১

তখন আমি নিজামিয়া মাদ্রাসায় পড়িতাম।* দিনরাত্রি বিদ্যাচর্চ্চা ও তর্কবিতর্কে কাটিত। একদিন আমার জনৈক সহপাঠী বন্ধুর বিরুদ্ধে আমাদের ওস্তাদের নিকট অভিযোগ

* বাগ্‌দাদে এই জগদ্বিখ্যাত মাদ্রাসা অবস্থিত ছিল।

করিয়া বলিলাম যে, সে নানা কাজে আমার হিংসা করে; তাহার মন বড়ই ছোট। এই কথা শুনিয়া আমার শিক্ষক আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বাপু হে, তাহার হিংসা তোমার পছন্দ হয় নাই, কিন্তু তুমি যে তাহার নিন্দা করিতেছ, ইহা কেমন সৎকার্য্য? সে যদি তাহার নীচতার জন্য নরকে গমন করে, তবে তুমিও পর-নিন্দার এই দ্বিতীয় পথে সেই নরকেই গিয়া পৌঁছিবে। কেহই মুক্তি পাইবে না। (১)

১৪২

একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি একদিন একটি বালকের সঙ্গে হাস্যচপলতার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন। অন্য পরহের্জগার ব্যক্তিরা অমনি তাহার বিরুদ্ধে নানা অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিয়া গেলেন। একথা প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন,—

যে বন্ধু তোমার সদা উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়,
তাহার গোপন কথা বলা ভাল নয়।

---

(১) গার্ উ রাহে দোজখ্ গেরেফ্ত আজ্ খূী,
আঁজি রাহে দিগর্ তু দর্ ওয়ে রছি।

হাসি পরিহাস নহে হারাম ত কভু,
গিবত হারাম, তাহা কেন কর তবু ? (১)

১৪৩

যখন আমি ডা'ন হাত ও বাম হাত ভাল করিয়া চিনিতামনা, তখন একদিন রোজা রাখিবার বড় সাধ হইয়াছিল। পাড়ার একজন পাকা মুছাল্লী আমাকে বলিলেন,—বাবা, অজু কিরূপে করিতে হয়, তাহা আগে শিখ। এই বলিয়া তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাকে অজু শিখাইতে লাগিয়া গেলেন। শিক্ষাদান শেষ হইলে তিনি দেমাগের সহিত বলিলেন,—এই গ্রামে যত বুড়াবুড়া পরহেজগার লোক আছেন আমার মত এই সমস্ত মছ্‌লা মছায়েল্‌ তাঁহাদের কেহই জানেন না। এই কথা শুনিয়া গ্রামের প্রবীণ অধিপতি জনৈক ভদ্রলোক বলিলেন,—ওহে হতভাগ্য ফাছেক, তুমি একদিন বলিয়াছিলেনা যে, রোজা রাখিয়া মেছাক করা অপরাধ ? তবে আজ রোজা রাখিয়া কিরূপে মানবের মাংস খাইতেছ। কোরান শরিফে কি পড় নাই যে, নিন্দুক তাহার ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করে।

---

[১] মদর্‌ পর্দ্দা বর্‌ ইয়ারে গুরিদা হাল
না ত্তিবত্‌ হারামস্ত্‌ ও গিবত্‌ হালাল্‌।

গিবত = পরনিন্দা।

কভু যদি কারো কথা করো আলোচনা,
অসাক্ষাতে নিন্দা তার করোনা করোনা।
বলিতে না পার যাহা চোখের উপরে,
বলিওনা বলিওনা তাহা অগোচরে। (২)

—•—

১৪৪

মরক্কো দেশের জনৈক উদ্‌ভ্রান্ত ফকির একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—যদি আমার নিন্দা করিতেই হয়, তাহা হইলে আমার মাতার নিন্দা করিব। কারণ, নিন্দুক যাহার নিন্দা করে, তাহার পাপের বোঝা নিজের মাথায় লইয়া থাকে এবং নিজের পুণ্য তাহাকে দিয়া থাকে। নিজের পুণ্য যদি দিতে হয়, তবে মাতাকে দেওয়াই ভাল; পক্ষান্তরে পাপভার লইতে হইলে মাতার পাপভার লওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ, মাতা অপেক্ষা হিতৈষী এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র অন্য কেহই নাই।

অপরের দোষ তোমা কহে যেই জন,
সে তব গাহিবে গুণ, ভেবনা এমন।
তব দোষ কহিবে সে অপরের কাছে,
সন্দেহ ইহাতে জেনো কিছুই না আছে।

---

[২] চুনাঁ গোয়ে ছিরত্ বকোয়ে আন্দরম্,
কে গোফ্‌তন্ তওয়ানী বরোয়ে আন্দরম্।

১৪৫

শুনিয়াছি, তিন ব্যক্তির নিন্দা করায় কোনই দোষ নাই। প্রথম,—অত্যাচারী বাদশা; কারণ, তাঁহার নিন্দা প্রচারিত হইলে লোকে তাহা হইতে সাবধান হইতে পারে। দ্বিতীয়,—যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পাপকার্য্য করে। যে বেহায়া নিজের দোষ নিজেই প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হয় না, তাহার দোষ প্রচারে কোনই অন্যায় হয় না। তৃতীয়—যে দোকান-দার লোককে ঠকায়,—ওজনে কমবেশী করে। তাহার দোষ প্রচার করিলে ক্রেতাগণ সাবধান হইতে পারিবে।

১৪৬

একব্যক্তি জনৈক সুফী সাহেবকে বলিয়াছিল,—আপনি কি শুনিয়াছেন যে, অমুক ব্যক্তি আপনার কিরূপ নিন্দা করিয়া বেড়ায়। তিনি বলিলেন, থাক ভাই, সে কথা আমার শুনিয়া কাজ নাই,—

অরাতির নিন্দাবাদ মোরে যে জানায়,
অরাতি অধিকতর জানি আমি তায়।
কুটনা জ্বালা'য়ে তোলে নিবান অনল,
সদা যে সংযত তারে করে সে চঞ্চল। (১)

[১] কছানে কে পয়গামে দুশ্‌মন্ বেরন্দ্
জে দুশ্‌মন হামানা কে দুশ্‌মন্ ভরন্দ্।

১৪৭

পারস্যের প্রসিদ্ধ বাদশা ফরিদুনের একজন অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় জ্ঞানের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, এবং তাঁহার দূরদর্শিতা অসাধারণ ছিল। একব্যক্তি একদিন বাদশার নিকটে গিয়া গোপনে এইরূপ অভিযোগ করিল যে, হুজুরের এই মন্ত্রী ভিতরে ভিতরে হুজুরের শত্রু। তিনি বহু লোককে এই শর্ত্তে টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন যে, আপনার মৃত্যু হইলেই সেই টাকা শোধ দিতে হইবে। তিনি চাননা যে আপনি দীর্ঘজীবী হন; আপনার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট লাভ—বহু টাকা তাঁহার হাতে আসিবে। খোদা করুন, এই টাকা যেন আর কখন তাঁহার হাতে ফিরিয়া না আসে। বাদশা নামদার চিরজীবী হউন।

এইরূপ অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়া বাদশা মনে মনে মন্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। সময় মত তাঁহাকে বলিলেন,—মন্ত্রী, এ কি কথা শুনিতেছি? এইরূপ শর্ত্তে আপনি লোকদিগকে টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কি? আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনি এই টাকা ফিরিয়া

তু দুশ্‌মন্‌তরী কাওরী বর্ দহাঁ
কে দুশ্‌মন্ চুনী গোফ্‌ত্ আন্দর্ নেহাঁ।
ছোখন চিন্ কুনাদ্ তাজা জঙ্গে কদিম্,
বখশম্ আওয়ারাদ্ নেক মর্দ্দে ছলিম্।

লইবেন না, ইহাতে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, আমার মৃত্যুতেই আপনার যথেষ্ট লাভ। ইহাতে এই সমস্ত প্রদত্ত টাকা আপনি ফিরিয়া পাইবেন। আপনাকে ত আমি বরাবর আন্তরিক বন্ধু বলিয়াই জানিতাম; একি আপনার শত্রুর মত ব্যবহার নয়?

মন্ত্রী সমস্ত কথা অবগত হইয়া সিংহাসন-সম্মুখস্থ ভূমি চুম্বন করিয়া বলিলেন,—জাহাঁপানা, যখন আপনি জিজ্ঞাসা কারলেন, তখন সব কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য; আর কিছুই গোপন করা উচিত নয়। আমি ইহাই ইচ্ছা করি যে, সমস্ত লোকই হুজুরের শুভানুধ্যায়ী হয়। যে লোকগুলিকে আপনার প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিতাম, তাহাদিগকে এই শর্ত্তে যথেষ্ট টাকা কর্জ্জ দিয়াছি যে, আপনার মৃত্যু না হইলে সেই টাকা ফেরৎ দিতে হইবে না। টাকা দিতে কেহই সহজে ইচ্ছা করে না; সুতরাং সেই লোকগুলি সর্ব্বদাই খোদার নিকট কামনা করিবে, যাহাতে আপনার মৃত্যু না হয়, যাহাতে আপনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন। টাকার মমতাতেই তাহারা আপনার কল্যাণ-কামনায় নিরত থাকিবে; আপনার পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিবে।

বাদশা এই উত্তরে আশ্চর্য্যান্বিত এবং বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন; এবং মন্ত্রীকে তাঁহার প্রকৃতই কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জানিতে পারিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন। মন্ত্রীর কুৎসাকারীকে লাঞ্ছনা দিতে ভুলিলেন না।

কুটনা দু'জন মাঝে আগুন জ্বালায়,
বুদ্ধিমান হেন কাজে কখনো না যায়!
দু'জনের মাঝে ফের হইলে মিলন
চূণকালি মাখা হয় কুটনা-বদন!

কে শুনিল না শুনিল, নাহি আসে যায়,
জান যাহা হিতকথা, বলহ সবায়।
কালি তারা অনুতাপ করিবে ভীষণ,
কেননা শুনিনু হায় মঙ্গল-বচন। [১]

১৪৮

সম্রাটের সম সুখী হবে সে ভিখারী,
থাকে যদি গৃহে তার মনমত নারী।
শত দুখ থাক মনে, দুখ কিরে ভাই?
নিরালায় দুখহারী সাথী যদি পাই!
গৃহে যাঁর ধনজন, বিবি অনুগত,
খোদার করুণা তাঁর উপরে সতত। (২)

---

[১] বোগো আঁচে দানী ছোখন্ ছুদ্ মন্দ্
আগর্ হিচ্ কছ্ রা না আয়াদ্ পছন্দ্!
কে ফর্দ্দা পেশিমাঁ বর আরাদ্ খোরশ্
কে আয়া চেরা হক্ না কর্দ্দম বগোশ্

(২) জনে খুব্ ফরমাঁ বরে পারছা
কুনাদ্ মর্দ্দে দরবেশ্ রা পাদ্শা

ঘরে যদি অসন্তোষ, ভুরু বিকুঞ্চিত,
কাজীর কয়েদ ভাল তা'চেয়ে নিশ্চিত।
নারী-কণ্ঠ যে বাড়ীর আসিবে বাহিরে,
সুখ-শান্তি তা'তে আর নাহি রে নাহি রে।
শরম পাইতে হয় হেতু যে নারীর,
সে নারীর চেয়ে ভাল নদীর কুমীর! (১)

বাড়ীর ভিতরে সদা হয় যদি রণ,
সে বাড়ী হইতে ভাল বিদেশ-ভ্রমণ।

হামা রোজ্ আগার্ গোম্ খোরী গোম্ মদার্
চু শব্ গোম্ গোছারত্ বুয়াদ্ দর্ কেনার্।
কেরা খানা আবাদ্ ও হম্খানা দোস্ত্
খোদারা বরহ্মত্ নজর্ ছুয়ে উস্ত্।

(১) ব জেন্দানে কাজী গেরেফ্তার্ বেহ্
কে দর খানা দিদাহ্ বর্ আবরু গেরেহ্
দরে খোর্‌মী বর্ ছরায়ে বে বন্দ্
কে বাঙ্গে জন্ আজ্ ওয়ে বর্ আয়াদ্ বলন্দ্!
গোরেজ্ আজ্ কফ্শ্ দর্ দাহানে নেহঙ্গ্
বেরফ্তন্ বেহ্ আজ্ জেন্দগানী ব নঙ্গ্!

হাস্যরসিক কবি ডি, এল, রায় লিখিয়াছেন,—
পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল, বলে সর্ব্ব শাস্ত্রী,
কুমীর ধর্‌লে ছাড়ে, কিন্তু ধর্‌লে ছাড়েনা স্ত্রী!

খালি পায় চলা যায় কত কত ক্রোশ
ছোট জুতা পরি' চলা বড়ই আফ্‌ছোস। (১)
দেখ যদি কোন জনে রমণীর দাস,
করোনা করোনা সা'দী, তারে উপহাস।
তুমিও ত সহিতেছ তার অত্যাচার,
বহিতেছ শিরে গুরু বোঝাটি তাহার। [২]

১৪৯

বয়স দশ বৎসর অতিক্রম করিলেই তাহাদিগকে গায়ের মরহুমদের * সহিত সমুচিত দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে শিক্ষা দিবে। তূলার নিকট সাবধানে অগ্নি রক্ষা করাই কর্ত্তব্য; নতুবা যে কোন অসাবধান-মূহূর্ত্তে গৃহদাহ হওয়া অসম্ভব নহে। তোমার নামকাম বজায় রাখিতে চাহিলে পুত্রকে সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও চরিত্রবান করিতে চেষ্টা কর।

---

(১) তিহি পায় রফ্‌তন্ বে আজ্ কফ্‌শে তঙ্গ্
বালায়ে ছফর্ বেহ্ কে দর্‌খানা জঙ্গ্।

(২) একে রা কে বিনী গেরেফ্‌তারে জন্
মকুন্ ছাদিয়া তা'না বরওয়ে মজন্
তু ছাম্ জওর্ বিনী ও বারশ্ কশী,
আগার্ এক জমাঁ দর্ কেনারশ্ কশী!

(*) গায়ের মরহুম=যে সমস্ত স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ হইতে পারে।

যদি তাহার হিতৈষী হও, তবে আদরের সহিত তাহাকে প্রয়োজনীয় শাসনও করিবে। নূতন শিক্ষার্থীকে তাড়না অপেক্ষা প্রশংসা দ্বারা অনেক সময় অধিক কাজ হইয়া থাকে। ক্রমাগত তাড়নায় অনেক কুফল ফলে। তুমি যদি কারুণের মত ধনশালীও হও, তাহা হইলেও বালকের হস্তে পয়সা দিওনা, তাহাকে কঠোরতা শিক্ষা দাও। [১] তাহাকে কোন অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সঞ্চিত অর্থ খরচ করিলে শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়, কিন্তু অর্থ আয় করিতে পারিলে সেই ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে। বালকগণের সর্ব্বদাই গুরুজনের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য ; ইহাই বড় হইবার প্রধান উপায়।

পরের আদেশ করে যে জন পালন,
অপরে আদেশ শীঘ্র দিবে সেই জন। [২]

পুত্রকে সর্ব্বপ্রকারে আনন্দ দিতে, তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইও না। কারণ, তুমি ব্যতীত তাহার অন্য কেহই নাই। যে পিতা সন্তানের আরাম আয়েসের ও অভাব অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রাখে না, তাহার পুত্র গোপনে অন্যের সহায়তা লাভ করে এবং তাহার অনুগত হইয়া

---

(১) বেয়ামুজ্ পরোয়ার্দ্দারা দস্তে রঞ্জ্
অগর্ দস্ত দারী চু কারুঁ ব গঞ্জ্

(২) হর্ আঁ। কছ্ কে গর্দ্দন্ ব ফরমাঁ। নেহাদ্
বছে বর্ নায়ায়াদ্ কে ফরমাঁ। দেহাদ্ !

বিপথে পরিচালিত হয়। সাবধান, বালকগণ যেন কুসঙ্গে মিশে না, মিশিলে অবিলম্বেই তাহার পতন হইবে।

১২০

যদি তুমি প্রকৃত জ্ঞানী হও, তাহা হইলে মানবের কথায় কান দিও না। কেহ ভালই হউক, অথবা মন্দই হউক, সে মানবের তীব্র রসনার আক্রমণ হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারে না।

আকাশে উড়হ যদি ফেরেশ্‌তা মতন,
কলঙ্ক তবুও তব গা'বে দুষ্টগণ!
সমুদ্র বাঁধিতে পার, মানিলাম ভাই,
মানব-রসনা বাঁধ, হেন সাধ্য নাই!
হউক ফেরেশ্‌তা সম স্বভাব সুন্দর
তবু তোমা কখনই ছাড়িবেনা নর! (১)

পরনিন্দুক নীচ প্রকৃতির লোকেরা বসিয়া বসিয়া জটলা করে আর দেশশুদ্ধ লোকের নিন্দা প্রচার করিয়া থাকে।

---

(১) কছ্‌ আজ্‌ দস্তে জওরে জবান্‌হা নারস্ত্‌
আগার্‌ খোদ্‌ নোমায়াস্ত্‌ অগর্‌ হক্‌পরস্ত্‌
আগার্‌ বর্‌ পরী চু মালাক্‌ জাছমাঁ।
বদামন্‌ দর্‌ আভেজদত্‌ বদ্‌ গোমাঁ।
বকোশেশ্‌ তওয়াঁ দেজ্‌লা রা পেশ্‌ বস্ত্‌
না শায়াদ্‌ জবানে বদান্দেশ্‌ বস্ত্‌।

কাহাকেও খুব পরহেজগার দেখিলে বলে, বেটা ভণ্ড—বকধার্ম্মিক! সকলকে ফাঁকি দিয়া রুটীর জোগাড় করিতেছে! কেহ লোকসংসর্গ ত্যাগ করিলে বলে,—ভূতের মত এক কোণে লুকাইয়া আছে। আবার কেহ প্রফুল্ল ও মিশুক প্রকৃতির লোক হইলে বলিবে, চপল মতি, কুচরিত্র! ধনী লোককে বলিবে, ঐ লোকটী এ যুগের ফেরা'উন। (১) যদি তুমি দক্ষতার সহিত নিজ কাজ করিয়া যাও, তাহা হইলে বলিবে, তুমি পাকা দুনিয়াদার। তুমি যদি অধিক কাজ না করিয়া দারিদ্র্যে সন্তুষ্ট থাক, তবে তোমাকে ভিক্ষুক বলিয়া উপহাস করিবে। তুমি ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ হইলে তোমাকে ভীরু কাপুরুষ বলিবে; আবার কঠোর ভাবে প্রতিশোধ লইতে গেলে তোমাকে ক্ষিপ্ত এবং পাগল বলিবে। কেহ কথা বলিলে তাহাকে বাচাল বলিয়া উপহাস করিবে—পক্ষান্তরে কথা না বলিলে বলিবে বোকা! কম খাইলে বলিবে—লোকটা হতভাগ্য; উহার টাকা পয়সা অপরে খাইবে। আবার যদি আহারাদিতে অধিক ব্যয় করা হয়, তবে তাহারা বলিবে,

(১) ফেরা'উন=প্রাচীনকালে মিসরের বাদশাগণের উপাধি ছিল ফেরা'উন—বা Faroa. ইসলামী সাহিত্যে ফেরা'উন বলিতে হজরত মুসা আলায়হে সালামের সময়কার প্রসিদ্ধ বাদশা ২য় র‍্যাম্‌সেস্‌কে বুঝাইয়া থাকে। ইনি হজরত মুসা আলায়হে ছালামকে অনুসরণ করিতে গিয়া লোহিত সাগরের জলে ডুবিয়া মারা যান। সম্প্রতি ইহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোহাম্মদী……পৌষ—১৩৩৪ এবং মৌলভী আব্দুল হাকিম কৃত কোরাণ শরিফের বঙ্গানুবাদ—১৬৮ পৃষ্ঠা।

লোকটি উদরপূজক—বেহিসাবী—বেহুদাখরচকারী। কেহ সাদাসিধা ভাবে জীবনযাপন করিলে তাহারা তীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় রসনা চালনা করিয়া বলিবে, বদ্‌বখ্‌ত্‌, বখিল, ছোটলোক। কেহ ভাল বেশভূষা করিলে, ভাল গৃহশয্যা করিলে তাহাকে অহঙ্কারী ও বিলাসী বলিয়া নিন্দা করিবে। কেহ বিদেশে না গেলে বলিবে—হতভাগা স্ত্রীলোকের অঞ্চল ছাড়িয়া কখনো বাহিরে যায় নাই ; তাহার অভিজ্ঞতা কিরূপে হইবে ? আবার কেহ দেশভ্রমণ করিলে তাহাকে ভবঘুরে বলিয়া গালি দিবে।

সুন্দর চেহারা যার, বদনাম তার
কতজনে কতরূপে করে অনিবার !
জঘন্য হইলে রূপ তারো রক্ষা নাই,
তারো বদনাম দেখো করিছে সবাই।

সাবধান ! এই শ্রেণীর লোকের কথায় কর্ণপাত করিও না। নীরবে নিজের কার্য্য করিয়া যাও।

এ জগতে নিরালায় শান্তির সহিত
থাকিতে পারেনা কেহ, এ কথা নিশ্চিত।

নবী ও রসুল যাঁরা জগতের 'পরে,
তাঁদেরো কলঙ্ক কত রটা'য়েছে নরে।
তাঁদেরো শত্রুতা কত করেছে ভীষণ,
এ জগতে শান্তি তবে পা'বে কোন জন ?

কেহ কারো হাত হ'তে পায়না নিস্তার,
নীরবে ছবর কর, নাহি গতি আর। [১]

১৫১

অপরের গুণ তব পড়েনা নয়নে,
নিরত সতত পর-দোষ অন্বেষণে !
এমন ঘৃণিত তুমি কেনরে নাদান ?
মক্ষিকার মত কর ক্ষতের সন্ধান !
অপরের গুণ যাঁরা দেখে ধরা'পরে
দেখিবেনা বদী তাঁরা সে মহা হাশরে !
কাহারো চরণ যদি পড়ে পিছলিয়া,
করিওনা শোরগোল তাহারে লইয়া।
অসম্ভব ইহা, ভাই, কখনই নহে,
ফুলের সহিত কাঁটা সততই রহে !
জগতের 'পরে কহ কার দোষ নাই ?
অপরের দোষ তাই ক্ষমা করা চাই। (২)

---

(১) কে ইয়ারাদ্ বকোঞ্জে ছালামত্ নেশাস্ত্
কে পয়গম্বর্ আজ্ খোব্ছে দুশ্মন্ না রাস্ত্।
রেহায়ী নয়াবাদ্ কছ্ আজ্ দস্তে কছ্
গেরেফ্তার্ রা চারা ছবরস্ত্ ও বছ্।

(২) বুয়াদ্ খার্ ও গুল্ বা হম্ আয় হোশ্মন্দ্
চে দর্ বন্দে খারী ? তু গুল্‌দস্তা বন্দ্।

পরের দোষের পানে যাদের নয়ন,
তারা শুধু ময়ূরের নিরখে চরণ। [১]
দেখেনা দেহের তার অপূর্ব্ব বাহার,
দেখেনা পেখম ধরে কি শোভা তাহার।
দেখেনা তাহার নাচ কেমন মধুর ;
পায়ের নিন্দায় তারা সদা ভরপূর।
স্বভাব সুন্দর যদি কর সযতনে,
দেখিবে সুন্দর সব ও তব নয়নে !
ভাল যদি হ'তে চাও, চাও ভাল নিজ,
গে'ওনা পরের দোষ, ওহে বেতমিজ !
আপনার দোষ দেখ, কর সংশোধন,
পবিত্র মধুর তব হইবে জীবন।
মন্দ কাজ যদি তুমি পছন্দ না কর,
করিওনা মন্দ নিজে, এই নীতি ধর।
তার পরে পরসীরে দিও উপদেশ ;
তা' হ'লেই উপদেশ মানাইবে বেশ ! [২]
ভাল যদি হয় মোর বাহ্য আচরণ,
ভিতরে কি আছে, তাহা খোঁজ কি কারণ ?

---

(১) কেরা জেশ্‌ত্‌ খোয়ী বুয়াদ্‌ দর্‌ ছেরেশ্‌ত্‌
না বিনাদ্‌ জে তাউছ্‌ জুজ্‌ পায়ে জেশ্‌ত্‌ !

(২) চু বদ্‌ না পছন্দ্‌ আয়্যাদত্‌ খোদ্‌ মকোন্‌
পছ্‌ আঁগাহ ব হাম্‌ছায়া গো বদ্‌ মকোন্‌

ভালমন্দ যা'ই হই, তোমার কি তায় ?
দায়িত্ব তাহার যে গো, আমারি মাথায় !
খোদাই ত করিবেন আমার বিচার !
তোমার কি আসে যায় ? কেন এ চীৎকার ?
তোমার কাছে ত আমি অপরাধী নই,
অহেতু এ সাজা তব কেন আমি সই ? [১]
একটি সুকাজ যদি কোন জন করে,
দশটি কাজের পুণ্য লভিবে হাশরে।
কাহারো একটি গুণ দেখ যদি ভাই,
বিনয়ে মিনতি এই মোর তব ঠাঁই, —
নিজগুণে ক্ষমা ক'রো তার দশ দোষ,
ঘোষিওনা নিন্দা তার, করিওনা রোষ !
একদোষ তরে তার শত শত গুণ
যে'ওনা যে'ওনা ভুলে, হ'ওনা আগুন !
হিংসুক জঘন্য বলে সা'দীর কবিতা,
কলঙ্ক রটায়, কয়, অসার সবি তা'।

---

(১) তু খামুশ্ আগার্ মন্ বেহম্ ইয়া বদম্,
কে হাম্মালে ছুদ্ ও জিয়ানে খোদম্ !
আগার্ ছিরতম্ খুব্ আগর্ মোন্কেরস্ত্
খোদায়াম্ বছর্ আজ্ তু দানা তরস্ত্।
না চশ্ম্ আজ্ তু দারম্ বনেকী ছওয়াব্,
কে বিনম্ বজোর্ম্ আজ তু চান্দিঁ আজাব্।

ভাল দেখিবার চোখ তাহাদের নাই,
হিংসায় হ'য়েছে অন্ধ তারা যে সবাই। (১)
ভালমন্দ সকলি যে খোদার সৃজন,
মন্দ যা' ছাড়িয়া ভাল করহ গ্রহণ।
সা'দীর এ উপদেশ খুব জেনো খাঁটি
খেজুর খাইয়া দূরে ফেলি' দাও আঁটি (২)

(১) চু দুশ্‌মন্ কে দর্ শে'রে সা'দী নেগাহ্‌
বনফ্‌রত্‌ কুনাদ ও আন্দরুণে তবাহ্‌
নাদারদ্ বছদ্ নোক্তায়ে নগ্‌জ্‌ গোশ্‌
চু জহ্‌ফে বেবিনদ্ বর্ আরাদ্ খোরোশ্‌!
জুজ্‌ই ইল্লতশ্‌ নিস্ত্‌ কাঁ বদ্ পছন্দ্‌,
হছদ্ দিদায়ে নেক্ বিনশ্‌ বেকন্দ্‌!

(২) না মখ্‌লুক বা ছনেয়ে বারী ছেরেশ্‌ত্‌
ছিয়া ও ছোফেদ্ আমাদ্ ও খুব্‌ ও জেশ্‌ত্‌।
না হর্ চশ্‌ম্ ও আব্‌রু কে বিনী নেকোস্ত্‌
বোখোর পেস্তা মগ্‌জ্‌ ও বে আন্দাজ পোস্ত্‌

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

অষ্টম অধ্যায়

শোকর—কৃতজ্ঞতা

১৫২

খোদাতা'লার প্রতিই সমস্ত কৃতজ্ঞতা। প্রত্যেক নিশ্বাসে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অভিব্যক্ত হয়। তাঁহার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি অনস্তিত্ব হইতে এই বৈচিত্র্যময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অনন্ত ক্ষমতা ও কৌশল বুঝিতে পারা, তাহা অনুভব করা মানবের সাধ্যায়ত্ত্ব নহে। তিনি মানবকে কর্দ্দম হইতে সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতর কি সুন্দর চৈতন্য, জ্ঞান, ও প্রাণ দান করিয়াছেন! মানবের মধ্যে কত বৈচিত্র্য নিহিত আছে, তাহা কে বুঝিতে পারে?

শুধু বাহুবলে কভু কাজ নাহি হয়,
যদি সেই দয়াময় না হন সদয়।
আপনার বলে তব কোন সাধ্য নাই
টিকিয়া ক্ষণেক থাক এ জগত ঠাঁই।

দমে দমে আসিতেছে তাঁর অনুগ্রহ ;
শোকর সতত তাঁর করহ করহ। [১]

এমনি অক্ষম তুমি একদিন ছিলে,
নারিতে দূরিতে মাছি শরীরে বসিলে !
আজি তুমি বাহুবলে অজেয় ধরায়,
সতত শোকর কর খোদার দর্গায় !
আসিছে আরেক দিন, ভুলনা সেদিন,
কবরে যে দিন হবে কীটের অধীন।

১৫৩

দিয়াছেন যিনি তব চারু কলেবর,
শ্রবণ, নয়ন, আর ইন্দ্রিয় নিকর,
হও যদি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী বিচক্ষণ,
তাঁহার অবাধ্য তুমি হ'ওনা কখন। (২)

(১) বছর্ পঞ্জ্ গী কৃছ্ না বোর্দ্দাস্ত্ গোয়ে
ছেপাছে খোদাঅন্দে তওফিক্ গোয়ে।
তু কায়েম্ বখোদ্ নিস্তী এক্ কদম্,
জে গায়বত্ মদদ্ মিরছদ্ দম্বদম্।

(২) তুরা আঁকে চশ্ম্ ও দহন্ দাদ গোশ্
আগার্ আকেলী দর্ খেলাফশ্ মকোশ

মানিলাম শক্তিধর তুমি মহাবীর,
মুহূর্ত্তে চূরিতে পার অরাতির শির.
তা' বলি' যে বন্ধু তব জীবনে মরণে,
লড়িওনা পাগলের মত তাঁর সনে।

শোকর করেন সদা যাঁরা বুদ্ধিমান
শোকরে সতত বাড়ে বিধাতার দান।
জ্ঞানী যাঁরা কৃতজ্ঞতা করি' প্রদর্শন,
অনুগ্রহ স্থায়ীভাবে করেন রক্ষণ। (১)

১৫৪

একজন সমরপ্রিয় নৃপতি ঘটনাক্রমে অশ্ব হইতে নিপতিত হইয়া স্বন্ধে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, তাহার ফলে তাঁহার স্কন্ধ শরীরের ভিতর বসিয়া গিয়াছিল, এবং তিনি ঘাড় ফিরাইতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের যাবতীয় চিকিৎসকের চিকিৎসায় কিছুমাত্র উপকার হইল না। তখন জনৈক বিখ্যাত ইউনানী* হাকিমকে তাঁহার চিকিৎসার জন্য আনয়ন করা হইল। তাঁহার

(১) গেরেফ্‌তম্‌ কে দুশ্‌মন্‌ বোকুবী বছঙ্গ্‌
মকোন্‌ বারে আজ্‌ জোহল্‌ বা দোস্ত্‌ জঙ্গ্‌!
খেরদ্‌ মন্দ্‌ তবয়াঁ মেন্নত্‌ শেনাছ্‌
বোদোজন্দ্‌ নিয়ামত্‌ ব মেখে ছেপাছ্‌।

* ইউনানী=গ্রীসদেশীয়।

বিচক্ষণতাপূর্ণ চিকিৎসায় রাজার স্কন্ধের বেদনা দূর হইল, তিনি ঘাড় ফিরাইতেও সমর্থ হইলেন।

অতঃপর হাকিম সাহেব বিদায় হইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে ঘটনাক্রমে আবার উক্ত রাজার নিকট আসিতে হইয়াছিল। অকৃতজ্ঞ রাজা কিন্তু তাঁহার দিকে লক্ষ্যও করিলেন না। এই উপেক্ষাপূর্ণ ব্যবহারে হাকিম সাহেব বড়ই ব্যথিত ও লজ্জিত হইলেন। শুনিয়াছি, তিনি তখন নিম্নস্বরে বলিতেছিলেন,—

যেদিন তাঁহার ঘাড় গিয়াছিল বাঁকি',
নিরুপায় হ'য়ে মোরে এনেছিল ডাকি',
সেদিন ও ঘাড় আমি না দিলে সারিয়া
বাঁকা'তনা ঘাড় আজি এমন করিয়া!
করিতনা মোরে কভু এত অপমান!
কমিনা যে এইরূপই করে প্রতিদান!

হাকিম সাহেব তখনি একটি বৃক্ষের বীজ তাঁহার ভৃত্যের হাতে দিয়া তাহা বাদশার নিকটস্থ ধুপদানীর অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। উহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গেসঙ্গে তীব্রগন্ধবিশিষ্ট একরূপ ধুম নির্গত হইল। রাজার নাসিকায় সেই ধুম প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি তাঁহার মস্তকে ও স্কন্ধে একটি প্রবল ঝাকুনি অনুভব করিলেন; সঙ্গেসঙ্গে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার ঘাড় ও মস্তক যেরূপ বিকৃত হইয়াছিল, আবার ঠিক তদ্রূপ হইয়া গেল! তাঁহার মস্তক একপার্শ্বে

বাঁকা হইয়া রহিল। তিনি আর চেষ্টা করিয়াও ঘাড় ফিরাইতে পারিলেন না। তখন রাজা উক্ত হাকিম সাহেবের নিকট মা'ফ চাহিবার জন্য তাঁহার যথেষ্ট সন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

যাঁর কাছে কোন দিন পাও উপকার,
কৃতজ্ঞতা চিরদিন করিও তাঁহার।
নেমক হারাম যারা হাশরের দিন
হবে অতি শোচনীয়, গৌরব বিহীন।

১৫৫

অনন্ত মহিমা তাঁর যে দিকেই চাই,
অনন্ত করুণাভরা দেখি সব ঠাঁই।
ভাবিলে সে সমুদয় থমকে হৃদয়,
কল্পনা খেয়াল সব হয়ে যায় লয়!
হে সা'দী, ফেলিয়া দাও তব ও লেখনী,
ধুয়ে ফেল লেখা যত কেতাব এখনি!
যে পথে চলিয়া কোন নাহি পাবে শেষ,
সে পথে যে'ওনা, যদি থাকে জ্ঞানলেশ! [১]

---

(১) বেরও ছা'দিয়া দস্ত্ ও দফ্তর্ বোশোয়ে
বরাহে কে পায়াঁ নাদারাদ্ মপোয়ে।

১৫৬

একজন প্রবীণ ভদ্রলোক একটি বালকের কর্ণ ধরিয়া ভয়ানক ভাবে মলিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন,—ওরে হতভাগা, তোকে কুঠার দেওয়া হইয়াছে জ্বালানীকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য ; তুই কিনা তদ্বারা মস্‌জেদের দেওয়াল ভগ্ন করিতেছিস ! বলা বাহুল্য, এই অপকর্ম্মের জন্য বালকটির প্রহার ও লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না।

রসনার কাজ ছিল শোকর সতত,
পরের নিন্দায় তারে রাখিয়াছ রত !
শুনিতে কল্যাণ-কথা দিলেন শ্রবণ,
কিন্তু শুনিতেছ সদা বেহুদা বচন !

নয়ন দেখিতে তাঁর মহিমা অপার,
দেখিছ পরের দোষ কিন্তু অনিবার ! (১)
এই যদি আচরণ ভাব ভাই, নিজে,
এসব কাজের সাজা হতে পারে কি যে!

[১] জবাঁ আমাদ্‌ আজ্‌ বহ্‌রে শোক্‌র্‌ ও ছপাছ্‌
বগীবত্‌ নাগর্দ্দান্দশ্‌ ছক্ শেনাছ্‌
গোজার্‌ গাহে কোর্‌ আন্‌ ও পন্দস্ত্‌ গোশ্‌
ব বোহ্‌তান্‌ ও বাতেল্‌ শানদন্‌ মকোশ্‌।
দো চশ্‌ম্‌ আজ্‌ পায়ে ছানুয়ে বারী নেকোস্ত্‌
জে ঌায়বে বেরাদর্‌ ফেরো গীর্‌ ও দোস্ত্‌।

১৫৭

বহুদিন জ্বর ভোগ করেছে যে জন,
সেই জানে স্বাস্থ্য-সুখ মধুর কেমন!
ঘুমা'য়ে কাটাও সুখে সমস্ত রজনী,
রজনী যে দীর্ঘ কত, কভু তা বোঝনি।
বুঝে তাহা পীড়িত যে, নাই ঘুম যার,
বুঝিতে শকতি তাহা নাইত তোমার।

—০—

১৫৮

স্বভাব সুন্দর যার, বাহিরেতে নয়,
সেই ভাল মোর কাছে, নাহিক সংশয়,
তার চেয়ে ভাল বলি' লোকে যারে জানে,
পাপের কালিমা কিন্তু মাখা যার প্রাণে।
যে পাপী পরিয়া দেহে ধার্ম্মিকের সাজ,
গোপনে গোপনে সদা করে পাপ কাজ,
তার চেয়ে ভাল জানি দুরন্ত তস্করে,
লুটে যে পরের ধন, বধে কত নরে! (১)

[১] নেকো ছিরতে বে তকল্লফ্ বেরুঁ
বেহ্ আজ্ নেক্ নামে খারাব্ আন্দরুঁ।
বনজ্দিকে মন্ শব্ রভে রাহ্ জন্
বেহ্ আজ্ ফাছেকে পার্ছা পায়রছন্

১৭৯

কর ভাই, মুসল্‌মান শোকর খোদার,
উপবীত শোভেনি' যে শরীরে তোমার। (১)
যেজন তাঁহারে পায়, নিজে নাহি যায়,
তাঁরি অনুগ্রহ নিয়ে যায় যে তথায়।

মানব, যা' কর তুমি, মূল তিনি তার,
তাঁ'রি শকতিতে এই শকতি তোমার।
তোমার যে সব গুণ, তাঁহারি যে দান,
সঁপহ তাঁহারি পদে তাঁ'রি দেওয়া প্রাণ!

ফুল তুলি' রোজ রোজ বাগানের মালী
বাদশার দরবারে দিয়ে যায় ডালি।
যাঁর মালী তাঁরি বাগ, তাঁহারি যে ফুল, (২)
তাঁহারি চরণে শোভা পায় তা' অতুল!

[১] বে বন্দ্ আয় মোছলমান বশোক্‌রানা দস্ত্
কে জোন্নারে মগ্ বর্ মিয়ানত্ না বস্ত্।

[২] বরদ বুস্তাঁবাঁ ব আয়ওয়ানে শাহ্
ব তোহ্‌ফা ছমর্ হম্ জে বোস্তানে শাহ্।

১৬০

(হিন্দুস্থান-ভ্রমণ ও প্রতিমা পূজার হীনতা)

হিন্দুস্থান ভ্রমণের সময় (গুজরাটের অন্তর্গত) সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দিরে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত অতি সুন্দর একটি প্রতিমা দেখিয়াছিলাম। তাহার শিল্পী তাহাকে এমন ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, তাহা অপেক্ষা সুন্দর অন্য কিছুই কল্পনা করা যায় না। বহু দূরবর্ত্তী দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রী এই প্রতিমা-সন্দর্শনে আসিত। সা'দী যেমন তাঁহার পাষাণহৃদয় প্রাণ-প্রতিমার অনুগ্রহ-কামনায় সর্ব্বদা উন্মুখ, সেইরূপ উন্মুখ-হৃদয় লইয়া সুদূর চীন, চগল্ প্রভৃতি দেশ হইতে উক্ত প্রতিমার ভক্তগণ তাহার অনুগ্রহ প্রত্যাশায় সর্ব্বদা সমাগত হইত। বহু জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তি, বহু বক্তা নানা স্থান হইতে আসিয়া উক্ত প্রতিমার সম্মুখে ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হইয়া ক্রন্দন কারতেন। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি ইহার রহস্য নির্ণয় করিতে পারিলাম না। জীবিত জ্ঞানী মানব অচেতন প্রতিমাকে কেন পূজা করে? ইহাতে লাভ কি?

একজন মধুরভাষী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহিত ইতিমধ্যে আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। আমরা এক স্থানেই থাকিতাম। একদিন তাঁহাকে বিনীত ভাবে বলিলাম,—মহাশয়, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, কিছু মনে করিবেন না। আপনাদের এই মন্দিরের ব্যাপার দেখিয়া আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য

বোধ হইতেছে। এই প্রাণহীন প্রতিমার মোহে লক্ষ লক্ষ লোক যেন উন্মত্ত হইয়া আছে। উহার শরীরে ত কোনই শক্তি নাই, সামান্য ধাক্কায় উহা পড়িয়া যায়। আর উঠিতে পারে না। ইহার নিকটে আপনারা কিরূপে উপকার-প্রাপ্তির আশা করেন?

আমার এই কথা শেষ হইবার সঙ্গেসঙ্গে বন্ধুটি যেন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। বন্ধুত্ব কোথায় বিলীন হইয়া গেল! তিনি ভীষণ শত্রুতে পরিণত হইলেন। অন্য ব্রাহ্মণ-দিগকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি বুঝিলাম, ব্যাপার বড় সুবিধাজনক নহে।

অসত্যে আছিল তাঁরা, তাই সত্য রূপ
ঠেকিল তাঁদের কাছে একান্ত বিরূপ।
অবোধ যে জ্ঞানিগণে ভাবে সে অজ্ঞান,
থাকে না জ্ঞানীর তথা আদর সম্মান। (১)

আমি তখন নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলাম। সন্ধি ব্যতীত আর কোনই উপায় দেখিলাম না।

---

[১] চু আঁ রাহে কজ্ পেশেশ্ া রাস্ত্ বুদ্
রাহে রাস্ত্ দর্ চশমে শাঁ কজ্ নমুদ্।
কে মর্দ্ আর্ চে দানা ও ছাহেব্ দেলস্ত্
বনজ্ দিকে বে দানেশাঁ জাহেলস্ত্।

দেখিবে জাহেল যবে হিংসাপরায়ণ,
রক্ষা পাবে, কর যদি আত্মসমর্পণ। (১)

আমি তখন উক্ত ব্রাহ্মণকে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া বলিলাম,—হে ধর্ম্মপরায়ণগণের পুরোহিত, সত্য কথা বলিতে কি, এই প্রতিমাটি দেখিবামাত্র আমি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। কারণ, ইহার গঠন ও সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই একান্ত চিত্তাকর্ষক,—জগতে অতুলনীয়। ইহার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার ভিতরে যে সমস্ত গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, তৎসমুদয় আমি এখনো কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি সম্প্রতি এদেশে আসিয়াছি; সুতরাং অনেক বিষয়ই এখনো আমার নিকট অজ্ঞাত রহিয়াছে। আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন; কারণ, আপনি এখানকার একজন প্রবীণ পুরোহিত। এমন কি, এই স্থানের রাজারও আপনি উপদেশক; তিনি আপনার পরম ভক্ত। আপনার প্রভাব প্রতিপত্তি ও জ্ঞান-গরিমা অসাধারণ।

না বুঝিয়া এবাদত মূর্খতা কেবল,
ভাগ্যবান করে কাজ বুঝিয়া সকল! (২)

---

(১) চু বিনি কে জাহেল্ বকিন্ আন্দরস্ত্
ছালামত্ ব তছ্লিম্ ও লিন আন্দরস্ত্।

(২) এবাদত্ বতক্লিদ্ গোমরাহি আস্ত্
খনক্ রাহ্ রভেরা কে আগাহি আস্ত্।

এই মুর্ত্তির ভিতর কি গুপ্ত রহস্য, কি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বুঝিতে পারিলে আমি এখনই ইহার পূজা আরম্ভ করিব।

আমার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আহ্লাদের সহিত হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন,—আপনি অতি সজ্জন মহাশয় ব্যক্তি; আপনার কথা ঠিক আপনার মত লোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে। আপনি প্রকৃতই বলিয়াছেন,—

যে জন দলিল সদা করে অন্বেষণ,
সত্যের সন্ধান ঠিক পায় সেই জন! (১)

অতঃপর ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে প্রতিমাটির বহু গুপ্ত অসাধারণ শক্তির বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন,—আপনি আজকার রাত্রিটা অপেক্ষা করুন; কল্য প্রাতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন। তাহা হইলেই বুঝিবেন, এই প্রতিমাটি নির্জ্জীব হইলেও মন্ত্র প্রভাবে একরূপ সজীব, সচেতন। প্রত্যহ প্রত্যূষে ইহা ঈশ্বরের উদ্দেশে হস্তোত্তলন করিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। রাত্রিতে উক্ত পুরোহিতের উপদেশ মত আমি মন্দিরের ভিতরেই অবস্থিতি করিলাম। আমার মনে হইল, যেন বিপদের কূপের মধ্যে আবদ্ধ আছি। রাত্রিটা আমার নিকটে রোজে হাশরের মত অতিদীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। আমার পার্শ্বে অগ্নি-পূজক ব্রাহ্মণগণ বিনা ওজুতেই তাঁহাদের নামাজে প্রবৃত্ত

(১) ছওয়ালত্ ছওয়াবস্ত্ ও ফে'লত্ জমীল,
বমন্জেল্ রছদ্ হর্কে জোয়াদ্ দলীল্।

থাকিলেন। বোধ হয় আমি কোন মহাপাপ করিয়াছিলাম, তাহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এইরূপ ভীষণ অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। (১) সমস্ত রাত্রি অতি কষ্টে কাটিয়া গেল। শেষরাত্রিতে হঠাৎ প্রভাত-সূচক ঢোল ও নানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ জাগিয়া উঠিলেন। রাত্রির তিমির-আবরণ ভেদ করিয়া সৌর-কর-রাশি তরবারি-ঝলকের ন্যায় পূর্ব্বগগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। সমগ্র জগত ধীরে ধীরে আলোকিত ও জাগরিত হইয়া উঠিল। বিপথ-চালিত ব্রাহ্মণগণ চারিদিক হইতে মন্দিরে আসিয়া সমাগত হইলেন। মন্দিরে আর তিল ধরিবারও স্থান থাকিল না। আমার মন তখন চিন্তাক্লিষ্ট; অনিদ্রায় শরীরটা অবসন্ন। হঠাৎ দেখিলাম, মূর্ত্তিটি ধীরে ধীরে হস্তোত্তলন করিতেছে! তখন সেই বিশাল জনসমুদ্রে যেন উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইল। চারিদিক হইতে উন্মত্ত জয়ধ্বনিতে আমার কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল।

যখন সমাগত জনতা চলিয়া গেল, তখন আমার বন্ধু সেই ব্রাহ্মণটি আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বন্ধুবর, আশা করি, এখন সব বুঝিতে পারিয়াছেন; প্রকৃত সত্য আপনার

---

(১) শবে হামচু রোজে কিয়ামত্ দারাজ্
মগাঁ গের্দ্দে মন্ বে অজু দর্ নামাজ্।
মাগার্ কর্দ্দাহ্ বুদাম্ গোনাহে আজীম্
কে বোর্দ্দাম্ দর্ আঁ শব্ আজাবে আলীম্।

নিকট প্রকাশ পাইয়াছে ; ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। আমি দেখিলাম, বিষম ভ্রান্তির মধ্যেই তিনি আবদ্ধ আছেন ; সুতরাং কোনরূপ বিরুদ্ধমন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিলাম না। এরূপ ক্ষেত্রে সত্য গোপন রাখাই সঙ্গত বিবেচিত হইল।

হও যদি অপরের করতলগত,
জয়ের আশা না রয়, হ'ওনা উদ্ধত ;
মিছামিছি বিরুদ্ধতা করিয়া তাহার,
করিওনা সর্ব্বনাশ কভু আপনার। [১]

তখন আমি কপটভাবে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাঁদিতে লাগিলাম, এবং ভক্তিগদ্‌গদ্ স্বরে বলিলাম,—হায়, আমি অতি নির্ব্বোধ ; তাই এমন জাগ্রত-প্রতিমার নিন্দা করিয়া মহাপাপী হইয়াছি। এখন লজ্জাতে ও অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমার ক্রন্দন দেখিয়া ধর্ম্মদ্রোহিগণের অন্তঃকরণ আমার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ভক্ত সেবকগণ আমার নিকটে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া প্রতিমার সম্মুখে লইয়া গেল। আমি সেখানে গিয়া প্রতিমার নিকট ক্ষমা চাহিলাম ; এমন কি, কপট-ভক্তির সহিত প্রতিমার হস্ত চুম্বন করিলাম। মনে মনে বলিলাম, এই প্রতিমার ও উহার উপাসকগণের উপর অভিসম্পাত ! আমি এখন হইতে কিছুদিনের জন্য

---

(১) চু বিনী জবর্‌দস্ত্‌ রা জের্‌ দস্ত্‌
না মর্দী বুয়াদ্‌ পাঞ্জায়ে খোদ্‌ শেকস্ত্‌।

বাহ্যতঃ কাফের হইয়া গেলাম,—ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাদের শাস্ত্রালোচনায় ঠিক যেন ব্রাহ্মণ হইয়া বসিলাম। (১)

ধীরে ধীরে মন্দিরের পূজারিগণ আমাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। একদিন রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত, তখন মন্দিরের দরজা ভালরূপে বন্ধ করিয়া আমি সাবধানে চারিদিকে সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। প্রতিমার রহস্যাবধারণ আমার বরাবর লক্ষ্য ছিল। যে দিন প্রতিমার হস্তোত্তোলন দেখিয়াছিলাম, সেইদিন হইতেই আমার ধারণা জন্মিয়াছিল, নিশ্চয়ই এই ব্যাপারের মধ্যে কিছু চতুরতা আছে। আমি মূর্ত্তির পিছনে যাইয়া একটি সুসজ্জিত গুপ্ত স্থান আবিষ্কার করিলাম। সেই স্থানে সহসা নিঃশব্দে গিয়া দেখি, একজন ব্রাহ্মণ বসিয়া আছে; তাহার হস্তে একটি

---

(১) বতকূরা একে বুছা দাদম বদস্ত্ বদস্ত্
কে লা'নত্ বরো বাদ্ ও বর্ বত্ পোরস্ত্।
বতকূলীদ্ কাফের্ শোদম্ রোজে চন্দ্
বেরাহ্মন্ শোদাম্ দর্ মোকালাতে জন্দ্ ২।

(২) মগাঁ অগ্নিপূজক পুরোহিতগণকে বলে; জন্দ তাঁহাদের একখানি ধর্ম্মপুস্তকের নাম। সোমনাথ মন্দিরে হোম যজ্ঞ ইত্যাদিতে অগ্নির অত্যন্ত সমাদর দেখিয়া শেখ সাদী হয় ত এই ব্রাহ্মণগণকে অগ্নিপূজক মগাঁ মনে করিয়াছেন। সোমনাথ হিন্দু-দেবমন্দির ছিল। ইহার পূজারিগণ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, একথা কবি একাধিকবার বলিয়াছেন। অথচ তাঁহাদিগকে এই গল্পের স্থানান্তরে মগাঁ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

সূক্ষ্ম সূত্র। উক্ত সূত্রের সহিত প্রতিমার হস্তের কৌশলে সংযোগ রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত রহস্য আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। বুঝিলাম, এই সূত্র আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিমাটি হস্ত সঞ্চালিত করিয়া থাকে। ঐ স্থানে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ হঠাৎ আমাকে দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে সহসা দৌড়িয়া পালাইতেছিল, কিন্তু আমি তাহাকে আর সে অবসর দিলাম না। নিকটেই একটি কূপ ছিল। মস্তক নিম্নাভিমুখীন করিয়া ঐ কূপের মধ্যে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলাম। কারণ, আমি জানিতাম, ব্রাহ্মণটি এখনই তাহার দলস্থ ব্যক্তিগণের নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ যখন জানিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহাদের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছি, তখন তাঁহারা নিজেদের সম্মানপ্রতিপত্তি ও ব্যবসায়-রক্ষার খাতিরে কিছুতেই আমাকে জীবিত রাখিবেন না। কারণ, তাঁহারা মনে করিবেন, আমাদ্বারা এই সমস্ত গুপ্ত কথা নিশ্চয়ই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং তাহা হইলে কেহই আর এই মন্দিরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে না। ব্রাহ্মণকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উপর হইতে কয়েকখানি বড় বড় প্রস্তর তাহার উপর ফেলিয়া দিলাম, যাহাতে সে তন্মুহূর্ত্তেই নিহত হয়। অতঃপর খুব শীঘ্র উক্ত মন্দির হইতে বাহির হইয়া খোদার অনুগ্রহে সে দেশ হইতে পলাইয়া প্রথমে ইমন্ ও পরে তথা হইতে হেজাজে চলিয়া গেলাম।

আগুন লাগা'য়ে যদি থাক কোন বনে,
সে বনের বাঘ থেকে ডর মনে মনে।
সাপের শিশুরে যদি মেরে থাক ভাই,
সে সাপ হইতে ভয় করিবে সদাই।

ভীমরুল চাকে যদি খোঁচা দিয়ে থাক,
সে চাকের কাছে আর কভু যেয়োনা ক।
যখন দেওয়ালে কোন মারিলে কুঠার,
নিকটে তাহার কভু থাকিও না আর।
সা'দীর এ উপদেশ হে মানবগণ,
রাখিও স্মরণ সদা, রাখিও স্মরণ। (১)

সোমনাথের মন্দিরে আমি যেরূপ বিষম বিপদে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা চির দিন আমার মনে থাকিবে। পক্ষান্তরে সেই স্থানে আমি যে গভীর উপদেশ লাভ করিয়াছি, জীবনে তাহা কখনই বিস্মৃত হইব না। যখন দেখি, কেহ খোদাতা'লার দরগায় কাতরভাবে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক

---

(১) মকোশ্‌ বাচ্চায়ে মার্‌ মর্দ্দম্‌ গজায়ে
চু কোশ্‌তী দরাঁ খানা দিগর্‌ মপায়ে!
চু জম্বুরে খানা বে আস্তুফ্‌তী
গোরেজ্‌ আজ্‌ মহল্লত্‌ কে গর্ম্ম্‌ উফ্‌তী
দর্‌ আওরাকে সা'দী চুনী পন্দ্‌ নিস্ত্‌
কে চু পায়ে দেওয়ার্‌ কান্দি মাইস্ত্‌।

মোনাজাত করিতেছে, তখনই আমার হৃদয়ের ভিতর জাগিয়া উঠে সেই মনোমদ ছবি—সোমনাথ মন্দিরের সেই কনক-প্রতিমা, যে হাত তুলিয়া খোদার নিকট তাহার ভক্তগণের জন্য নীরবে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিল। সেই মনোমদ স্মৃতি আমার সমস্ত আমিত্বকে ধ্বংস করিয়া দেয়। বাহ্যদৃষ্টিতে মূর্ত্তিটি হাত তুলিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে নিজে হাত তুলে নাই; পিছনের লোকটিই তাহার হস্তোত্তোলনের কারণ ছিল। যে মানব খোদাতা'লার দরগায় হাত তুলিয়া মোনাজাত করে, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার এই মোনাজাতের মূল কারণও সেই খোদা; যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মানব তাহা বুঝিতে পারে না।

হাত তুলি' মোনাজাত করি তাঁর কাছে,
এ হাতের পিছে যে গো তাঁরি হাত আছে।
ভাল কাজ করি বলি' কেন অহঙ্কার?
যাহা করি, তিনি মূলকারণ তাহার! (১)

সম্রাটের অনুগ্রহে তাঁর দরবারে
হয় স্থান, নতুবা কে যাইবারে পারে?
ক্ষমতা কাহারো নাই, নাই কিছু নাই!
ক্ষমবান সকলের উপরে খোদাই।

---

(১) না ছাহেব্ দেলাঁ দস্ত বর্ মি কশদ্
কে ছার্ রেশ্ তা আজ্ গায়েব্ দর্ মি কশদ্।

হে অলী, খোদার পথে আছ যে সতত,
তাঁহারি শোকর কর শির করি নত ! (১)

মধুকর মধু করে যাঁর মহিমায়,
গরল তাঁহারি দান সাপের মাথায় ।
তোমারে যে দিয়াছেন স্বভাব মধুর,
সদা তাঁর সে শোকর করহ প্রচুর ! (২)

উপকারী কথা এক শোন যদি ভাই,—
তরিকত-পথে চল ছাড়িয়া বড়াই !
তবে ত মহিমা তব গৌরব সম্মান,
হইবে অতুলনীয় সবিতা সমান ! (৩)

(১) হমিনস্ত্ মানে' কে দর্ বার্গাহ্
না শায়াদ্ শোদন্ জুজ্ বফর্মানে শাহ্ ।
কিলিদে কদর্ নিস্ত্ দর্ দস্তে কছ্
তওয়ানায়ে মত্লক্ খোদাইস্ত্ বছ্ ।
পছ্ আয় মর্দ্দে পোয়েন্দা বর্ রাহে রাস্ত্
তুরা নিস্ত্ মেন্নত্ খোদা অন্দ্ রাস্ত্ ।

[২] চু দর্ গায়েব্ নেকো নেহাদত্ ছেরেশ্ত্
না আয়াদ্ জে খোয়ে তু কের্দ্দারে জেশ্ত্ ।

(৩) ছোখন্ ছুদ্ মন্দস্ত্ আগার্ বেশ্নভী
বমর্দ্দাঁ রছি গার্ তরিকত্ রভী ।
মোকামে বেয়াবী গারত্ রাহ্ দেহন্দ্
কে বর্ খানে ইজ্জত্ ছামাতত্ নেহন্দ্ ।

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

নবম অধ্যায়

তওবা

(অনুতাপের সহিত খোদাতা'লার নিকট কৃতপাপের জন্য
ক্ষমা-প্রার্থনা)

১৩১

হে ভ্রাতঃ, তোমার সুদীর্ঘ জীবন ত অতিবাহিত হইয়া চলিল। এতদিন মোহ-নিদ্রায় অসাড় ছিলে, তাই এই অমূল্য সম্পদ বৃথাই চলিয়া গিয়াছে, অথচ তুমি কিছুই জানিতে পার নাই। তুমি এই নশ্বর পৃথিবীতে চিরদিন সুখ-শান্তিতে বাস করিবার সমস্ত আয়োজনই পূর্ণ করিতেছ; অথচ এই স্থান হইতে মহাযাত্রার ত কোনই আয়োজন করিলে না; সে যাত্রাকাল যে অতি আসন্ন। হাশরের সেই মহা-বাজারে তুমি যেরূপ মূল্য দিবে, সেইরূপই দ্রব্য পাইবে। কিন্তু সেই ভীষণ সময়ের জন্য কোনই পুঁজি ত তুমি সংগ্রহ করিলে না। সেই বাজারে খালিহাতে গেলে যে লজ্জায় তোমার মস্তক অবনত হইয়া পড়িবে! চারিদিক অন্ধকার দেখিবে! জীবনের যে সুদীর্ঘ সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা ত গিয়াছেই;

তাহার উপর আর কোনই হাত নাই ; সামান্য যে কয়দিন বাকী আছে, তাহার সদ্ব্যবহার কর। পরকালের পূঁজি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও !

কহিতে পারিত কথা যদি তারা সবে,
কাটাইছে কাল যারা কবরে নীরবে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকি' কহিত তোমারে, –
হে জীবিত, যত দিন আছ ও সংসারে,
থাকিও না চুপ করি' মৃতের মতন,
খোদার জেকের কর, কর সর্ব্বক্ষণ।
সুকাজে সতত তুমি থাকহ নিরত,
জীবন করো না হেলা আমাদের মত ! (১)

১৬২

বহুদিন পূর্ব্বে আমার যৌবনাবস্থায় আমরা কয়েকজন যুবক আড্ডা মিলাইয়া বসিয়া নানারূপ আমোদপ্রমোদ ও হাস্য-পরিহাসে রত ছিলাম। আমাদের সকলেই ফুলের মত প্রফুল্ল।

---

(১) আগার মোর্দ্দাহ্ মিছ্‌কিন্ জবাঁ দাশ্‌তে
বফরুইয়াদ্ ও জারী ফগাঁ দাশ্‌তে,—
কে আয় জেন্দা চু হস্তত্ এম্‌কানে গোফ্‌ত্
লব্ আজ্ জেক্‌র্ চু মোর্দ্দাহ্ বর্‌হম্ মখোফ্‌ত্।
চু মারা বগফ্‌লত্ বোশোদ্ রোজ্‌গার্
তু বারে দমে চন্দ্ ফোর্‌ছত্ শোমার্ !

কেহকেহ বুল্‌বুলের মত মধুরকণ্ঠে গান গাহিতেছিল! একজন পক্ককেশ অভিজ্ঞ প্রবীণ আমাদের মজ্‌লিসের একপার্শ্বে নীরবে বসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের আমোদপ্রমোদে যোগ দেন নাই। আমাদের মধ্য হইতে একজন যুবক তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—মহাশয়, আপনি এই আনন্দপূর্ণ সভায় বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন কেন? প্রফুল্লহৃদয়ে আমাদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে যোগদান করুন। একথায় তিনি বিজ্ঞজনোচিত ভাষায় বলিলেন,—

বৃদ্ধের আমোদ করা কভু না মানায়,
বিষণ্ণ সতত তিনি নানা ভাবনায়!
আমোদের দিন তাঁর হ'য়েছে বিগত,
উচিত সুকাজে তাঁর থাকা সদা রত।

বহেরে কাননে যবে প্রভাত-সমীর,
তরু লতা নাচে ভাবে হইয়া অধীর;
নাচে নব কিশলয়, নাচে ফুলকুল;
হৃদয়-আবেগে সবে যেনরে আকুল!
বিশুষ্ক বিটপী হায়, নাচে কি তখন
ঘনা'য়ে আসিছে যার নিকটে মরণ? (১)

---

(১) চু বাদে ছবা বর্ গুলিস্তাঁ অজদ্
চমিদন্ দরখ্‌তে জওয়াঁরা ছজদ্।
চমদ্ তা জওয়ানস্ত্ ও ছর্ ছব্‌জ্ খোয়িদ্
শেকেস্তা শওয়াদ্ চু বজর্দ্দী রছিদ্।

দেখনি ময়ূর নাচে কেমন মধুর ?
আপনার ভাবে সে যে রহে ভরপুর !
অতুলন রূপ তার জগতমোহন,
তাই না উৎসাহে এত পূর্ণ তার মন !

নাচিবে বায়স বল কি রূপে তাহার ?
তার নাচ ভাল চোখে লাগিবে কাহার ? (১)
তার তাই করা চাই, যার যাহা সাজে,
সবাই নিরত থাক আপনার কাজে !

বালকের মত তার চাই যে রোদন,
পাপ-অনুতাপে সদা দগ্ধ যার মন !
বালকের মত সদা অসার খেলায়
জীবন কাটাতে সে ত পারেনা হেলায় ! (২)

কহিলেন লোক্‌মান জ্ঞানী-শিরোমণি,—
সুদীর্ঘ জীবন ভাল নহে ত কখনি,
যদি সে জীবন কাটে পাপের ভিতর,
তা' চেয়ে এখনি মরা ভাল বহুতর ! (৩)

—০—

(১) কুনাদ্ জলুয়া তায়ুছ্ ছাহেব্ জামাল্
চেমি খাহী আজ্ বাজ্ বর কন্দা বাল্।

(২) মরা মি বেবায়াদ্ চু তফলাঁ গিরিস্ত্
জে শর্‌মে গুনাহাঁ না তফ্‌লানা জিস্ত্।

[৩] নেকো গোফ্‌ত্ লোক্‌মান্ কে না জিস্তন্
বে আজ্ ছাল্‌হা বর্ খাতা জিস্তন্।

১৬৩

হে যুবক, সৎকাজ করহ করহ,
এবাদতে মশ্‌গুল রহ সদা রহ।
যৌবন চলিয়া গেলে র'বে না শকতি,
নিরুপায় অসহায় হইবে যে অতি।
বিশাল প্রান্তর তব র'য়েছে সামনে,
ছুটাও ঘোটকে তব আনন্দিত মনে! (১)

—০—

১৬৪

একদিন ঘটনাক্রমে একটি বনের মধ্যে আমাকে রাত্রি-যাপন করিতে হইয়াছিল। আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, নিদ্রায় সমস্ত শরীর যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় একজন উষ্ট্রচালক সেইস্থানে আসিয়া আমাকে অন্ধকারে চিনিতে পারে নাই। সে মনে করিয়াছিল, বুঝি তাহার উটটিই সেই স্থানে শুইয়া আছে; তাই আমার মস্তকে আঘাত করিয়া আমাকে ধমক দিয়া সে তাহার উটটির নাম ধরিয়া বলিতে লাগিল,—

[১] জওয়ানাঁ। রাহে তা'য়াত্‌ এম্‌রোজ্‌ গীর্‌
কে ফর্দ্দা জওয়ানী না আয়াদ্‌ যে পীর্‌।
ফারাগে দিলত্‌ হস্ত্‌ ও নেরুয়ে তন্‌
চু ময়দাঁ ফরাখস্ত্‌ গোয়ে বেজন্‌!

মরিতে চা'স্ কি তুই ওরে হতভাগা ?
এত নয় নিরাপদ শুইবার জা'গা !
এখানে পাইলে তোরে খাইবে যে বাঘে,
শিকারের আশে তারা চারি দিকে জাগে।

যাবার বাজনা ঐ বাজিছে কঠোর,
ঘুমের সময় পাজী, এই কি রে তোর !
নিদ্রায় আমারো বটে জড়িত নয়ান ;
ঘুমা'ব কোথায় ? এ যে ভয়ানক স্থান !
চল্ চল্ চল্ বাবা, কর কিছু ক্লেশ,
অচিরে সমুখে পা'বি আরামের দেশ।

মানব, কেমনে তুমি আছ ঘুমাইয়া ?
সাথী সব ঐ দেখ যায় যে চলিয়া।
য'াবার বাজনা বাজে, শোন দিয়ে কান,
এখনো কেমনে তবে রয়েছ শয়ান ? (১)

হও হও জাগরিত, দেখ ভাবি মনে,
অরাতি কতই হেথা ঘুরিছে গোপনে !
উঠিয়া কোমর বাঁধ, চল চল ভাই,
এ হেন বিপদকালে ঘুমাইতে নাই।

---

[১] তু কজ্ খাবে নুশীন্ ববাঙ্গে রহীল্
না খিজী দিগর্ কয় রছী দর্ ছবীল্।
ফেরো কোফ্ত্ তব্‌লে শোতর্ ছার্‌ওয়াঁ।
ব মন্‌জেল্ রছীদ্ আউওল্ কারওয়াঁ।

এখনি কোমর ছাড়ি' উঠিয়াছে জল,
সাবধান! নহিলে যে যাবে রসাতল!
এখনো রয়েছে আঁখি, ফেল আঁখিনীর,
পাপ অনুতাপে সদা হইয়া অধীর!
এখনো রসনা আছে, চাও ক্ষমা চাও,
চরণে তাঁহার শির লুটাইয়া দাও! (১)

১৬৩

ফুটিবে কতই ফুল কাননে কাননে,
মোহিত করিবে ধরা হসিত আননে!
মধুর বসন্তে ব'বে মলয়-অনিল,
গাইবে দোয়েল-শ্যামা, গাইবে কোকিল!
নাচিবে বিটপী-শিরে নব কিশলয়,
নাচিবে লতিকা চারু শোভার নিলয়!

রহিবে জগত ভরি' কত ভালবাসা,
কত প্রেম অভিমান, কত কাঁদা হাসা,

---

[১] কনুঁ কোশ্‌ কে আব্‌ আজ্‌ কোমর্‌ দর্‌ গোজাশ্‌ত্‌
না অক্তে কে ছয়লাব্‌ আজ্‌ ছর্‌ গোজাশ্‌ত্‌।
কনুনত্‌ কে চশ্‌মস্ত্‌ আশ্‌কে বেবার্‌
জবাঁ দর্‌ দহানস্ত্‌ ওজ্‌রে বেয়ার্‌।

তখন না আমি এই ধরায় র'ব রে,
একাকী শুইয়া র'ব আঁধার কবরে !

১৬৬

আমার বেশ স্মরণ আছে, শৈশবকালে আমার পিতা আমাকে শ্লেট, পুস্তক ইত্যাদির সহিত একটি অতি সুন্দর সোণার আংটি কিনিয়া দিয়াছিলেন। একদিন এক জুয়াচোর সামান্য মিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে আমার নিকট হইতে এই মূল্যবান আংটিটি ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমার তখন জ্ঞানবুদ্ধি অত্যন্ত কম। সুতরাং আশুআনন্দপ্রদ মিষ্টান্নের লোভে এই অমূল্য জিনিসটি দান করিতে একটুও ইতস্ততঃ করি নাই!

হে মানব, যাবতীয় জীবের প্রধান,
বুদ্ধিমান বলি' তব মনে অভিমান ;
জীবন অমূল্য ধন, বিনিময়ে তার,
কিনিছ কি, ভাবিয়া তা' দেখ একবার! (১)
আশু আনন্দের মোহে ভুলিলে সকল,
কিনিলে না অনন্ত সে পথের সম্বল।

---

(১) তু হম্ কিমতে ওম্র্ না শেনাখ্‌তী
কে দর্ আয়শে শিরিঁ বর্ আন্দাখ্‌তী।

ভাবো ভাবো একবার পরিণাম এর,
ভাঙ্গিবে এ হাট যবে সবি পাবে টের!

“জাহেদ” সাধক যারা সে রোজ হাশরে
গৌরবে উঠিবে যবে “ছরায়া” উপরে,
তখন যে অনুতাপে, পাপের বোঝায়,
মস্তক তুলিতে তুমি নারিবে লজ্জায়। (১)

নবীরা কাঁপিবে ডরে যবে সে হাশরে,
কি উত্তর দিবে তুমি সেদিন ভাব রে! (২)

বাঘের শাবকে কেহ করিল পালন,
দেখিয়া সুন্দর তারে মানস মোহন;
বড় হ’য়ে একদিন মনিবেরই বুকে
বসিয়া শোণিত তার খাইল সে সুখে!

হে মানব, পালিতেছ তুমিও তেমন
শরীরের ষড়রিপু দেখিতে মোহন!
করিবে এরাই কিন্তু তব সর্ব্বনাশ,
আত্মিক-জীবন তব করিবে বিনাশ।

---

(১) কেয়ামত্ কে নেকাঁ বর্ আ’লা রছন্দ্
জে কা’রে ছরা বর্ ছরায়া রছন্দ,
তুরা রব বেমানদ্ ছর্ আজ্ নঙ্গ্ পেশ্
কে গের্দ্দত্ বর্ আয়াদ্ আমল্ হায়ে খেশ্।

(২) বজায়ে কে দহ্শত্ খোরন্দ্ অম্বিয়া
তু ওজ্রে গোনারা চে দারী বেয়া।

ইব্‌লিস্ বিরুদ্ধ অতি ছিল মানবের,
বিতাড়িত তাই ত সে হুকুমে রব্বের ;
ভুলিয়া সে হিতকামী মহান খোদায়,
ইব্‌লিসের অনুগত দেখি যে তোমায় !

প্রিয়তম তুমি যাঁর, তাঁহারে ভুলিয়া
অরাতির সাথে হায়, গিয়াছ মিলিয়া !
বুঝিলেনা অরি কেবা, কেই বা আপন,
ভাব এর পরিণাম কতই ভীষণ !
কেমনে করহ আশা ভালবাসা তাঁর,
করিছ বিরুদ্ধাচার সতত যাঁহার ? (১)

—০—

১৬৭

একব্যক্তি প্রতারণাপূর্ব্বক অন্যের অর্থ ও সম্পত্তি উপভোগ করিত। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুসারে শয়তান বা ইব্‌লিসের প্রসঙ্গ উঠিলে "আলায়হে লা'নত" বা তৎপ্রতি খোদার অভি-

(১) চু মালয়ুন পছন্দ্ আমাদশ্ কহ্‌রে মা
খোদায়াশ্ বর্ আন্দাখ্‌ত্ আজ্ বহ্‌রে মা।
কুজা ছার্ বর্ আরেম্ আজ্ আ'র্ ও নঙ্গ্
কে বা উ ব ছোলেহেম্ ও বা হক্ জঙ্গ্।
নজর্ দোস্ত্ নাদের্ কুনাদ্ ছুয়ে তু
চু দর্ রুয়ে দুশ্‌মন্ বুয়াদ্ রুয়ে তু !

সম্পাত হউক, একথা বলিতে কখনই ভুলিত না। একদিন সে অন্যমনস্কভাবে এক পথ দিয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে সহসা ইব্লিস্ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল,—ভাই, এ কি ব্যাপার? তোমার সহিত আমার গোপনে আন্তরিক বন্ধুত্ব আছে; অথচ তুমি আমাকে অভিসম্পাত কর! তোমার কাজের মধ্যে ত কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না!

শয়তানী কাজে রত সতত যে থাকে,
মনে মনে শয়তান বন্ধু ভাবে তা'কে!
পরিণামে জাহান্নামে যাবে সেই জন,
শয়তান-সাথে সেথা র'বে সর্ব্বক্ষণ! (১)

১৩৮

যাইতে গন্তব্য স্থলে ইচ্ছা যদি হয়,
ঠিক পথ ধরি' চল সকল সময়।
কলুর বলদ সম বাঁধা ও নয়ন,
ঘুরিলে রে একি স্থানে সমগ্র জীবন!

(১) চুনি গোফ্ত্ ইব্লিস্ আন্দর্ রহে,
কে হর্গেজ্ না দিদাম্ চুনী আব্লহে,
তোরা বা মনস্ত্ আজ্ নেহাঁ আশ্তী
চেরা তেগে পয়কার্ বর্ দাশ্তী?

মোহের এ আবরণ কর ভাই, দূর,
ভাতিবে নয়নে তবে অপার্থিব নূর ! (১)

১৬৯

আমার বেশ স্মরণ আছে, বাল্যজীবনে একদিন আমার পিতার সহিত ঈদের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। চারি দিকে নানা আমোদপ্রমোদ, লোকের অত্যন্ত ভিড়। একটি খেলা বিশেষ কৌতুকজনক বোধ হইতেছিল; তাহা দেখিতে দেখিতে পিতাকে হারাইয়া ফেলিলাম। তখন আমি খুব ছেলে মানুষ; সুতরাং একান্ত ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার পিতা ভিড় ঠেলিয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার কান মলিতে মলিতে বলিলেন,—হতভাগা, অমি কি তোকে অনেক বার বলি নাই যে, আমার হাত ছাড়িস না, সর্ব্বদা আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিস ? এখনি ত হারাইয়া যাইতেছিলি !

অসহায় জ্ঞানহীন বালকের মত
খোদার এ পথে নর, তুমি যে সতত !

---

(১) রাহে রাস্ত্‌ রও তা বমনজেল্‌ রছী
তু বর্‌ রাহ্‌ নেয়ী জিঁ কবল্‌ ওয়াপেছী।
চু গাভে কে ওচ্ছার্‌ চশম্রশ্‌ বে বস্ত্‌
দওয়াঁ। তা বশব্‌ শব্‌ হাম্‌ আঁজা কে হস্ত্‌।

জ্ঞানী সাধুজনে ধর পথ প্রদর্শক,
চল তাঁরি উপদেশে, যেমন বালক। (১)
নহিলে হা'রায়ে যাবে, পড়িবে বিপদে ;
সাবধানে অগ্রসর হও পদে পদে !

সৌভাগ্য যদি রে চাও, এস এই দ্বারে ;
এস যাঁরা পীর অলী তাঁহাদের ধারে।
হ'ক না সে বড়লোক, বাদশা আমীর,
এখানে আসিলে হ'বে সবাই ফকির !
এ দ্বারে না আসি' আর চারা কিছু নাই,
কল্যাণ যাঁহারা চাও, এসহ সবাই। (২)

সা'দীর মতন ভাল যাহা কিছু পাও,
সংগ্রহ করিয়া নিজ সম্পদ বাড়াও।
মা'রেফত-রত্নাগার তা' হ'লে সঞ্চয়,
হইবে, তাহাতে কিছু নাহিক সংশয়।

(১) তু হম্ তফ্‌লে রাহী বছায়ী আয় ফকির্
বেরও দামনে নেক্ মর্দ্দা বেগীর্।
মরিদাঁ বকুয়াত্ জে তেফলাঁ কমন্দ্
মোশায়েখ্ চু দেওয়ারে মোস্তাহ্‌কমন্দ্।
(২) আগার্ হাজতে দারী ইঁ হাল্‌কা গীর্
কে স্থলতাঁ আজিঁ দর নাদারদ গুজির্।

১৭০

উদাসীন বেশে একবার আবিসিনিয়া রাজ্য ভ্রমণে গিয়াছিলাম। একস্থানে কতকগুলি লোককে হস্তপদ আবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া বড়ই ভয় হইল ; ভাবিলাম, এদেশবাসীরা হয়ত এইভাবেই বিদেশী লোককে কয়েদ করিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করে। ভয়ে এক জঙ্গলের ভিতর গিয়া আশ্রয় লইলাম। একব্যক্তি তথায় আমাকে দেখিয়া বলিল,—ওহে, তুমি কি দস্যু যে লুকাইয়া রহিয়াছ ? যে অন্যায় করেনা, জগতের কোন লোককেই তাহার ভয়ের কারণ নাই। খোদাকেই ভয় করিতে শিখ, মানুষকে ভয় করিও না। (১) যে তাহার কর্ত্তব্য করে, সে অনন্ত গৌরব ও সম্পদ লাভ করিতে পারে !

যতনে নিরত যদি থাক সাধনায়,
পরশিতে ফেরেশ্‌তা না পারিবে তোমায়।
এমনি উন্নত হবে তোমার আসন,
চমকিবে দেখিয়া তা' দেব-নরগণ !
কাটাও জীবন যদি হ'য়ে উদাসীন,
অবস্থা হইবে তব পশু হ'তে হীন। (২)

---

(১) নেকোনাম্ রা কছ্‌না গীরদ্ আছির্
বেতর্ছ্‌ আজ্‌ খোদা ও মতর্ছ্‌ আজ্‌ আমির্।

(২) কদম্ পেশ্‌ নেহ্‌ কেজ্‌ মালাক্ বোগ্‌জারী,
কে গার্ বাজ্‌ মানী জে দদ্ কম্ তরী।

হাশরে লজ্জিত নাহি হবে সেই জনা,
রাতে যে জানায় তাঁরে প্রাণের বেদনা।
হও যদি জ্ঞানী, চাও তাঁর কাছে তবে
দিনের পাপের ক্ষমা নিশিতে নীরবে। (১)
এখনো মিলন যদি চাহ, নাহি ভয় ;
করিবেন ক্ষমা তোমা সেই প্রেমময়।
অনস্তিত্ব হ'তে তোমা স্থজিলা যে জন,
বঞ্চিত কৃপায় তাঁর হবেনা কখন।
অনুতাপে ক্ষমা ভিক্ষা চাহি' তাঁর ঠাঁই
হ'য়েছে নিরাশ, হেন কেহই যে নাই!
ইজ্জত সম্মান তাঁর কমে না কখন,
ফেলে যে নয়নবারি পাপের কারণ। (২)

১৭১

জগতে সুন্দর হেন হয় নাই কেহ,
মাটিতে মিশিয়া যার যায় নাই দেহ।

---

(১) কছে রোজে মহ্‌শর্‌ না গর্দ্দদ্‌ খেজেল্‌
কে শব্‌হা বদর্‌গা বরদ্‌ ছুজে দেল্‌।
আগার্‌ হোশ্‌মন্দী জে দাওয়ার্‌ বে খাহ্‌
শবে তওবা তক্‌ছিরে রোজে গোনাহ্‌।

(২) নায়ামাদ্‌ বরি দর্‌ কছে ওজর্‌ খাহ্‌
কে ছায়লে নাদামত্‌ না শোছ্‌তশ্‌ গোনাহ্‌।
নারিজদ্‌ খোদা আব্‌রুয়ে কছে,
কে রিজদ্‌ গোনা আবে চশ্‌মশ্‌ বছে।

জনমিনি' হেন তরু এই বাগিচায়,
উৎখাত হয়নি যাহা মরণ-ঝঙ্কায় !
ফুলের মতই কত তনু সুকুমার,
মিশিয়া রয়েছে এই ধূলায় ধরার। (১)

চাও যদি গোর তব দিনের মতন
হইবেক আলোকিত মানসমোহন,
এখান হতেই তবে লও সেই বাতী,
ভাল কাজ, যাহা তব কবরের সাথী ! (২)

বহু লোক আছে, যারা মনে মনে ভাবে,
না বুনিয়া ফসল সেখানে গিয়ে পাবে।
বল সা'দী, তাহা সবে,—নাহি হবে তাহা,
পাবে সে তেমনি ফল, বুনিবে যে যাহা ! (৩)

(১) দরিঁ বাগ্ ছর্‌বে নায়ামদ্ বলন্দ্,
কে বাদে আজল্ বেখশ্ আজ্ বন্ না কন্দ্ !
আজব্ নিস্ত্ বর্ খাক্ আগার্ গুল্ শেগোফ্‌ত্
কে চান্দিঁ গুলান্দাম্ দর্ খাক্ খোফ্‌ত্।

(২) শবে গোর্ খাহি মনোয়ার্ চু রোজ্
আজিঁজা চেরাগে আমল্ বর্ ফোরোজ্।

(৩) গোরোহে ফেরাওয়া তামা' জোন্ বরন্দ্
কে গন্দম্ নয়াফ্‌শান্দ্ ও খের্‌মন্ বরন্দ্ !
বর্ আঁ খোর্দ্দ্ সা'দী কে বেখে নেশন্দ্
কছে বোর্দ্দ্ খের্‌মন্ কে তোখ্‌মে ফেশন্দ্।

বুস্তাঁর বঙ্গানুবাদ

দশম অধ্যায়

১৭২

মোনাজাত—(খোদার নিকট প্রার্থনা)

এস, আন্তরিক ভাবে আমরা সকলে সেই মহান বিশ্বপাতার দরবারে হস্ত উঠাইয়া প্রার্থনা করি। যে কেহ তাঁহার নিকটে কিছু আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিয়াছে, সে কখনই নিরাশ হয় নাই।

হে খোদা করুণাময় করুণা করহ,
পতিত যে জন তার দু'হাত ধরহ !
করিয়াছি পাপ তব ক্ষমার আশায়,
ক্ষমা কর ক্ষমা কর, দীন অভাগায়।

তোমারি পালিত আমি, তোমারি সৃজিত,
বড় আশা তব পাশে তাই করি'ছি ত !
চৌদিকে ঘিরিয়া আছ তব অনুগ্রহ
কত সুখী করিতেছে মোরে অহরহ।
যেমন বাসিছ ভাল এই দুনিয়ায়,
তেমনি আখেরে ভাল বাসিও আমায় !

দোহাই দোহাই খোদা, তব
ইজ্জত সেদিন যেন থাকে এ দীনের!
পাপের কারণে মোরে দিওনা শরম ;
হে করিম, গরিবেরে করিও করম।
তোমার নিকটে লাজ, যথেষ্ট তাহাই,
অপরের কাছে যেন লাজ নাহি পাই।

গৌরব-মুকুট শিরে দাও হে আমার,
তুল মোরে হাত ধরি' পাক্ পরোয়ার।
সহায় যদি রে তুমি, কারে আর ভয় ?
দয়া কর দয়া কর, ওহে দয়াময়! (১)

মোনাজাত

(১) খোদা অন্দ্‌গারা নজর্ কুন্ বজুদ্
কে জোর্‌ম্ আমাদ্ আজ্ বান্দর্গা দর্ ওজুদ্।
গোনাহ্ আমাদ্ আজ্ বান্দায়ে খাক্‌ছার্
বা ওমেদে অফুয়ে খোদা অন্দ্‌গার্!
করিমা বরেজ্‌কে তু পর্‌ওয়ার্‌দা য়েম্
ব এন্‌য়াম্ ও লোৎফে তু খো কর্দ্দায়েম্।
চু মারা বদনিয়া তু কর্দ্দী আজিজ্
বওকৃবা হামী চশ্‌ম্ দারেম্ নিজ্!

খোদায়া ব এজ্জত্‌কে খারম্ মকুন্
বজেল্লে গোনা শরম্ ছারম্ মকুন্।
মরা শরম্‌ছারী জে রুয়ে তু বছ্
দিগর্ শরম্ ছারম্ মকুন্ পেশে কছ্।
আগার্ তাজ্ বখ্‌শী ছর্ আফ্‌রাজাদম্,
তু বর্‌দার্ তা কছ্ নায়ান্দা জাদম্!

১৭৩

(উদ্‌ভ্রান্তের মোনাজাত)

হে খোদা, আমায় যদি না কর উদ্ধার,
উদ্ধার করিবে, হেন কেহ নাই আর।
জান আমি নিরুপায়—কত নিরুপায়!
রিপুর কবল হ'তে বাঁচাও আমায়!

হে খোদা, দাঁড়ায়ে দাস তোমার দুয়ারে,
হীনতার সাথে দূর করিওনা তা'রে।
মূর্খ, তাই ছিনু দূরে এ দীর্ঘ সময়,
এসেছি যখন ফের দেহ গো আশ্রয়।

ধনীর করুণা দেখি উপরে দীনের,
ইহাই ভরসা শুধু এই অধীনের।
দুর্ব্বল অধম আমি, তাহাতে কি ভয়,
হে বলি, যখন তুমি আমার আশ্রয়? (১)

---

(১) ফকিরম্ ব জোর্মে গোনাহম্ মগীর্
গনী রা তরহম্ বুয়াদ্ বর্ ফকির্!
চেরা বায়দ্ আজ্ জো'ফে হালম্ গ্রিস্ত্
আগার্ মন্ জয়ীফম্ পানাহম্ কভিস্ত্

তুমি যা' চেয়েছ, তাই হ'য়েছে আমাতে,
কি দোষে আমায় দুষী করিতেছ তা'তে ?
তুমিই করিছ কাজ এ আমার মাঝে,
ধরিও না দোষ প্রভো, আপনার কাজে। (১)

১৭৪

একজন কৃষ্ণকায় কুৎসিত ব্যক্তিকে কেহ তাহার চেহারার জন্য নিন্দা করিয়াছিল। ইহাতে সে উত্তরে বলিল,—

আমার চেহারা আমি নিজে করি নাই,
অহেতু আমায় কেন দুষিতেছ ভাই ?

তুমি জান শক্তিময়, তুমি সবি কর,
অহেতু আমার দোষ কেন তবে ধর ?
কে আমি ? তোমার ইচ্ছা নাহি যদি হয়,
কি পারি করিতে আমি, কহ লীলাময় !

দেখাও যত্তপি পথ পারিব চলিতে,
নতুবা থমক হ'য়ে রহিব গলিতে !

---

(১) না মন্ ছার্ জে হোকুমত্ বদর্ মি বরম্,
কে হোকুমত্ চুনিঁ মি রওয়াদ্ বর্ ছরম্।

এই পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।

সহায় না হ'লে সেই জগতের পতি,
ধরম-করমে কারো হইত না মতি! (১)

১৭৫

সত্য তুমি দয়াময়, দোহাই তোমার,
সত্য হ'তে দূরে মোরে রাখিও না আর।
অসত্য হইতে মোর ঢাকহ নয়ন,
দেখাও তোমার নূর মানসমোহন।

মহান বিচারে সেই ভীষণ হাশরে,
নরক-অনলে নাথ, ফেলিও না মোরে। (২)
কি আর বলিব প্রভো, তোমার হুজুরে,
বলিবার কথা মুখে আসে না কিছুরে!

---

(১) তু দানায়ী আখের্ কে কাদের্ নিয়াম্
তওয়ানায়ী মত্লক্ তুয়ী, মন্ কিয়াম্!
গরম্ রাহ্ নোমায়ী রছিদম্ ব খায়ের্
অগর্ গোম্ কুনী বাজ্ মান্দম্ যে ছায়ের।
জাহাঁ আফ্রিঁ গার্ না ইয়ারী কুনাদ্,
কুজা বান্দা পরহেজ্গারী কুনাদ্!

(২) ব হক্কত্ কে চশ্মম্ জে বাতেল্ বদোজ্
ব নূরত্ কে ফর্দা ব নারম্ মছোজ্

মূক যে মনের কথা বুঝাবে কেমনে ?
পূরাও কামনা তার যাহা আছে মনে।
বেদনা-বিধুর মোর আহত হৃদয়,
শান্তির প্রলেপ তা'তে দাও দয়াময় ! (১)

১৭৬

একজন উদ্‌ভ্রান্ত দরবেশ প্রমত্ত অবস্থায় একটি মস্‌জেদে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল। সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতেছিল,—হে খোদা, আমাকে উন্নত বেহেশ্‌তে স্থান দান কর ! মস্‌জেদের মোয়াজ্জেন্ তাহাকে প্রমত্ত অবস্থায় দেখিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া বলিল,—কোথায় যাও হে, মস্‌জেদ তোমার মত মাতালের স্থান নয়। তুমি বেহেশ্‌তে যাইবার ত মতলব আঁটিতেছ, তজ্জন্য খোদার নিকটে আব্‌দারও করিতেছ; কিন্তু বলি, বেহেশ্‌তে যাইবার মত কি এমন সৎকাজ করিয়াছ ? তোমার চেহারা দেখিয়া ত মনে হইতেছে, তুমি একটা উচ্ছৃঙ্খল মাতাল ব্যতীত অন্য কিছুই নহ।

বৃদ্ধ-মোয়াজ্জেনের মুখে এই কথা শুনিয়া উদ্‌ভ্রান্ত লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—জনাব, আমি বাস্তবিকই মাতাল, আমাকে ছাড়িয়া দিন। খোদাতা'লার অনুগ্রহ এতই অসীম

---

(১) তু দানী জমিরে জবাঁ বস্ত্‌-গাঁ
তু মরহুম্ নিহী বর্ দিলে খস্ত্‌-গাঁ।

যে, একান্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও ক্ষমা পাইবার আশা করিতে পারে। আমি আপনার নিকট ত কিছু প্রার্থনা করি নাই, তবে আপনি অহেতু চটিতেছেন কেন? এখনো তওবার দরজা বন্ধ হয় নাই; খোদাতা'লা এখনো পাপীকে হাত ধরিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন। তবে আমার নিরাশ হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? স্বীকার করি, আমার পাপ অধিক ; কিন্তু খোদাতা'লার অনুগ্রহ ও ক্ষমা যে তাহা অপেক্ষা আরো অনেক অধিক!

বৃদ্ধ যে দুর্ব্বল অতি উঠিতে না পারে,
অপরে ধরিয়া হাত তোলে ত তাহারে;
অক্ষম দুর্ব্বল আমি; ভরসা তাঁহার।
হে খোদা, করহ দয়া উপরে আমার।

অনন্ত তোমার দয়া, শেষ তার নাই,
দয়া যদি কর, ক্ষমা পাইবে সবাই!
কিন্তু যদি সাজা দাও পাপ-অনুপাতে,
পাবে না মুকতি কেহ, পাবে না তাহাতে!

নাই তবে তারাজুর কোন প্রয়োজন, *
জাহান্নামে সকলেরে করিও প্রেরণ!

---

* তারাজু=দাঁড়িপাল্লা; এ স্থলে যাহা দ্বারা হাশরের দিনে পাপ-পুণ্য ওজন করা হইবে।

কঠোর হইয়া যদি করহ বিচার,
তা হ'লে কেহই নাহি পাইবে উদ্ধার। (১)

তোমার দয়ার আশা করিতেছি আমি,
হে মহান দয়াময়, নিখিলের স্বামী।
কিছু নাই, কিছু নাই, মোর কিছু নাই!
চরণে আশ্রয় তব চাহিতেছি তাই!

ক্ষমা কর অগণন অপরাধ মম,
তোমার পবিত্র প্রেম দেহ প্রিয়তম!
আশা বিনা মোর কাছে আর কিছু নাই,
সে আশা পূরণ কর, এই দয়া চাই! (২)

সমাপ্ত

---

(১) আগার্ জোর্ম্ব্ বখ্শী ব মেক্দারে জুদ্,
না মানদ্ গেরেফ্তারে আন্দর্ ওজুদ্!
অগর্ খশ্ম্ গিরী ব কদ্রে গোনাহ্
ব দোজখ্ ফেরেস্ত্ ও তারাজু মখাহ্।

(২) জে লোৎফৎ হামিঁ চশ্ম্ দারেম্ নিজ্,
বদিঁ বে বজায়াত্ বে বখ্শ্ আয় আজিজ,
বজায়াত্ নয়াওয়ার্দাম্ ইল্লা ওমেদ
খোদায়া জে অফুম মকুন না ওমেদ।